# কুরু পাণ্ডব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

# কুরু পাণ্ডব

প্রথম সংস্করণ ... ( ১১০০ ) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল।

মূল্য এক টাকা বার আনা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, ( বীরভূম )
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# বিজ্ঞাপন

কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সঙ্কলন করেন। তাহাকেই সংহত করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃতভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে এ কথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলা-রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতরবর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির প্রবর্ত্তন হইল। অন্যত্র অন্য বিদ্যালয়েও যদি ইহা ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহারযোগ্য বলিয়া গণ্য হয় তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

২৫শে বৈশাখ,

১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# ভূমিকা

কুরুবংশের মহারাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম চিরকুমার-ব্রত লইয়াছিলেন এই কারণে পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে তিনি সিংহাসনের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু অল্পবয়সেই বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইল।

তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্রকে স্বয়ং পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ, তাই তাঁহার ছোট ভাই পাণ্ডুর হাতে রাজ্যভার পড়িল। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, বিদুর তাঁহার নাম, তিনি শূদ্রামাতার গর্ভজাত।

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যাঁহার বিবাহ হইল তাঁহার নাম গান্ধারী, তিনি গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, রূপে গুণে যশস্বিনী। আর ভোজরাজের পালিতা কন্যা কুন্তীকে পাণ্ডু বিবাহ করিলেন। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নীর নাম মাদ্রী, মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী।

বিবাহের কিছুকাল পরে পাণ্ডু মৃগয়া করিতে বনে গেলেন আর রাজ্যে ফিরিলেন না। বনে তপস্যায় রত হইলেন, দুই রাণীও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না।

বনে থাকিতেই তিন দেবতার কৃপায় কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর

তিন পুত্র জন্ম লইলেন, ধর্ম্মের বরে যুধিষ্ঠির, পবনদেবের বরে ভীম ও দেবরাজ ইন্দ্রের বরে অর্জ্জুন ; অশ্বিনীকুমার নামক যুগলদেবতার বরে মাদ্রীর গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হইল, তাঁহাদের নাম নকুল ও সহদেব।

ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী একশত পুত্র লাভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বড় দুইটির নাম দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন। তাঁহার একটিমাত্র কন্যা দুঃশলা।

কুন্তী যখন কুমারী ছিলেন তখনি সূর্য্যদেবের প্রভাবে বসুসেন নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়, কর্ণ নামেই তিনি বিখ্যাত। মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সারথ্যব্যবসায়ী সূতজাতীয় অধিরথের গৃহেই তিনি পুত্রবৎ পালিত হইয়াছিলেন।

# সূচীপত্র

# কুরু পাণ্ডব

## ১

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার সহিত বালককালে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবের সর্ব্বদা ক্রীড়া কৌতুক চলিত। কিন্তু ভীমের বল এত অত্যন্ত অধিক ছিল যে তাঁহার পক্ষে যাহা ক্রীড়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষে তাহা পীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা গাছে চড়িলে গাছে পদাঘাত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাখাচ্যুত করিয়া দিতেন, জলক্রীড়াকালে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক জলমগ্ন করিতেন, কেশাকর্ষণ করিয়া মাটিতে ফেলিতেন, দুইজনকে পরস্পরের সহিত নিষ্পেষণ করিতেন, এইরূপে নানাপ্রকার উৎপীড়নে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রদের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

ভীমের বলদর্পে বিশেষভাবে দুর্য্যোধনের মনে অপ্রসন্নতা জন্মিল। ভীমকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক

একটি রমণীয় ক্রীড়াস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, "আইস, আমরা উপবনশোভিত গঙ্গাতীরে গিয়া জলক্রীড়া করি।"

যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ইহাতে সম্মত হইয়া ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ উদ্যানে ভ্রমণের পর তাঁহাদের আহার আরম্ভ হইল। সেই সুযোগে দুষ্টমতি দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহার্য্য মিষ্টান্নে গোপনে বিষ মিশাইয়া দিলেন। অবশেষে আহারের পর তাঁহাদের জলক্রীড়া আরম্ভ হইল।

সূর্য্য যখন অস্ত গেল সকলে জল হইতে উঠিয়া বিশ্রামে মন দিলেন। কিন্তু এদিকে ভীমসেন যে বিষজর্জ্জর অবশ দেহে গঙ্গাতীরেই পড়িয়া আছেন তাহা দুর্য্যোধন ছাড়া আর কাহারো দৃষ্টিগোচর হইল না। ভীমের এই অবস্থা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই দুরাত্মা তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিল।

নদীতলে নাগলোক আছে, সেখানে ভীম যখন উত্তীর্ণ হইলেন তখন নাগরাজ বাসুকি চিনিতে পারিলেন যে ইনি তাঁহারই দৌহিত্র কুন্তীভোজের দৌহিত্র। তখন ভীমকে তিনি বিষের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড হইতে রসপান করাইলেন। ইহাতে শরীরের সমস্ত ক্লেশ অপহৃত হওয়ায় ভীমসেন নাগদত্ত দিব্যশয্যায় শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন।

এদিকে কৌরবেরা রাজধানীতে প্রত্যাগমনকালে দুর্য্যোধন ছাড়া আর সকলেই মনে ভাবিলেন ভীম তাঁহাদের

অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির মাতার পাদবন্দন করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভীমের আগমন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্তী-দেবী চমকিত ও ভীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হায়, ভীমসেনকে ত আমি দেখি নাই, সে ত অগ্রে আসে নাই। অতএব যাও বৎস, অবিলম্বে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হও।"

ভীম অষ্টম দিনে জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলে নাগগণ নিকটে আসিয়া বলিল, "হে মহাবাহো, তুমি যে অমৃত পান করিয়াছ তাহাতে তোমার অযুত গজোপম বল হইবে। এক্ষণে এই দিব্যজলে স্নান করিয়া গৃহে প্রতিগমন করো, তথায় তোমার অদর্শনে তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন।"

এই উপদেশ অনুসারে ভীম স্নানাবসানে শুক্লমাল্য ও শুক্লাম্বর পরিধানপূর্ব্বক বিগতক্লম হইয়া হৃষ্টচিত্তে নাগগণের পূজা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নাগ-লোক হইতে উত্থানপূর্ব্বক অবিলম্বে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলে, পুত্রবৎসলা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণ পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন—ভ্রাতঃ! সাবধান, যেন এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়। অদ্যাবধি পরস্পরের রক্ষার্থে আমাদিগকে বিশেষ যত্নবান্ থাকিতে হইবে।

একদিন রাজকুমারগণ দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াক্রমে নগরের

বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলেন। ক্রীড়াকালে তাঁহাদের হস্ত হইতে এক গুলিকা জলহীন কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহা উদ্ধার করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কুমারগণ কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। এই নিমিত্ত দুঃখিত ও লজ্জিত ভাবে তাঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন একটি কৃশকায় শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ সেই স্থান দিয়া চলিয়াছেন। ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গুলিকা উদ্ধারের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

তোমাদের ক্ষত্রিয়-বলে ধিক্! যেহেতু তোমরা ভরত-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উঠাইতে পারিতেছ না।

এই বলিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন—

তোমরা যদি আমাকে উত্তমরূপে ভোজন প্রদান কর, তাহা হইলে আমি একমুষ্টি তৃণের সাহায্যে তোমাদের গুলিকা কূপ হইতে বাহির করিব।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ একমুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া প্রথমত একটি ঈষিকার দ্বারা গুলিকা বিদ্ধ করিলেন। পরে আর একটি ঈষিকার দ্বারা পূর্ব্ব ঈষিকা বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ক্রমে একটির দ্বারা অপরটি বিদ্ধ করিয়া এই ঈষিকা-পরম্পরাযোগে গুলিকা উদ্ধার করিলেন। কুমারগণ বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে এই আশ্চর্য্য কৌশল নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন, এবং গুলিকা পাইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন—

হে দ্বিজোত্তম! আপনি কে? অন্য কাহাতেও এরূপ দক্ষতা দেখা যায় না। আপনার কী প্রত্যুপকার করিব অনুমতি করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—তোমরা মহামতি ভীষ্মের নিকট আমার বর্ণনা করিয়ো, তিনি নিশ্চয়ই আমায় চিনিতে পারিবেন।

ভীষ্ম এই ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন—হে বিপ্রর্ষে! অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানেই অবস্থিতি করুন। আমাদের ভাগ্যবলেই আপনি এ সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এ রাজ্যের সমস্ত ভোগ্যবস্তু অতঃপর আপনারই অধীন জানিবেন।

দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া রাজভবনে কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম করিলে, প্রচুর অর্থের সহিত কৌরবকুমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ এবং তাঁহার বাসের জন্য এক উপযুক্ত গৃহ নির্দ্দেশ করা হইল।

দ্রোণ শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিলে সূতপালিত কুন্তীপুত্র বসুসেন (যিনি পরে লোকমধ্যে কর্ণ নামে খ্যাত হইয়া-ছিলেন) তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত হইলেন। সমাগত শিষ্যমণ্ডলী-মধ্যে ভুজবলে উদ্যোগে এবং ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় অর্জ্জুন ক্রমে আচার্য্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। একমাত্র কর্ণই তাঁহার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে সাহস করিতেন।

অনন্তর শিষ্যগণ প্রত্যেকে সাধ্যমত বিদ্যালাভ করিয়াছেন

বিবেচনা করিয়া আচার্য্য এক দিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমবেত ভীষ্ম ব্যাস বিদুর কৃপ প্রভৃতির সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—

মহারাজ! কুমারগণ সকলেই বিবিধ প্রকার অস্ত্রশিক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অনুমতি হইলে তাঁহারা এক্ষণে বিদ্যার পরিচয় দিতে পারেন।

দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেন। এক্ষণে কিরূপ রঙ্গভূমিতে কুমারদিগের শিক্ষার উত্তমরূপ পরীক্ষা হইতে পারে তাহা আজ্ঞা করুন। অদ্য আমার চক্ষু নাই বলিয়া যথার্থই কষ্টবোধ হইতেছে, যাহা হউক পরীক্ষার বৃত্তান্ত শুনিতে উৎসুক হইয়া রহিলাম।

এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন—

হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উপদেশ অনুসারে অস্ত্র-কৌশল পরিদর্শনের উপযুক্ত রঙ্গস্থলের আয়োজন কর!

বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া দ্রোণের অভিপ্রায় অনুসারে অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তরুগুল্ম-বিহীন একটি সুপরিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাপ করা হইল। নির্দ্দিষ্ট ভূমির এক পার্শ্বে রাজশিল্পিগণ অতি বিস্তীর্ণ দর্শনাগার ও তাহার মধ্যে মহিলাদের অবলোকনের জন্য সুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত করিল। পুরবাসীরাও নিজ নিজ

সামর্থ্য অনুসারে চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ মঞ্চ ও মহামূল্য পটবাস-সকল স্থাপন ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণসহ কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজাল-সমলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণি-শোভিত সুবর্ণময় এক দর্শনাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাভাগা গান্ধারী কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিলাগণ মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণপরিবেষ্টিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। রাজধানী হইতে চতুর্ব্বর্ণের নানাবিধ লোক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা-দর্শনার্থী হইয়া দ্রুত আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশার্থীর আর সংখ্যা রহিল না। অভ্যাগতদের কোলাহলে সে স্থান উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নিরূপিত সময় আগতপ্রায় হইলে বাদকবৃন্দ মৃদুমন্দ রবে বাদন আরম্ভ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শুক্লাম্বরধারী শুক্লশ্মশ্রু শুক্ল-চন্দনানুলিপ্ত-কলেবর মহাতেজা দ্রোণাচার্য্য পুত্র অশ্বত্থামার সাহিত রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুরোহিতের দ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। পুণ্যকর্ম্ম সমাপনান্তে অনুচরবর্গ অস্ত্রশস্ত্র আনয়নপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপন করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র বন্ধন-পূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠক্রমে হস্তে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে কুমারগণ নানাবিধ অস্ত্রনিক্ষেপপূর্ব্বক স্ব স্ব হস্তলাঘব দেখাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্যমাণ অস্ত্রসকল দেখিয়া অনেকে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া ফেলিল। অর্জ্জুনের অদ্ভুত ক্ষমতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পরে কুমারগণ বেগবান্ তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক কখনও স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করিয়া, কখনও বা কার্ম্মুকদ্বারা অস্থির লক্ষ্য পাত করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা রথারোহণপূর্ব্বক পরস্পরকে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বচালনা-কৌশল দেখাইলেন।

পরে অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক কেহ অশ্বে কেহ বা গজে আরূঢ় হইয়া পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেন। ভ্রাম্যমাণ শাণিত তরবারির রশ্মিজাল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দর্শকমণ্ডলী প্রচুর সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভীম ও দুর্য্যোধনকে পরস্পরকে বামে রাখিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গেল। দুই তুল্যবীর ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গদাযুদ্ধ আরম্ভ করায় তাঁহাদের প্রতি দর্শকবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেহ—হা দুর্য্যোধন! কেহ বা হা ভীম! বলিয়া স্ব স্ব পক্ষকে উৎসাহ দান করিয়া মহা কোলাহল বাধাইয়া

তুলিল। পাছে ইহাতে উত্তেজনাবশে যোদ্ধাদের ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই নিমিত্ত ধীমান্ দ্রোণ দুই বীরকে নিবারণ করিবার জন্য অশ্বত্থামাকে যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিলেন। অশ্বত্থামার চেষ্টায় ভীম ও দুর্য্যোধন নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—

হে দর্শকগণ! আমার শিষ্যদের বিদ্যা ও কৌশল তোমাদের নিকট প্রদর্শিত হইল। ইঁহাদের মধ্যে আমি অর্জ্জুনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, অতএব তোমরা বিশেষরূপে তাঁহাকে দর্শন কর।

তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোসর্প-চর্ম্মের অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ পরিধানপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া রঙ্গস্থলে একাকী অবতীর্ণ হইবামাত্র তুমুল শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইল।

ইনি শ্রীমান কুন্তীনন্দন!—ইনি তৃতীয় পাণ্ডব!—ইনি দেবরাজ ইন্দ্রদত্ত পুত্র!—ইনি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবেত্তা!—ইনি কৌরবদের রক্ষক হইবেন!—প্রভৃতি প্রশংসাধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। পুত্রের সুযশ ঘোষণায় কুন্তী অশেষ প্রীতি লাভ করিলেন।

এই সকল মহৎকার্য্য সমাপনান্তে সভা যখন ভগ্নপ্রায়, বাদ্যকোলাহল নিস্তব্ধ এবং দর্শকবৃন্দ নির্গমনোন্মুখ, সেই সময়ে রঙ্গভূমির দ্বারদেশে সহসা কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা অনুভূত হইল এবং কোন বীরপুরুষের বাহ্বাস্ফোটন-শব্দ শুনা গেল

দ্বারের দিকে সকলের কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল। পঞ্চ-পাণ্ডববেষ্টিত দ্রোণাচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া সে দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দ্বারের নিকটস্থ সকলে পথ মুক্ত করিলে মহাবীর সূত-নন্দন কর্ণ সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডলে শোভমান হইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সগর্ব্বে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ অবহেলাভরে দ্রোণ ও কৃপ আচার্য্যদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন। সভাস্থ সকলে এই সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান বীরের পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর কর্ণ অজ্ঞাতভ্রাতা অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

তুমি মনে করিতেছ একমাত্র তুমিই এই সকল স্তুতির অধিকারী, কিন্তু বিস্মিত হইয়ো না, আমিও এই সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিব।

দুর্য্যোধন এতক্ষণ অর্জ্জুনের অজস্র প্রশংসাবাদে অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় অনুরূপ হর্ষযুক্ত হইলেন। লোকসমক্ষে রূঢ় বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের একান্ত লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল।

কর্ণ স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে অর্জ্জুনকৃত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিলে দুর্য্যোধন আনন্দের উচ্ছ্বাসে থাকিতে না পারিয়া কর্ণকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন—

হে বীরবর! তোমার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া অদ্য আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

কর্ণ বলিলেন—প্রভো! বোধ করি আমি অর্জ্জুনকৃত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছি, এক্ষণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।

কর্ণের স্পর্দ্ধায় ও দুর্য্যোধনের অনুমোদনে অর্জ্জুনের রোষের আর সীমা রহিল না। তিনি কর্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

হে সূতপুত্র! যাহারা অনাহূত সমক্ষে উপস্থিত হয়, এবং অযাচিত বাক্যবিন্যাস করে, তাহারা যে-লোকে গমন করে, অদ্য আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া তুমি সেই লোকে গমন করিবে।

কর্ণ উত্তর করিলেন—

হে অর্জ্জুন! এই রঙ্গভূমি যোদ্ধা মাত্রেরই অধিকৃত, ইহাতে কাহাকেও আহ্বান বা নিবারণ করা সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রভুতা নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন দ্রোণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সভাস্থ সকলেই মনে মনে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, দ্রোণ কৃপ ও পাণ্ডবভ্রাতৃগণ অর্জ্জুনের পক্ষ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্র শতভ্রাতা ও অশ্বত্থামা কর্ণের পক্ষ লইলেন।

দুই পুত্রের মধ্যে আসন্ন সাজ্ঘাতিক যুদ্ধসম্ভাবনায় কুন্তী

মনের আবেগে একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। কুশলী কৃপাচার্য্য সমূহ বিপদ্ বুঝিয়া যুদ্ধনিবারণ-কামনায় কর্ণকে বলিলেন—

হে বসুসেন! অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত রাজ-কুমারের ত যুদ্ধ করিবার নিয়ম নাই। তোমাকে সকলে সূতপালিত বলিয়াই জানে, সূতপুত্রের সহিত রাজপুত্র কি প্রকারে যুদ্ধ করিবেন? তবে হে মহাবাহো! তুমি যদি তোমার প্রকৃত পিতামাতার নামোল্লেখপূর্ব্বক কোন্ রাজ-বংশকে তুমি অলঙ্কৃত করিয়াছ তাহা আমাদের নিকট জ্ঞাপন কর, তাহা হইলে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অনায়াসেই তোমার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারেন।

এইরূপে অভিহিত হইলে কর্ণ স্বীয় কুলশীল না জানায় লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন স্বীয় শরণাগত বীরের অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তর প্রদান করিলেন—

হে আচার্য্য! আমি ত জানিতাম যে, বীরের সহিত বীরমাত্রই যুদ্ধের অধিকারী। যাহা হউক অর্জ্জুন যদি রাজা ব্যতীত অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এইক্ষণেই বসুসেনকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপীঠ আনয়নপূর্ব্বক তদুপরি কর্ণকে উপবিষ্ট করাইয়া, মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক লাজ কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

দারুণ অবমাননাকালে এইরূপে মর্য্যাদা রক্ষা হওয়ায় কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রতি যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

মহারাজ! রাজ্যদানের অনুরূপ তোমার কোনো প্রত্যুপকার করিবার আমার সাধ্য নাই। তবে আমার সাধ্য অনুসারে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

দুর্য্যোধন প্রীতিসহকারে কহিলেন—

হে অঙ্গরাজ! এক্ষণে তোমার সহিত চিরসখ্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করি।

কর্ণ তথাস্তু, বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন এবং যাবজ্জীবন ক্ষণকালের নিমিত্তও এ প্রতিজ্ঞার তিনি অন্যথাচরণ করেন নাই।

এই সময়ে রাজ-সূত অধিরথ, অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ নিবারণ উদ্দেশে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ও স্খলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতৃতুল্য সারথির গৌরব-রক্ষার্থ শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে সভাস্থ সকলের সমক্ষে প্রণাম করিলেন। অধিরথ কর্ণকে অক্ষত দেখিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে পুত্রসম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্দ্র মস্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রুপাতে অভিষিক্ত করিলেন।

ইহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন বিদ্রূপবাক্যে কহিলেন—

হে সূতনন্দন! যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের মত বীরের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে আসা তোমার পক্ষে সুযুক্তির কার্য্য হয়

নাই। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় হবি সেবনের অনুপযুক্ত, তোমাকে তেমনি অঙ্গরাজ্য শোভা পায় না। তোমার পক্ষে কুলোচিত বল্গা-গ্রহণই শ্রেয়স্কর।

এই উদ্ধতবাক্যে কর্ণ ক্রোধে অধীর হইলেন, তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু বহুকষ্টে আত্মসম্বরণপূর্ব্বক তিনি অস্তাচলগামী সূর্য্যকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন ভীমের শ্লেষ বাক্যে সহসা উত্থিত হইয়া কহিলেন—

হে ভীম, এ অশিষ্ট উক্তি তোমার উপযুক্ত হয় নাই। ক্ষত্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ। যিনি নিজ ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে অঙ্গরাজ্য তো সামান্য। বসুসেন যেরূপ সহজাত কুণ্ডল ও কবচে শোভমান, তাহাতে তিনি সামান্য বংশসম্ভূত নহেন বলিয়া বিলক্ষণ প্রত্যয় হয়। যাহা হউক বসুসেনের অঙ্গরাজ্যপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

এই বাক্যে সভাস্থ অনেকে ধন্য ধন্য করিল।

এই সময়ে সূর্য্যাস্ত হওয়ায় সেদিনকার অস্ত্রপরীক্ষা-ব্যাপার সমাধা হইল। দুর্য্যোধন কর্ণের হস্তধারণপূর্ব্বক রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে পৌরগণ কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

## ২

এদিকে পৌরগণ পাণ্ডবদিগকে অশেষগুণসম্পন্ন দেখিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিত। সভায় বা চত্বরে যেখানে জনকতক একত্র হইত, সেখানেই পাণ্ডবদের রাজ্য-প্রাপ্তিসম্বন্ধে আলোচনা হইত।

এই সকল কথোপকথন ক্রমে দুর্য্যোধনের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন এবং সত্বর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন--

হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে অতিক্রম করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিবার পরামর্শ করিতেছে। শুনিতে পাই ইহাতে রাজ্যপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও সম্মতি আছে। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আর নিস্তার নাই।

পুত্রের কাতরোক্তি শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র দোলাচলচিত্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি অধর্ম্মভীতিনিবন্ধন কোনো কার্য্য করিলেন না।

কিন্তু দুর্য্যোধন নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি বন্ধু কর্ণ ও মাতুল শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—

হে তাত! আপনি পাণ্ডবগণকে কোনো সুনিপুণ উপায়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বারণাবৎ নগরে প্রেরণ করুন। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন, আমি ইত্যবসরে উপযুক্ত উপায়ে পৌরগণকে বশীভূত করিয়া

সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর অনায়াসে আশঙ্কাশূন্য হইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন।

ধৃতরাষ্ট্র এই সকল যুক্তি সর্ব্বদাই অন্তঃকরণে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনও কার্য্যসিদ্ধি উপলক্ষ্যে প্রজাবর্গকে ধন মান দ্বারা বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইলেন। অবস্থা যখন অনুকূল বিবেচিত হইল, তখন একদিন পূর্ব্ব-পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রণাকুশল জনৈক অমাত্য রাজসভায় সকলের উপস্থিতিতে বলিতে লাগিলেন—

বারণাবৎ নগর অতি বৃহৎ ও পরম রমণীয় স্থান। তথায় ভগবান্ ভবানীপতি প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিগ্দেশ হইতে জনসমাগম হইবে।

এই প্রশংসাবাক্য শুনিয়া বারণাবৎ নগর দর্শন করিবার ইচ্ছা পাণ্ডবদের মনে উদয় হইল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের কৌতূহলের উদ্রেক বুঝিতে পারিয়া দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধন-মানসে প্রবৃত্ত হইয়াও অধর্ম্মভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কুণ্ঠিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিয়া বলিলেন—বৎসগণ, সকলেই আমার নিকট বারণাবতের প্রশংসা করে, অতএব ইচ্ছা হয় ত কিছুদিন তথায় কালযাপন করিয়া আসিতে পার।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের ভাবে কোনো একটা দুরভি-সন্ধির সন্দেহ করিলেন, কিন্তু নিজেকে নিরুপায় বোধে "তথাস্তু" বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন।

এই ঘটনায় দুর্য্যোধনের আনন্দের সীমা রহিল না।

তিনি ইতিপূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে এক অতি ঘোর পাপাভিসন্ধি মনে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইলেন। পুরোচননামা এক দুর্ম্মতি সচিবকে আহ্বান করিয়া দুর্য্যোধন তাহাকে কহিতে লাগিলেন—

হে পুরোচন! পাণ্ডবগণ পাশুপত-উৎসবে বিহারার্থ বারণাবৎ নগরে গমন করিবেন। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে অদ্যই তথায় গমন কর। নগরের প্রান্তদেশে শন সর্জ্জরস জতুকাষ্ঠ প্রভৃতি যাবতীয় অগ্নিভোজ্য দ্রব্যদ্বারা একটি সুদর্শন চতুঃশালাগৃহ নির্ম্মাণ করাইবে। মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে তৈল ও লাক্ষাদি সংযোগ করিয়া তাহা দ্বারা ঐ গৃহের ভিত্তি লেপন করাইবে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ আগ্নেয় দ্রব্য গুপ্তভাবে রক্ষা করিবে। পাণ্ডবেরা বারণাবতে উপস্থিত হইলে সুযোগ বুঝিয়া পরম সমাদরে তাহাদিগকে তথায় বাস করিবার জন্য অভ্যর্থনা করিবে। এবং দিব্য আসন যান ও শয্যা প্রদানে পরিতুষ্ট করিবে। কিছুকাল পর তাঁহারা আশ্বস্তচিত্তে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে রাত্রিকালে ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক উহাদিগকে ধ্বংস করিবে। সাবধান, যেন পিতা এবং পুরবাসিগণ ইহাকে অকস্মাৎ অগ্নি বলিয়া মনে করেন—যেন পাণ্ডববধ-জনিত কলঙ্ক আমাদিগকে স্পর্শ না করে।

পাপাত্মা পুরোচন এই কথায় সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতগমনে বারণাবতে উপস্থিত হইয়া জতুগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিল।

অনন্তর শুভদিবসে পাণ্ডবদের যাত্রার জন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথ প্রস্তুত হইল। তাঁহারা মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন এবং প্রজাগণকে বিনয়নম্র-বচনে সাদরসম্ভাষণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর অষ্টম দিবসে মাতৃসহ পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপস্থিত হইলেন।

পুরোচন তাঁহাদের সেবার্থে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা-প্রভৃতি সকল প্রকার রাজভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল। সেই দুরাত্মাকর্ত্তৃক সৎকৃত ও প্রজাগণদ্বারা পূজিত হইয়া পাণ্ডবগণ দশদিন ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন।

একাদশ দিবসে পুরোচন স্বীয় গর্হিত অভিসন্ধিসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সাদরনিমন্ত্রণে জতুগৃহে বাসার্থে লইয়া গেল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন—

ভ্রাতঃ! আমি নিঃসন্দেহ এই গৃহে ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসাগন্ধ পাইতেছি। এই দেখ কোনো নিপুণ শিল্পী ঘৃতাক্ত মঞ্জু বল্লজ ও বংশপ্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্যসমূহে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অহো! দুর্য্যোধনের কি ক্রূর অভিপ্রায়! আমি এক্ষণে প্রত্যক্ষবৎ উহার সমস্ত কৌশল অবগত হইতেছি। সে পুরোচনের দ্বারা আমাদিগকে এই গৃহের সহিত দগ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

ভীম স্তম্ভিতের ন্যায় এই সকল যুক্তি শুনিয়া কহিলেন—

হে আর্য্য! যদি এই গৃহ স্পষ্টই আগ্নেয় বলিয়া বোধ হয়, তবে আর এখানে কালবিলম্ব করিবার কি প্রয়োজন? চল, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরিয়া যাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে বৃকোদর! বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এখানেই বাস করা কর্ত্তব্য। নরাধম পুরোচন যদি বুঝিতে পারে যে, আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা হইলে সে আমাদিগকে তদ্দণ্ডে দগ্ধ করিবে, কারণ সে দুর্ম্মতির অধর্ম্ম বা লোকনিন্দা কিছুরই ভয় নাই। এই জতুগৃহের মধ্যে বিবর খনন করিয়া রাত্রিকালে গোপনভাবে সেখানে বাস করিলে অগ্নি হইতে আর আমাদের কোনো ভয় থাকিবে না।

এই সময়ে বিদুর প্রেরিত এক বিশ্বাসী ব্যক্তি পাণ্ডবদের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল—

হে মহাত্মগণ! আমি খনক, আপনাদের পরমহিতৈষী পিতৃব্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের আদেশে কোনো কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রে পুরোচন এই গৃহে অগ্নি প্রয়োগ করিবে, এ কথা তিনি অবগত হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে খনক! তোমাকে যখন আমাদের পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্য পাঠাইয়াছেন, তখন তোমাকেও আমাদের সুহৃদ্ বলিয়া জানিলাম।

খনক সেই গৃহমধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে বহির্গমনের এক সুরঙ্গ পথ নির্ম্মাণ করিল। যাহাতে গৃহে কেহ আসিলেও ইহা বুঝিতে না পারে, এই নিমিত্ত

গর্ত্তের মুখ এক কবাটদ্বারা বন্ধ করা হইল। পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার জন্য দিবাভাগে পাণ্ডবগণ বিশ্বস্তের ন্যায় ইতস্তত মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। রাত্রিকালে খনক-নির্ম্মিত গহ্বরে অতি সতর্কতার সহিত শয়ন করিতেন।

এইরূপে সম্বৎসরকাল কাটিয়া গেলে পুরোচন পাণ্ডব-দিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগকে বলিলেন—

দুরাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্তবোধে পরিতুষ্ট হইয়াছে। এই আমাদের পলায়নের উপযুক্ত সময়। পুরোচনের দ্বারা অগ্নিসংযোগের অপেক্ষা না করিয়া আইস, আমরাই জতুগৃহ দাহপূর্ব্বক সুরঙ্গপথ অবলম্বনে অলক্ষিত-ভাবে পলায়ন করি।

অনন্তর ঘোর তিমিরাবৃত রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণ সকলকে নিদ্রিত ও অসন্দিগ্ধ জানিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। ভীম নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে পূর্ব্বপরামর্শ অনুসারে অগ্রে পুরোচন-অধিকৃত আয়ুধাগারে, পরে জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে দ্রুত অগ্নিপ্রদান করিলে সকলে মিলিয়া বহুকষ্টে সুরঙ্গপথ অবলম্বনে নির্জ্জন বনমধ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিলে জাগ্রত পুর-বাসিসকল চতুর্দ্দিক হইতে ধাবমান হইল। পাণ্ডবদিগের জ্বলন্ত আবাসস্থানকে সুস্পষ্টরূপে আগ্নেয়দ্রব্য-নির্ম্মিত বুঝিতে

পারিয়া তাহারা বিস্তর বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—

অহো! ইহা নিশ্চয়ই কুরুকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধনের কার্য্য। তাহারই আদেশে পুরোচন এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দেখ সে নরাধমের গৃহেও অগ্নি লাগিয়া সে দগ্ধ হইতেছে। দহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দ্দিকে পৌরজন সমস্ত রাত্রি এরূপ বিলাপ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মাতাকে লইয়া পঞ্চপাণ্ডব দ্রুতগমনে নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ হইবার বিশেষ যত্ন করিলেন। কিন্তু রাত্রি-জাগরণ ও দাহভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া সকলেই পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন একাকী ভীমসেন কাহাকেও স্কন্ধে কাহাকেও ক্রোড়ে লইয়া এবং কাহারও বা হস্তধারণ-পূর্ব্বক নির্ভর দান করিয়া চলিলেন।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের বিনাশবার্ত্তায় সকলে পাণ্ডব-নির্ব্বাসনের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া ঘোর শোকাকুল হইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের চতুরতায় ইতিমধ্যে পৌরবর্গ বশীভূত হওয়ায় কেহ কিছু করিতে পারিলেন না।

ওদিকে দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশ ধারণপূর্ব্বক পাণ্ডব-গণ নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণ-দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ভীম পূর্ব্ববৎ সকলকে আশ্রয়দানপূর্ব্বক উচ্চনীচ স্থলে মাতাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে এক ফলমূলজল-বিহীন হিংস্রজন্তুসমাকুল মহারণ্যের মধ্যে ঘোর অন্ধকারময় সন্ধ্যা সমাগত হইল। দারুণ পশু-পক্ষীরব চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইল, ভীষণ শব্দকারী বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কুমারগণ নিদ্রাবেশে জড়তাক্রান্ত এবং ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় চলৎশক্তিরহিতপ্রায় হইলেন। তৃষ্ণাতুরা কুন্তী বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হায়! আমি পঞ্চপাণ্ডবের জননী হইয়া এবং পুত্রগণের মধ্যে থাকিয়া পিপাসায় কাতর হইলাম।

কোমলহৃদয় ভীমসেন ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে বিহ্বল দৃষ্টিপাতে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে এক বিপুলচ্ছায় রমণীয় বটবিটপী দেখিতে পাইলেন। সকলকে তথায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করাইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

হে আর্য্য! তোমরা এখানে ক্লান্তি দূর কর, আমি জল অন্বেষণ করি। দূরে সারসধ্বনি শুনা যাইতেছে, ঐ স্থানে নিশ্চয়ই জলাশয় আছে।

জ্যেষ্ঠ অনুমতি প্রদান করিলে ভীম দ্রুতগতিতে সেই জলচর পক্ষীর শব্দ অনুসরণ করিয়া এক জলাশয়ে উপনীত হইলেন। অবগাহন ও জলপানে বিগতক্লেশ হইয়া উত্তরীয় বসনে মাতা ও ভ্রাতাদের জন্য জল বহন করিয়া তিনি অতি ত্বরায় সমাগত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ইতি-মধ্যেই একান্ত শ্রান্তিভরে ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। প্রিয়তমদের এই অবস্থা দর্শনে ভীমের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন—

এই বনের অনতিদূরে নগর আছে বলিয়া অনুমান হইতেছে, এখানে এরূপ বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রামগ্ন থাকা অকর্ত্তব্য। কিন্তু ইঁহারা নিতান্ত পরিশ্রান্ত, অতএব ইঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া আমি একাকী সতর্কভাবে জাগরণ করি।

এইরূপ স্থির করিয়া ভীম উঁহাদের পানার্থ জল রক্ষা করিয়া স্বয়ং জাগ্রত রহিলেন।

এই স্থানের নিকটবর্ত্তী শালবৃক্ষে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি হিড়িম্বনামে এক নরমাংসাশী রাক্ষস বাস করিত। বহুদিবসাবধি ক্ষুধার্ত্ত থাকায় সে মনুষ্যগন্ধঘ্রাণে সাতিশয় লুব্ধ হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া বলিল—

আজ বহুদিন পর সুকোমল মনুষ্য-মাংসে দশন নিমগ্ন করিয়া উষ্ণরুধির পান করিবার সুযোগ উপস্থিত। তুমি শীঘ্র ঐ বৃক্ষতলস্থিত মনুষ্যদিগকে বধ করিয়া আনয়ন কর, আমরা দুইজন উদর পূরণপূর্ব্বক পরমানন্দে নৃত্য করিব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণে সত্বর পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া ভীমসেনকে নিদ্রিত মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের প্রহরীরূপে জাগ্রত দেখিল। বিশালবক্ষ মহাবল ভীমসেনের যৌবনকান্তি অবলোকনে রাক্ষসী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইল এবং দিব্যাভরণবেশ ধারণপূর্ব্বক মৃদুমন্দগমনে ভীমের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? এই দেবরূপী পুরুষগণ এবং এই সুকুমারী রমণীই বা কি সাহসে নিদ্রিত আছেন?

তোমরা কি জান না যে, এ স্থান আমার ভ্রাতা হিড়িম্বনামক রাক্ষসের অধিকৃত? সে তোমাদের মাংসভোজনে ও রুধির পানে লোলুপ হইয়া আমাকে পাঠাইয়াছে, কিন্তু হে মহাবাহো! আমি তোমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ভ্রাতৃবাক্য পালনে অসমর্থ হইয়াছি।

ভীমসেন হিড়িম্বার কথা শ্রবণে বলিলেন—

হে রাক্ষসি! আমি কি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতাকে ভয় করি? আমি একাকী সকলকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম, অতএব তুমি ইচ্ছা হয় থাক, ইচ্ছা হয় গিয়া তোমার ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও, আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহি।

এদিকে হিড়িম্ব ভগিনীর বিলম্বে অস্থির হইয়া স্বয়ং পাণ্ডবদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হিড়িম্বা তদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া ভীমকে ব্যগ্রস্বরে বলিল—

হে মহাত্মন্! ঐ দেখুন আমার সহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া এদিকে আসিতেছে, এবার আর নিস্তার নাই। দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন, আপনার আদেশ পাইলে আমি সকলকে উত্তোলনপূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হই।

ভীমসেন রাক্ষসকে বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক সম্মুখাগত দেখিয়া ভ্রাতাগণের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে তাহার হস্ত ধরিয়া অষ্টধনু পরিমাণ স্থানান্তরে তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। রাক্ষস ভীমের বলদর্শনে বিস্মিত হইয়া সবলে তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন উভয়ে মত্তমাতঙ্গের

ন্যায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পরকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল।

তাহাদের ভীষণ গর্জ্জনে মাতৃসহ পাণ্ডবগণ জাগরিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হিড়িম্বার মনোহর রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কুন্তী সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে বরবর্ণিনি! তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ?

হিড়িম্বা কহিল—হে দেবি! এই যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ-সমাকুল শ্যামল অরণ্যানী দেখিতেছ, ইহা আমার সহোদর রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বের বাসস্থান। এই রাক্ষসরাজ তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু হে শুভে! আমি তোমার তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ-কলেবর পুত্রকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি। আমি তোমাদের রক্ষার্থে সকলকে লইয়া পলায়ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তোমার পুত্র সম্মত হইলেন না। এক্ষণে আমার ভ্রাতার সহিত তোমার সেই পুত্রের ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছে।

হিড়িম্বার এই কথা শুনিবামাত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ ভীমসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দীর্ঘযুদ্ধে কিছু ক্লান্ত দেখিয়া উত্তেজনার্থ অর্জ্জুন বলিলেন—

হে আর্য্য! তোমার যদি শ্রান্তিবোধ হইয়া থাকে, ত বল, আমি তোমার সহায়তা করি।

ভীম ইহাতে দ্বিগুণ রোষাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

তোমরা ভীত হইও না, আমি একাকী এই বনকে এ রাক্ষসের পাপাচরণ হইতে মুক্ত করিব।

এই বলিয়া ভীম পূর্ণ বলপ্রয়োগে হিড়িম্বকে ভূমি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত করিয়া তাহাকে পুনরায় ভূমিতে নিক্ষেপ ও পশুবৎ বধ করিলেন। ভ্রাতৃগণ পরম পরিতুষ্ট মনে ভীমকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে হিড়িম্বা তাঁহাদের সঙ্গ লইল। ইহাতে ভীম কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন—

হে রাক্ষসি! তোমরা মায়ার দ্বারা সর্ব্বদাই মনুষ্যদিগকে ছলনা করিয়া থাক, অতএব তোমার আমাদের সঙ্গে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এইরূপ প্রত্যাখ্যানে দুঃখিত হইয়া হিড়িম্বা কুন্তীর শরণাগত হইয়া কহিল—

মাতঃ! আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমসেনকে আমার সহিত বিবাহে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তাঁহার সহিত যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে আপনাদের নিকট ফিরাইয়া আনিব।

যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া বলিলেন—

হে সুমধ্যমে! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি দিবাভাগে ভীমসেনকে লইয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিও, কিন্তু রজনীযোগে তাহাকে আমাদের নিকট আনয়ন করিতে হইবে।

ভীম জ্যেষ্ঠের এইরূপ অনুমতি পাইয়া বিবাহে সম্মত হওয়ায় হিড়িম্বা পরমানন্দে তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিল।

ভীমের সহিত বাসকালে হিড়িম্বার এক বিরূপাক্ষ মহাবল অমানুষ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ইহার নাম ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচ পরে পাণ্ডবগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিল এবং তাঁহারাও উহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

## ৩

পথে রমণীয় সরোবরাদির নিকট বিশ্রাম করিতে করিতে কুন্তীসমেত পাণ্ডবগণ ক্রমে দক্ষিণ পাঞ্চালদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে বহুতর ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবদের গন্তব্য স্থান না জানিয়া ও তাঁহাদিগকে স্বশ্রেণীয় বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

তোমরা আমাদের সহিত পাঞ্চালদেশে চল। তথায় পরমাদ্ভুত মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। দ্রুপদরাজ যজ্ঞবেদিমধ্য হইতে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কমলনয়নার স্বয়ম্বরানুষ্ঠান হইবে।

এই কথায় পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণদলভুক্ত হইয়া অনতিবিলম্বে

পাঞ্চালদেশে উপনীত হইলেন। স্কন্ধাবার ও নগর সম্যক্‌রূপে পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদরাজ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরকে কন্যাসম্প্রদান করিবার মানসে এক সুদৃঢ় দুরাণম্য শরাসন এবং ঘূর্ণ্যমাণ আকাশযন্ত্র-রক্ষিত অত্যুচ্চ লক্ষ্য প্রস্তুত করাইলেন। এবং ঘোষণা করিলেন যে, যিনি এই ধনুতে জ্যা-রোপণপূর্ব্বক পঞ্চশরের দ্বারা ঘূর্ণ্যমাণ যন্ত্রের ছিদ্র ভেদ করিয়া লক্ষ্যপাত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি কন্যাদান করিবেন।

এই উপলক্ষে নগরের প্রান্তবর্ত্তী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্রুপদরাজের ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কর্ণ-সমভিব্যাহারী দুর্য্যোধনপ্রমুখ কুরুবর্গ এবং বলদেব ও কৃষ্ণাদি যাদবগণ উপস্থিত হইলেন এবং নানাস্থানের ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ উৎসব-দর্শনার্থ সমাগত হইতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সকলেরই উপযুক্ত সৎকার করিয়া স্বয়ম্বরের নির্দ্দিষ্ট দিন না আসা পর্য্যন্ত অভ্যাগতদের চিত্তরঞ্জনার্থ সভাস্থলে নৃত্যগীত বাদ্যোদ্যম ও জনগণের বিবিধ কলাকৌশল ও ব্যায়ামনৈপুণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন।

পঞ্চদশ দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট শুভদিন উপস্থিত হইল।

শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত

কৃতস্নানা অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী কৃষ্ণা অনুপম বসনভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়া হস্তে বিচিত্র কাঞ্চনী মালা ধারণপূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মৃদুগম্ভীরস্বরে সকলকে বিজ্ঞাপিত করিলেন—

হে সমাগত নরেন্দ্রগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত রহিয়াছে; যিনি আকাশ-যন্ত্রের ছিদ্রমধ্যদিয়া পঞ্চশর নিক্ষেপপূর্ব্বক লক্ষ্যপাত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমার ভগিনী বরমাল্য প্রদান করিবেন।

তখন ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণার দর্শনে মোহিত নরপতিগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোকে মুগ্ধনয়নে কৃষ্ণার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে ধীমান্ কৃষ্ণ ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্রাহ্মণবেশধারী তেজঃপুঞ্জ পঞ্চ সুপুরুষকে জনসাধারণের মধ্যে উপবিষ্ট দেখিলেন, তাহাতে সহসা তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া তিনি বাল্যসখা অর্জ্জুনকে নিঃসন্দেহ চিনিতে পারিলেন এবং বলদেবকেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তখন বলদেবও কৃষ্ণের অনুমান সমর্থন করিলে, উভয়ে তাঁহাদের গৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইলেন।

একে একে দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, বঙ্গাধিপ, বিদেহরাজ প্রভৃতি রাজতনয় কিরীট, হার, অঙ্গদ, ও চক্রবান্ প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রদর্শন

করিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ কার্ম্মুকে জ্যা-সংযোগ করা দূরে থাক, উহাকে কিয়ৎপরিমাণ আনমিত করিতে না করিতেই উহার প্রবল প্রতিঘাতে তাঁহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং তাঁহাদের আভরণসকল চতুর্দ্দিকে বিস্রস্ত হইতে লাগিল। ইহাতে বিফলমনোরথ রাজপুত্রগণ লজ্জিত ও নিস্তেজ হইয়া দ্রৌপদীর আশা ত্যাগ করিলেন।

মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ রাজগণকে এইরূপে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সত্বর ধনুর নিকট উপস্থিত হইলেন। অনায়াসে তাহা উত্তোলন-পূর্ব্বক তিনি সকলকে চমৎকৃত করিয়া সেই প্রচণ্ড কার্ম্মুক জ্যাযুক্ত করিলেন। পরে পঞ্চবাণ হস্তে লইয়া লক্ষ্যের নিকট গমনপূর্ব্বক শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সকলে ভাবিল—ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া বরমাল্য প্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবগণ কর্ণের কন্যালাভ-সম্ভাবনায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

মহানুভবা দ্রৌপদী সকলের মুখে—ইনি রাধেয়, ইনি অধিরথ-পালিত, ইনি সূতপুত্র—এইরূপ শ্রবণ করিয়া এবং অন্যান্য রাজগণের অবজ্ঞার হাস্য অবলোকন করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—

আমি সূতপুত্রকে বরণ করিতে পারিব না।

এই কথা অভিমানী কর্ণের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ঈষৎ বিমর্ষহাস্যসহকারে তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্তম্ভিতবৎ সূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অর্জ্জুন আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণবেশ বিস্মৃত হইয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়তেজ ও কৃষ্ণার রূপমাধুরীর বশবর্ত্তী

হইয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক পরীক্ষাভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইহাতে বিপ্রমণ্ডলীর মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। কেহ চীৎকার করিয়া অর্জ্জুনকে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিমনা হইয়া বলিতে লাগিলেন—

অহো কি আশ্চর্য্য! সুবিখ্যাত ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রগণ যে বিষয়ে অসমর্থ হইলেন, তাহাতে অকৃতাস্ত্র ব্রাহ্মণকুমার কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইবার দুরাশা করিতে পারে। ইহাকে নিবারণ করা যাউক।

অর্জ্জুনের পক্ষাবলম্বীরা বলিলেন—

এই যুবার পীনস্কন্ধ দীর্ঘবাহু ও গতির উৎসাহ দেখিয়া আমাদের ভরসা হইতেছে। সকলে সুস্থির হইয়া ইহার কার্য্য অবলোকন কর।

এই কথায় সকলে শান্ত হইয়া অর্জ্জুনকে মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রথমে বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সেই ভীষণ শরাসনকে প্রদক্ষিণ করিলেন; পরে বাল্যবন্ধু কৃষ্ণের সস্নেহ দৃষ্টি আপনার প্রতি আবদ্ধ দেখিয়া প্রীত মনে ও মহা উৎসাহে কার্ম্মুক উত্তোলনপূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকলের নিষ্ফলপ্রযত্নকে লজ্জা দিয়া তিনি নিমেষমধ্যে তাহাতে জ্যা-রোপণ করিলেন। এবং পাঁচটি বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক শরসন্ধান করিয়া ঘূর্ণ্যমাণ যন্ত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়া কষ্টে দৃশ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন।

সভামধ্য মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দেবগণ অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ স্বীয় উত্তরীয় অজিন বিধূননপূর্ব্বক মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাদকগণ শতাঙ্গ তূর্য্য বাদন এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণা অর্জ্জুনের অতুলকান্তি সন্দর্শনে সহর্ষে তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দ্রুপদরাজও পার্থের অসাধারণ বল ও অদ্ভুত কৌশলে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কন্যাদানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে পুত্রগণ ভিক্ষার্থে গমন করিয়া এত বিলম্বেও প্রত্যাবর্ত্তন না করায় পৃথা কুম্ভকারের গৃহে চিন্তিতাবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। রাত্রি যখন আগতপ্রায় তখন কৃষ্ণাকে লইয়া পাণ্ডবগণ ভার্গবালয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়াই উৎফুল্লবচনে তাঁহারা নিবেদন করিলেন—

মাতঃ! অদ্য এক পরমরমণীয় বস্তু ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।

পৃথা গৃহাভ্যন্তর হইতে সবিশেষ বিবেচনা না করিয়াই প্রত্যুত্তর করিলেন—

বৎসগণ! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে মিলিয়া তাহা ভোগ কর।

পরে কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া—আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম—ভাবিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

হে পুত্র! তোমরা কি আনিয়াছ না জানায়, আমি সকলে

মিলিয়া ভোগ করিবার কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে আমার কথা মিথ্যা না হয় অথচ অধর্ম্মও না হয়, এমন কিছু বিধান কর।

মতিমান্ যুধিষ্ঠির কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া স্বার্থত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! দ্রৌপদী তোমারই জয়লব্ধ ধন, অতএব তুমিই যথারীতি ইহার পাণিগ্রহণ কর।

অর্জ্জুনও জ্যেষ্ঠের ন্যায় একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন—

হে আর্য্য! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিও না। জ্যেষ্ঠেরই অগ্রে বিবাহ করা উচিত। অতএব আমাদের এবং পাঞ্চালেশ্বরের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্য স্থির কর। আমাদিগকে তোমার একান্ত বশংবদ জানিবে।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। এই উপলক্ষে পাছে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূচনা হয়, এই ভয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কহিলেন—

আমি বিবেচনা করি এই—দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই হউক। বর্ত্তমান সমস্যার এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি, ইহাতে মাতারও বাক্য রক্ষা হইবে, আমাদের মধ্যেও কাহার কোন ঈর্ষ্যার কারণ থাকিবে না।

এই সময়ে যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও বলদেব, পাণ্ডবগণ স্বয়ম্বর-সভা হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিতে

করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবদিগকে একত্র দেখিয়া দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলে সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন যুধিষ্ঠির কুশলজিজ্ঞাসান্তে প্রশ্ন করিলেন—

হে বাসুদেব! ছদ্মবেশী আমাদিগকে তোমরা কিরূপে জ্ঞাত হইলে?

কৃষ্ণ হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন—

রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসেই পরিজ্ঞাত হয়। পাণ্ডব ব্যতীত কোন্ মনুষ্য এইরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমাদের ভাগ্যবলে ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছে এবং তোমরা জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। তোমাদের হতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হউক। এক্ষণে অনুমতি কর, আমরা শিবিরে প্রতিগমন করি।

এই বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণ যখন কৃষ্ণাকে লইয়া সভাস্থল হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, তখন পরিচয় পাইবার উদ্দেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগকে অনুসরণ করেন এবং ভার্গবালয়ে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকেন। ঐ স্থান হইতে কথোপকথনের কিয়দংশ শুনিতে পাইয়া তিনি পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য সত্বর রাজসভায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কন্যাকে কতিপয় অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত

প্রস্থান করিতে দেখিয়া দ্রুপদ বিষণ্ণচিত্তে বসিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিবামাত্র তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—

হে পুত্র! কৃষ্ণা কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন? কুসুমমালা শ্মশানে পতিত হয় নাই ত?

ধৃষ্টদ্যুম্ন আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—

হে পিতঃ! পরিতাপের কোনই কারণ দেখিলাম না। আমি ইঁহাদের পদানুসরণ করিয়া যে সকল আচার-ব্যবহার ও কথোপকথনের ভঙ্গি দেখিতে লাগিলাম, তাহাতে ইঁহাদিগকে ক্ষত্রকুলজাত বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিয়দ্দিবসাবধি জনশ্রুতি শুনা যাইতেছে যে, পাণ্ডবগণ গৃহদাহ হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রচ্ছন্নবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নিশ্চয় ইঁহারা সেই পঞ্চভ্রাতা, আমাদেরই ভাগ্যবলে কৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন। অর্জ্জুন ব্যতীত কর্ণের তেজ কে সহ্য করিতে সমর্থ? পাণ্ডব ব্যতীত কাহারা দুর্য্যোধন-প্রমুখ নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠগণের দীপ্তি আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে?

দ্রুপদ তখন পরিতুষ্ট মনে পুরোহিতকে আহ্বানপূর্ব্বক কুম্ভকারের কুটীরে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভেদকারীর কুলশীল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বলিলেন।

পুরোহিত পাণ্ডবসমীপে উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বর-পূর্ব্বক তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া কৌশলে বলিতে লাগিলেন—

মহাত্মা পাণ্ডু দ্রুপদরাজের প্রিয়সখা ছিলেন, অতএব

অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ হয়, ইহাই তাঁহার চিরকাল ইচ্ছা ছিল।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে পুরোহিতের পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রদান করিতে বলিয়া কহিলেন—

পাঞ্চালরাজের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে! অর্জ্জুনই তাঁহার দুহিতাকে জয় করিয়াছেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দ্রুপদপ্রেরিত কাঞ্চনপদ্মখচিত সদশ্বযুক্ত রাজোচিত রথদ্বয় এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য লইয়া আর এক দূত উপস্থিত হইয়া বলিল—

মহারাজ পাঞ্চালাধিপতি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণার্থে আপনাদিগকে প্রাসাদে সাদর আহ্বান করিতেছেন; অতএব আর বিলম্ব করিবেন না।

এই কথা শ্রবণে পুরোহিতকে অগ্রে বিদায় দিয়া পৃথা ও কৃষ্ণাকে এক রথে আরোহণ করাইয়া ভ্রাতৃগণ অপর রথ অবলম্বনপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অজিনোত্তরীয় পুরুষপ্রবীর পাণ্ডুতনয়গণকে দেখিয়া রাজা, রাজকুমার, সচিব, সুহৃদ্‌বর্গ এবং ভৃত্যগণ আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। কুন্তী দ্রৌপদীর সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীগণদ্বারা উপযুক্তরূপে সৎকৃত হইলেন।

অনন্তর কুন্তী ও দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর হইতে আনয়নপূর্ব্বক দ্রুপদ সকলের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

অদ্য শুভদিন, অতএব অর্জ্জুন অদ্যই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—রাজন্! জ্যেষ্ঠ আমি অবিবাহিত থাকিতে অর্জ্জুনের কিরূপে বিবাহ হইতে পারে?

তদুত্তরে দ্রুপদ কহিলেন—

হে সৌম্য! তবে তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ কর, অথবা অন্য কোন্ কন্যা তোমার মনোনীত, তাহা অনুমতি কর।

তখন যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন—

মহাশয়! আমার বা ভীমসেনের কাহারও বিবাহ হয় নাই। অর্জ্জুন আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহবন্ধন এত অধিক যে কেহ কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাহা ভোগ করিয়া থাকি। মাতাও আমাদের সকলকে একত্র হইয়া কৃষ্ণাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মধ্যে এই চিরপ্রচলিত নিয়ম আমরা এস্থলে লঙ্ঘন করিতে পারিব না। আপনার কন্যা ধর্ম্মত আমাদের সকলেরই পত্নী হইবেন। অতএব অগ্নি সাক্ষী করিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে সকলেরই সহিত তনয়ার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করুন।

দ্রুপদ কহিলেন—হে ধর্ম্মরাজ! তোমার যদি ইহা প্রকৃতপক্ষে সদনুষ্ঠান বলিয়াই বিবেচনা হয়, তবে আমি আর কি বলিব। যাহা হউক অদ্য তুমি পুনরায় এ বিষয়ে মাতার সহিত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। কল্য তোমরা সকলে মিলিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবে, আমি তাহাই করিব।

এবিষয়ে নানারূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুপদাদি পাঞ্চালগণ এবং যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক ভক্তিভরে অভিবাদন করিলেন।

ব্যাসদেব সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া সকলকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক দ্রুপদকে একান্তে লইয়া দেশকাল ও অবস্থা-ভেদে ধর্ম্মের বিভিন্ন গতি সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বসকল সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

অনন্তর দ্রুপদরাজ সভায় উপস্থিত হইয়া সকলের সমক্ষে কহিলেন—

পাণ্ডবগণ বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে বিবাহ করুন, আমার কন্যা তাঁহাদের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বিবাহব্যাপার সমাধানান্তে দ্রুপদরাজ জামাতাদিগকে বহুবিধ ধন, মহোন্নত হস্তী, বস্ত্রালঙ্কারবিভূষিত দাসী ও অশ্বচতুষ্টয়যোজিত সুবর্ণময় রথ প্রদান করিলেন। অভ্যাগত-বৃন্দকেও পৃথক্ পৃথক্ ধন ও মহামূল্য পরিচ্ছদাদি বিতরণ-পূর্ব্বক বিদায় করা হইল।

পাণ্ডবগণ সেই দেবদুর্লভ স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া পরমসুখে পাঞ্চালরাজ্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ পরস্পরকে সহায় পাইয়া শত্রুভয় হইতে মুক্ত হইলেন। পুরবাসিগণ সর্ব্বদাই কুন্তীর নাম সঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বক চরণবন্দন করিতেন।

এদিকে চরের দ্বারা হস্তিনাপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে

পাণ্ডুতনয়গণ জীবিত আছেন। এবং তাঁহারাই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ্যে বাস করিতেছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন—হে বিদুর! মহাবীর পাণ্ডুপুত্রগণ আমারও পুত্রস্থানীয় এবং এ রাজ্যেরও সমাংশভাগী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, অতএব তুমি স্বয়ং গিয়া সৎকারপ্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দ্রৌপদীসমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ্যে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এবং পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন করিলেন। তৎপরে কুন্তী দ্রৌপদী পাণ্ডব ও পাঞ্চাল্যদিগকে যথানীত ধন ও অলঙ্কারসকল প্রদান করিয়া সকলের সমক্ষে দ্রুপদকে নিবেদন করিলেন—

মহারাজ! পুত্র ও অমাত্য সহ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনাদের সহিত এই সম্বন্ধ সংস্থাপনে সাতিশয় প্রীত হইয়া বারম্বার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কুরু-প্রধান ভীষ্ম আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন, এবং আপনার সখা দ্রোণ আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিতেছেন। এক্ষণে বহুদিবসের বিয়োগান্তে সকলে পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার জন্য অতীব উৎসুক আছেন; ইঁহারাও বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া রাজধানীতে গমন করিতে ব্যগ্র। কৌরবগণ ও পৌরজন পাঞ্চালীকে নয়নগোচর করিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে

প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে স্বগৃহে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করুন।

দ্রুপদ কহিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে তাহা যথার্থ। কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আমিও যথেষ্ট পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আর মহাত্মা পাণ্ডবগণের স্বরাজ্যে গমন করা কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

তখন যুধিষ্ঠির বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন—

হে পাঞ্চালেশ্বর! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, সুতরাং আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই শিরোধারণ করিব।

পরে কৃষ্ণও হস্তিনাপুরগমনে সম্মতি প্রকাশ করিলে মাতৃসমেত পাণ্ডবগণ কৃষ্ণাকে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুর সমভি-ব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রত্যুদ্-গমনের নিমিত্ত অন্যান্য কৌরবগণের সহিত দ্রোণ কৃপকে প্রেরণ করিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডবগণ পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রামার্থে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—

বৎস যুধিষ্ঠির! তোমরা অর্দ্ধেক রাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে

থাক, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদের বিবাদের কোন কারণ থাকিবে না। তোমরা স্বীয় ভুজবলে সকল অনিষ্ট হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

অর্দ্ধরাজ্যভোগের অনুমতি পাইয়া পাণ্ডবগণ রাজাজ্ঞা স্বীকার করিয়া গুরুজনদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের আগমনে নগরী অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত হইল। বিস্তীর্ণ রাজ-পথ সুধা-ধবলিত ভবন ও চতুঃপার্শ্বস্থ আম্র নীপ অশোক চম্পক বকুল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি অবলোকন করিয়া পাণ্ডব-গণ পরম প্রীত হইলেন।

পাণ্ডবদের আগমন সংবাদে তথায় বহু ব্রাহ্মণ বণিক ও শিল্পী বাস করিতে আসিল। কৃষ্ণ ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া বিদায় লইয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির সিংহাসনারূঢ় হইয়া ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

## ৪

একদা কৃষ্ণ শিল্পনিপুণ ময়দানবকে আদেশ করিলেন—হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য খাণ্ডব-প্রস্থে এমন এক সভা নির্ম্মাণ করিয়া দাও, যাহা কেহ পূর্ব্বেও

দেখে নাই এবং বহু চেষ্টায়ও ভবিষ্যতে অনুকরণ করিতে সক্ষম হইবে না।

ময়দানব কৃষ্ণের এই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সভা নির্ম্মাণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

ময়দানব পূর্ব্বোত্তর দিগ্বিভাগে প্রস্থান করিয়া কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাক-সন্নিধানে দানবরাজ্যান্তর্গত এক সুমহান্ পর্ব্বতে উপনীত হইল। অদূরস্থিত বিন্দুনামক সরোবরের নিকটে পূর্ব্বে দানবগণ এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তদুপলক্ষে রচিত সভামণ্ডপের অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যসম্ভার তথায় রক্ষিত ছিল।

ইহা হইতে ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যজাত আহরণপূর্ব্বক ময় খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার দ্বারা যথেষ্ট সৎকৃত হইয়া পুণ্যদিবসে সভাভূমির পরিসর পঞ্চসহস্র হস্ত পরিমাপ করিয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে কতক দিব্য কতক মানুষ কতক আসুরচ্ছন্দে এক অলোকসামান্য সুবর্ণময় অত্যুন্নত বৃক্ষাকার-স্তম্ভরক্ষিত মণিখচিত সভামণ্ডপ-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিল।

ক্রমে মণ্ডপস্থ বিবিধ স্ফটিক মণিমাণিক্য অলঙ্কৃত কুট্টিম ও ভিত্তি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল। সভার মধ্যে স্ফটিকময়সোপান-বিশিষ্ট ও রত্নমণ্ডিত-পরিসর-বেদিকা-শোভিত এক স্বচ্ছ-জল কৃত্রিম সরোবর সন্নিবেশিত হইল। মণ্ডপের চতুর্দ্দিকস্থিত ভূমি পদ্মবিশিষ্ট বিবিধ পুষ্করিণী, ছায়াসম্পন্ন তরুরাজি ও সুরভি কাননের দ্বারা অলঙ্কৃত

হওয়ায় জলজ স্থলজ পুষ্পগন্ধযুক্ত সমীরণে সভাস্থলী আমোদিত হইয়া উঠিল।

এদিকে চতুর্দ্দশ মাস অবিশ্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অবশেষে ময়দানব যুধিষ্ঠিরকে সভাসমাপ্তির সংবাদ প্রেরণ করিলে ধর্ম্মরাজ প্রীত হইয়া নানাদিগ্দেশাগত ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স ফলমূল মৃগমাংসাদি ভোজন ও বস্ত্রমাল্যাদিদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। তথায় গগনস্পর্শী পুণ্যাহধ্বনিতে উদ্বোধিত হইয়া গীতবাদ্য পুষ্পাদির দ্বারা দেবার্চ্চনা ও দেব-স্থাপনা করিলেন।

একদা রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠিরের ময়দানবনির্ম্মিত সভার সৌন্দর্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণচ্ছন্দ দেখিতে পাইলেন, তাহা তৎপূর্ব্বে কখন দৃষ্টিগোচর করেন নাই।

এক গৃহের স্ফটিকময় কুট্টিমে স্ফটিকদলশালিনী প্রফুল্ল-নলিনী দেখিয়া জলভ্রমে তথায় সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিতে গিয়া সহসা ভূপতিত হইলেন। ইহাতে ভীম ও তাহার অনুচরবর্গ হাস্য করিলেন।

আর এক সময়ে স্ফটিকময় ভিত্তিতে দ্বার ভ্রম করিয়া তথা হইতে বহির্গমনের চেষ্টা করায় মস্তকে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইলে সহদেব দ্রুতগমনে আসিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন।

পরে কৃত্রিম সরোবরের স্বচ্ছজলকে স্ফটিক ভাবিয়া সবস্ত্রে

তাহাতে পতিত হইলেন। তখন ভীমার্জ্জুন বা নকুল সহদেব কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সে সময় যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় কিঙ্করগণ সত্বর উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল।

ইহার পর দুর্য্যোধন আর বুদ্ধিস্থির রাখিতে না পারিয়া সর্ব্বত্রই জলভাগে স্থলের এবং স্থলভাগে জলের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং স্থানে স্থানে স্ফটিক ভিত্তিজ্ঞানে হস্তদ্বারা বিঘট্টিত করিতে গিয়া পতনোন্মুখ হইলেন।

এই সকল দুরবস্থা দেখিয়া পাণ্ডবগণ অনেকপ্রকার উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন তাহা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে অনেক প্রকার দুর্ম্মতির উদ্রেক করিতে লাগিল। অনন্তর বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

পথে তিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণের মহান্ মহিমা, পার্থিব-গণের একান্ত বশবর্ত্তিতা, যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সভার অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় বিমর্ষচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। শকুনি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বিষণ্ণ মনে গমন করিতেছ?

দুর্য্যোধন কহিলেন—মাতুল! এই সসাগরা বসুন্ধরাকে

যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশম্বদ এবং এই ইন্দ্রযজ্ঞসদৃশ মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণে আমি অমর্ষভরে দগ্ধ হইতেছি।

শকুনি দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডবগণ তোমারই ন্যায় রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া নিজ চেষ্টায় তাহা বর্দ্ধিত করিয়াছে, ইহাতে পরিবেদনার বিষয় কি আছে, বরং ইহাতে আশ্বাসের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। তুমিও বীর, তুমিও সহায়-সম্পন্ন, তুমিই বা কেন অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় করিতে সক্ষম হইবে না?

তখন দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—

হে রাজন্! তুমি যদি অনুমতি কর, আমি তোমাকে এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গকে সহায় করিয়া এখনই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করি।

দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সুবলাত্মজ শকুনি ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন—

হে রাজন্! সমিত্র পাণ্ডবগণ একত্র হইলে তাঁহারা সম্মুখসমরে দেবগণেরও অজেয়, অতএব একটু বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে। যে উপায়ে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করা সম্ভব, তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক।

এই কথায় দুর্য্যোধন আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

তুমি যে উপায় বিধান করিবে, আমি ও আমার সহায়বর্গ তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

তখন ধূর্ত্ত শকুনি বলিতে লাগিলেন—

রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়াপ্রিয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই। আমি অক্ষক্রীড়ায় বিশেষরূপ দক্ষ, অদ্যাবধি ইহাতে কেহই আমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়া নিমিত্ত আহ্বান কর, আহূত হইলে তিনি অনিচ্ছা থাকিলেও লজ্জায় নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না, তখন আমি তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী জয় করিয়া লইব। কিন্তু এবিষয়ে তোমার পিতাকে পূর্ব্বাহ্ণে সম্মত করা আবশ্যক, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা যাইবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন—পিতার নিকট আমি এরূপ প্রস্তাব করিতে সাহস করি না. তুমি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইবে।

এই যুক্তি অনুসারে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার পর একদিন শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতে লাগিলেন—

মহারাজ! দুর্য্যোধন কৃশ, বিবর্ণ ও সর্ব্বদা চিন্তাপরবশ হইয়া পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের শোকের কারণ আপনার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

বৎস! কি নিমিত্ত তুমি কাতর হইয়াছ, আমার যদি শ্রোতব্য হয় ত বল। তোমার মাতুল কহিতেছেন যে তুমি পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়া যাইতেছ, কিন্তু আমি ত চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখি না। এই রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য

তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও রাজপুরুষগণ তোমার অনুগত, যাবতীয় ভোগ্যবস্তু তোমার ইচ্ছামাত্র সুলভ, তবে কি নিমিত্ত দীনচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছ ?

তদুত্তরে দুর্য্যোধন কহিলেন—

হে তাত! আমি যেদিন যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দর্শন করিয়াছি, তদবধি আর ভোগ্য বিষয় আমাকে তৃপ্ত করে না।

পুত্রের দুঃখে ধৃতরাষ্ট্রকে একান্ত ব্যথিত দেখিয়া শকুনি সুযোগ বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

হে সত্যপরাক্রম! পাণ্ডবদের যে অনুপম ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিগোচর করিতেছ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়াপ্রিয় আমিও দ্যূতজ্ঞ, অতএব উহাকে ক্রীড়ার্থ আহ্বান কর, দেখা যাক্ আমি উহাকে পরাজয় করিয়া তোমার নিমিত্ত সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পারি কি না।

শকুনির বাক্যাবসানমাত্র দুর্য্যোধন পিতাকে কহিতে লাগিলেন—

হে পিতঃ! অক্ষবিৎ গান্ধাররাজের এ প্রস্তাব সঙ্গত এবং সম্ভবপর, অতএব আপনি এ বিষয়ে ইঁহাকে অনুমতি প্রদান করুন।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের উদ্বেগ দেখিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য তন্মতস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

শিল্পিগণকে অবিলম্বে স্থূনাসহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট রত্নাস্তরণমণ্ডিত এক স্ফটিকময় ক্রীড়াগৃহ নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া দাও।

বিদুর দ্যূতক্রীড়া-সমাচার অবগত হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে দ্রুতগমনে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন—

মহারাজ! আপনার এ সংকল্পের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। এই ক্রীড়া উপলক্ষে আপনার পুত্রগণের মধ্যে ঘোর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা, এখনও সময় থাকিতে উহা নিবারণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে নিবারণ করা অসম্ভব জানিয়া বিদুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন—

হে বিদুর! তুমি এ সঙ্কল্পকে আমার বলিয়া জ্ঞান করিতেছ কেন? সকলই দৈবের হাত, দৈব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে—দৈব সুপ্রসন্ন থাকিলে কোন বিপদ্ ঘটিবে না, অতএব তুমি নির্ভয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ার্থে আমার নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন কর।

অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অশ্বারোহণে পাণ্ডবগণের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং কুবেরভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

বিদুর কহিলেন—মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তোমার অক্ষয়কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক তোমাকে ভ্রাতৃগণের সহিত দ্যূতক্রীড়ার্থে নিমন্ত্রণ

করিতেছেন। তথায় তোমার সভার অনুরূপ ক্রীড়া-সভা দেখিতে পাইবে এবং তোমাদের দর্শনে কৌরবগণের প্রীতির পরিসীমা থাকিবে না। তোমাকে এই কথা বিজ্ঞাপনার্থে আমি আসিয়াছি, এক্ষণে তোমার যাহা অভিপ্রায় বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—মহাশয়! দ্যূতক্রীড়া কলহের কারণ হইয়া থাকে, অতএব উহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কি আপনার ভাল বিবেচনা হয়?

তদুত্তরে বিদুর বলিলেন—

দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আমি ধৃতরাষ্ট্রকে এবিষয়ে নিবারণ করিবার চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করেন নাই। এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, তাহাই কর।

যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে প্রাজ্ঞ! ক্রীড়ার্থে কোন্ কোন্ অক্ষবিৎ তথায় উপস্থিত থাকিবেন?

বিদুর কহিলেন—অক্ষনিপুণ শকুনি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত এবং পুরুমিত্র তথায় উপস্থিত হইবার কথা।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে তাত! ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, কারণ আমি জানি তিনি নিতান্ত পুত্রপক্ষপাতী। তবে আপনি যখন সভামধ্যে আমাকে ক্রীড়ানিমিত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন, তখন আমি কোন্ লজ্জায় অস্বীকার করি? ক্রীড়ায় আহূত হইলে আমি কখনই নিবৃত্ত হই না, ইহাই আমার নিয়ম,

তা না হইলে কপটদ্যূতকর শকুনির সহিত আমি ক্রীড়া করিতাম না।

এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অনুযাত্রিগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন এবং পরদিন দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্ত্রীগণ ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

হস্তিনাপুরে উপনীত ধর্ম্মরাজ প্রভৃতির সহিত ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলের সাক্ষাৎ হইলে, প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র সকলের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবদের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ অপ্রশান্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রথমত ব্যায়ামাদি করিয়া, স্নানান্তে চন্দনভূষিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া পথশ্রান্ত পাণ্ডবগণ ভোজনান্তর দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিলেন।

প্রাতঃকালে বিগতক্লম হইয়া ক্রীড়ামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পূজার্হ পার্থিবগণকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সকলে বিচিত্র আস্তরণযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—

হে পার্থ! সভাস্থ সকলে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আইস, ক্রীড়া আরম্ভ করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—ক্রীড়ায় আহূত হইলে আমি কদাচ নিবৃত্ত হই না। দ্যূতে অদৃষ্টই বলবান্, অতএব তাহার উপরই

নির্ভর করিয়া আমি অদ্য ক্রীড়া করিব। আমার সহিত উপযুক্ত পণ রাখিতে কে প্রস্তুত আছেন ?

দুর্য্যোধন কহিলেন—হে যুধিষ্ঠির! আমার রাজ্যের সমুদায় ধন ও রত্ন আমি প্রদান করিব, মাতুল আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—ভ্রাতঃ! একজনের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত, যাহা হউক ক্রীড়া আরম্ভ করা যাক্।

দ্যূতারম্ভ-সংবাদে রাজপুরুষগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। মহামতি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্ন মনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে ক্রীড়া আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বলিলেন—

হে রাজন্! আমার এই কাঞ্চননির্ম্মিত মণিময় হার পণ রাখিলাম, তোমার প্রতিপণের বস্তু কি ?

দুর্য্যোধন কহিলেন—আমিও বহুতর মণি পণ রাখিতেছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না। যাহা হউক এক্ষণে এই গুলি জয় কর।

যুধিষ্ঠিরের অক্ষ ক্ষেপান্তে শকুনি অক্ষগুলি গ্রহণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শ্রেষ্ঠ-দান-নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন—

দেখ মহারাজ! আমিই জিতিলাম।

যুধিষ্ঠির এই সহসা পরাজয়ে রুষ্ট হইয়া কহিলেন—

হে শকুনে! তুমি কি ক্ষেপনচাতুরীদ্বারা বারবার

সফলতা লাভ করিবে ভাবিয়াছ? আইস, আমার অক্ষয় কোষ এবং রাশীকৃত হিরণ্য পণ রাখিলাম।

এইবারও শকুনি অক্ষক্ষেপমাত্র তাহা জয় করিয়া লইলেন।

যুধিষ্ঠির দৈবপরিবর্ত্তনের প্রতি আশাযুক্ত হইয়া এবং পরাজয়জনিত লজ্জায় উত্তেজিত হইয়া উত্তরোত্তর পণ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন. রথ, গজ, অশ্ব, দাস, দাসী এবং অবশেষে শ্রেষ্ঠরথী ও যোদ্ধৃগণকে একে একে পণ রাখিলেন, কিন্তু কৃতবৈর দুরাত্মা শকুনি স্বনির্ম্মিত অভ্যস্ত অক্ষের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ববশত ছলনাক্রমে সেই সকলই অপহরণ করিল।

সেই সর্ব্বনাশিনী দ্যূতক্রীড়া এইরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিলে বিদুর আর মৌন না থাকিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—

মহারাজ! মুমূর্ষু ব্যক্তির যেরূপ ঔষধসেবনে প্রবৃত্তি হয় না, আপনারও সম্ভবত সেইরূপ আমার উপদেশবাক্যে অভিরুচি হইবে না, তথাপি যাহা বলি, একবার শ্রবণ করুন। আপনি পাণ্ডবগণের ধনলাভের নিমিত্ত এত বিপদের অবতারণা করিতেছেন, তদপেক্ষা ন্যায়ব্যবহারদ্বারা স্বয়ং পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের কপটক্রীড়া বিলক্ষণ অবগত আছি, অতএব তাঁহাকে স্বস্থানে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কোন কথাই কহিলেন না।

শকুনি বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির! তুমি ত পাণ্ডবগণের

সমস্ত সম্পত্তিই নষ্ট করিলে। এক্ষণে আর কিছু থাকে ত বল, না হয় ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়।

যুধিষ্ঠির রুষ্ট হইয়া বলিলেন—

হে সুবলনন্দন! তুমি কি নিমিত্ত আমার ধনসম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছ? আমার এখনও যথেষ্ট অবশিষ্ট রহিয়াছে।

এই বলিয়া তিনি আর যেখানে যত রজতকাঞ্চন মণিমাণিক্য ছিল তৎসমস্ত ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গের পরিহিত অলঙ্কারসমেত পণ রাখিয়া পুনরায় ক্রীড়া করিলেন এবং পূর্ব্ববৎই তাহা হারাইলেন।

অবশেষে হতবুদ্ধির ন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া বলিলেন—হে সুবলাত্মজ! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় আমার নিতান্ত প্রিয় এবং পণের অযোগ্য হইলেও আমি ইহাদিগকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। শকুনি অক্ষক্ষেপমাত্রই জয়লাভ করিয়া বলিলেন—

এই তোমার প্রিয় মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে জয় করিলাম। এক্ষণে বোধ করি তোমার প্রিয়তর ভীমার্জ্জুনকে লইয়া ইহাদের ন্যায় পণ্যদ্রব্যবৎ ক্রীড়া করিতে সাহসী হইবে না, অতএব বিফল ক্রীড়ায় প্রয়োজন কি?

যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—

রে মূঢ়! তুমি কি মনে করিতেছ এরূপ অযথাবাক্যের দ্বারা আমাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিবে। এই দেখ ভীমার্জ্জুন পণের নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমি তাঁহাদিগকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি।

তখন ইঁহারাও অক্ষবলে শকুনির বশীভূত হইলেন।

পরিশেষে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া যুধিষ্ঠির নিজেকে পণস্বরূপ অর্পণ করিয়া সকলে মিলিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন।

ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া নৃশংস দুরাত্মা শকুনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

দেখিতেছি প্রমত্ত ব্যক্তি নিতান্তই গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার! দেখিতেছি দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি যে সকল প্রলাপ কহে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করা কঠিন। হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী থাকিতে তুমি নিজেকে কি বলিয়া বদ্ধ করিলে? অন্যান্য সম্পত্তি থাকিতে নিজেকে পণ রাখা মূঢ়ের কর্ম্ম। হে প্রমত্ত! আমি তোমাকে পণ রাখিতেছি, তুমি কৃষ্ণাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে শকুনে! যিনি সুশীলা প্রিয়বাদিনী এবং লক্ষ্মীস্বরূপিণী সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকেই আমি পণ রাখিলাম।

ধর্ম্মরাজের মুখে এই প্রলাপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদগণের ধিক্কারে সভা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অচেতনের ন্যায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। পুত্রের এই

ভাগ্যবলে আনন্দ গোপন না করিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্র আগ্রহভরে জয় হইল কি? জয় হইল কি? বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের মতিচ্ছন্ন দেখিয়া কর্ণ দুর্য্যোধন এবং দুঃশাসনের হর্ষের আর সীমা রহিল না।

অনন্তর পূর্ব্ববৎ শকুনিরই জয়লাভ হইলে দুর্য্যোধন পরিশোধ-লিপ্সায় উৎফুল্ল হইয়া বিদুরকে কহিলেন—

তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবদের প্রাণপ্রিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। কৃষ্ণা দাসীগণ-সমভিব্যাহারে গৃহমার্জ্জন করুক।

বিদুর কহিলেন—রে মূঢ়! তুমি আপনাকে পতনোন্মুখ না জানিয়া এই দুর্ব্বাক্য কহিতে সাহসী হইলে। মৃগ হইয়া ব্যাঘ্রকে কোপিত করিলে। তুমি যখন লোভ-পরতন্ত্র হইয়া সদুপদেশ শ্রবণ করিলে না, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অচিরাৎ সবংশে ধ্বংশ হইবে।

মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে ধিক্! এইমাত্র বলিয়া সভাস্থ সূত প্রাতিকামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

হে প্রাতিকামিন্! দেখিতেছি বিদুর ভীত হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই।

প্রাতিকামী এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর গমনে পাণ্ডবগণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে নিবেদন করিল—

হে পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন। তিনি তোমায় সভায় আহ্বান করিতেছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন—হে প্রাতিকামিন্! তুমি কি প্রলাপ বকিতেছ? কোন্ রাজপুত্র পত্নীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে! যুধিষ্ঠিরের কি আর সম্পত্তি ছিল না?

প্রাতিকামী কহিল—হে দ্রুপদনন্দিনি! মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে অন্য সমস্ত ধন এবং পরে ভ্রাতৃগণসমেত আপনাকে হারাইয়া পরিশেষে তোমাকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন—হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন।

প্রাতিকামী কৃষ্ণার আদেশানুসারে সভাস্থ সকলের সমক্ষে অধোমুখোপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর প্রশ্ন নিবেদন করিল, কিন্তু সেই বিচেতনপ্রায় পাণ্ডবের নিকট কোনো উত্তর পাইল না।

দুর্য্যোধন কহিলেন—হে প্রাতিকামিন্! পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া তাহার যাহা কিছু প্রশ্ন থাকে, নিজে করুক।

তখন প্রাতিকামী পুনরায় দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া শোকাকুল বচনে বলিল—

হে রাজপুত্রি! পাপাত্মা দুর্য্যোধন মত্ত হইয়া তোমায় বারম্বার আহ্বান করিতেছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন—হে সূতনন্দন! ইহা বিধাতারই বিধান। পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব সভাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, ধর্ম্মত আমার এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সকলে যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

প্রাতিকামী প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ সভাস্থ সকলকে দ্রৌপদীর বাক্য নিবেদন করিল। সভ্যগণ দুর্য্যোধনের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, অথচ দ্রৌপদীকে কোন অধর্ম্মযুক্ত কথা বলিতেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল না, সুতরাং তাঁহারা অধো-বদনে নিরুত্তর রহিলেন।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নসম্বন্ধে দুর্য্যোধনকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া গোপনে দূতদ্বারা তাঁহাকে শ্বশুরের সমক্ষে আসিয়া রোদন করিতে উপদেশ প্রেরণ করিলেন।

প্রাতিকামী সমূহ বিপদ্ অনুভব করিয়া দুর্য্যোধনের ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সভাসদ্গণকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিল—

আমি দ্রৌপদীকে আপনাদের কী উত্তর প্রদান করিব? তখন দুর্যোধন প্রাতিকামীর প্রতি রোষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিল—

হে দুঃশাসন! এই সূতপুত্র নিতান্ত অল্পচেতা, এ দেখিতেছি বৃকোদরকে ভয় করে, তুমি স্বয়ং গিয়া কৃষ্ণাকে আনয়ন কর। অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?

দুরাত্মা দুঃশাসন আজ্ঞা পাইবামাত্র ত্বরায় দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—

হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ, অতএব লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সভায় আগমন কর।

দ্রৌপদী দুঃশাসনের আরক্ত নেত্র অবলোকনে সাতিশয়

ভীত হইয়া স্ত্রীগণবেষ্টিত গান্ধারীর আশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।

নির্লজ্জ দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার অনুধাবন করিয়া কেশ গ্রহণ করিল। দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী বাতান্দোলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন—

হে দুঃশাসন! আমি একবস্ত্রা রহিয়াছি, এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত হয় না।

কিন্তু দুঃশাসন তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া বলিল—

একবস্ত্রাই হও, আর বিবস্ত্রাই হও, তুমি পরাজিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, অতএব আমাদের আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে।

এই বলিয়া দুর্ম্মতি কৃষ্ণার কেশ সবলে আকর্ষণপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় তাঁহাকে সভাসমীপে আনয়ন করিল।

যে কুন্তলদাম রাজসূয়যজ্ঞের অবভৃথস্নানসময়ে মন্ত্রপূত জলদ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, তাহা পাষণ্ডের হস্তস্পর্শে কলুষিত দেখিয়া সভাস্থ সকলে অসহ্য শোকে অভিভূত হইলেন।

দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও স্খলিতার্দ্ধবসনা কৃষ্ণা এককালে লজ্জা ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

রে দুরাত্মন্! এই সভামধ্যে আমার ইন্দ্রতুল্য গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সমক্ষে তুই কোন্ সাহসে আমাকে এই অবস্থায় আনিলি? স্বয়ং ইন্দ্র তোর সহায় থাকিলেও রাজপুত্রগণ তোকে ক্ষমা করিবেন না।

কিন্তু দুঃশাসনকে কেহই নিবারণ করিতেছেন না দেখিয়া অভিমানিনী পাঞ্চালী পুনরায় বলিলেন—

হায়! ভারতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! অদ্য বুঝিলাম ক্ষত্রচরিত্র নষ্ট হইয়াছে, যেহেতু সভাস্থ সকলে বিনা প্রতিবাদে কুলধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন।

এই বলিয়া রোরুদ্যমানা কৃষ্ণা স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। রাজ্য ধন মান সম্ভ্রম সমস্ত যাওয়ায় তাঁহাদের যাহা না হইয়াছিল, দ্রৌপদীর এই সকরুণ কটাক্ষে তাঁহাদের মনে দুর্নিবার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল।

কর্ণ পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন, শকুনিও দ্রৌপদীর অবমাননায় যোগদান করিলেন, দুঃশাসন দাসী! দাসী! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল।

ভীমসেন প্রিয়তমার এ অবমাননায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিগণ গৃহস্থিত দাসীকে পণ রাখিয়াও কখনও ক্রীড়া করে না, তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়াপ্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ, তুমি বহুকষ্টলব্ধ ধনসকল এবং তোমার অধীনস্থ আমাদিগকে একে একে পরবশে বিসর্জ্জন দিলে, আমি তাহাতেও ক্রোধ প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তোমার এই শেষ কার্য্য যৎপরোনাস্তি গর্হিত হইয়াছে। তোমারই অপরাধে ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ এই অসহায় বালাকে ক্লেশ দিতে সাহসী হইল। তোমার দ্যূতাসক্ত হস্তদ্বয়

ভস্মসাৎ করিলে তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।

অর্জ্জুন এই কথায় অগ্রজকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন—

হে আর্য্য! তুমি পূর্ব্বে ত কখনও ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই। মনের আবেগে শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না। দেখ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেই ক্রীড়া করিয়াছেন, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেই অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

এদিকে যখন দুঃশাসন সভামধ্যে একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিল, তখন দ্রৌপদী একান্ত বিপন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বিপদে স্বয়ং ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া দ্রৌপদীকে নানাবিধ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিলেন।

তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভর্ৎসনা করিয়া নিবারণ করিলেন। ভীমসেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ওষ্ঠাধর ক্রোধভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি করে কর নিষ্পেষণ করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিলেন—

হে ক্ষত্রিয়গণ, শ্রবণ কর! যদি আমি যুদ্ধে এই ভারতাধম কুলাঙ্গার দুঃশাসনের বক্ষোবিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষের গতি প্রাপ্ত না হই।

দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণে কৃতকার্য্য না হইয়া লজ্জিতভাবে সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। সভ্যগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সজ্জনগণ ধৃত-

রাষ্ট্রকে নিন্দা করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলকে পাণ্ডবপক্ষে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত দেখিয়া বিদুর উৎক্ষিপ্ত হস্তদ্বারা কোলাহল নিবারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

হে সভ্যগণ! এই নিরপরাধা পাঞ্চালীর প্রতি আর অধিক অত্যাচার হইবার পূর্ব্বে আপনারা তৎকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা করুন। যে স্থানে অধর্ম্ম আচরিত হইতেছে, সেখানে মৌন থাকিলেও পাপ স্পর্শ করে, অতএব দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার ক্ষমতা যুধিষ্ঠিরের ছিল কি না—ইহা সত্বর নির্দ্ধারণ করুন।

কিন্তু বাষ্পাকুললোচনা কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

তখন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন—

হে দ্রৌপদি! তুমি পতিগণকে তোমার প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা যাহা বলিবেন, আমরা তাহাতে সম্মত আছি। যদি ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব প্রকাশ্যে অস্বীকার করেন, তবে তুমি দাসীত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

পাণ্ডবভ্রাতাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বিজয়োৎফুল্ল দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর প্রতি সহাস্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বাম উরুতে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক অপমানসূচক ইঙ্গিত করিলেন।

ইহাতে মহাক্রোধন ভীমসেন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন—

হে ভূপতিগণ! যদি আমি যুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু ভগ্ন না করি, তবে অন্তে আমার যেন পিতৃসমান গতি না হয়।

এরূপ বাদপ্রতিবাদ হইতেছে, এমন সময় ঘোর দুর্নিমিত্ত-সকল দৃষ্ট হইতেছে এরূপ সংবাদ আসিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ভীত হইয়া অমঙ্গল শান্ত করিবার নিমিত্ত পুত্রকৃত দুষ্কর্ম্ম খণ্ডনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া তিনি কহিলেন—

ওহে দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধন! তুমি কিরূপ বিবেচনায় কুরুকুল-কামিনীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছ?

পরে তিনি সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন—

হে কল্যাণি! তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

দ্রৌপদী কহিলেন—যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পতিগণকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক।

ধৃতরাষ্ট্র—তথাস্তু!—বলিয়া পাণ্ডব-গণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

কর্ণ উপহাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

স্ত্রীলোকের অনেক অদ্ভুত কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু পতিগণকে তরণীস্বরূপ হইয়া বিপদ্‌সাগর হইতে উদ্ধার একমাত্র পাঞ্চালীই করিলেন।

ভীম তাহাতে বলিলেন—

হাঁ! পাণ্ডবগণ স্ত্রীর দ্বারাই রক্ষিত হইলেন!

এই বলিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—

মহারাজ! আজ্ঞা কর, আমি এই সভাতেই তোমার শত্রুবর্গকে সমূলে উন্মূলিত করি। তুমি তাহা হইলে নিশ্চিন্তচিত্তে পৃথিবী প্রশাসন করিতে পারিবে।

যুধিষ্ঠির ভীমকে নিবারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—

হে রাজন্! এক্ষণে আমরা আপনারই অধীন, অতএব কি করিব অনুমতি করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে অজাতশত্রু! তুমি তোমার সমস্ত পরাজিত ধনসম্পত্তি প্রতিগ্রহ করিয়া স্বরাজ্য শাসন কর। হে তাত! তুমি দুর্য্যোধনের দুর্ব্বাক্য এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার নিজগুণে ক্ষমা করিও, ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।

পরাজিত ধনরত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে স্বরাজ্যে প্রতিগমনে উদ্যত হইয়াছেন অবগত হইবামাত্র, দুঃশাসন ব্যতিব্যস্ত হইয়া মন্ত্রিসহিত দুর্য্যোধনের নিকট দ্রুতগমনে উপস্থিত হইয়া আকুলস্বরে বলিতে লাগিলেন—

হে আর্য্য! আমরা অতীব ক্লেশে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, বৃদ্ধ রাজা তাহা সকলই নষ্ট করিলেন, ধনাদি সমস্তই শত্রুগণের হস্তগত হইল। এক্ষণে যাহা বিবেচনা হয় কর।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র একান্ত অভিমানপরতন্ত্র হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি তৎক্ষণাৎ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

মহারাজ! আপনি এ কি সর্ব্বনাশ করিলেন? চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের মধ্যে বাস করিয়া কি কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে? আপনি কি অবগত নহেন যে, ক্রোধান্ধ পাণ্ডবগণ রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন? আমরা তাঁহাদের যেরূপ অপকার করিয়াছি, তাঁহারা কি কখনও ক্ষমা করিবেন? দ্রৌপদীর প্রতি দাসীবৎ ব্যবহার তাঁহারা কি কখনও সহ্য করিতে পারিবেন?

এ কথায় ধৃতরাষ্ট্রকে ভীতিবিহ্বল দেখিয়া দুর্য্যোধন পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

অতএব এবার পাণ্ডবদিগের প্রতিশোধের পথ একবারেই অবরুদ্ধ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পুনরায় উহাদিগকে অক্ষে পরাজিত করিতে হইবে, কিন্তু ক্রোধের কারণ যাহাতে থাকে, এমন কোন পণ রাখা হইবে না। এইবার পণ থাক্ যে নির্জ্জিতপক্ষকে বহুবৎসর বনবাসে যাপন করিতে হইবে। শকুনি স্বীয় শ্রেষ্ঠ কৌশলের দ্বারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন, কিন্তু তাহাতে উপস্থিত কলহেরও কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, ভবিষ্যৎভাবনারও কোন কারণ থাকিবে না।

ধৃতরাষ্ট্র এ প্রস্তাবে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—

বৎস! তুমি অবিলম্বে পাণ্ডবগণকে আবার দ্যূতে আহ্বান কর। এ কথা শ্রবণমাত্র ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর অশ্বত্থামা এবং ধৃতরাষ্ট্রের কোন কোন পুত্র প্রভৃতি উপস্থিত অনেকে ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন—

মহারাজ! বহু কষ্টে শান্তিসঞ্চার হইয়াছে, বারবার কুলক্ষয়কর বিবাদের সূত্রপাত করিবেন না।

কিন্তু ভীরুস্বভাব পুত্রবৎসল মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পুত্রদের ক্রূর অভদ্রোচিত ব্যবহারে একান্ত শোকনিমগ্না ধর্ম্মপরায়ণা রাজমহিষী গান্ধারীও এ সংবাদে উদ্বিগ্না হইয়া কহিলেন—

মহারাজ! দুর্য্যোধনের জন্মমুহূর্ত্তেই সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তুমি তাহা কর নাই। অদ্য তাহার বিষম ফল একবার দেখিলে; আবার তুমি কোন্ সাহসে এই কুলপাংশুল দুর্ব্বিনীত বালকের কথায় অনুমোদন করিতেছ? উহাকে তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী না করিতে পার, তবে পরিত্যাগ কর। সেতুবন্ধ হইলে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কে ভগ্ন করে? হে মহারাজ! পুত্রস্নেহবশত নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া কুলনাশের হেতু হইও না।

ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণবদনে উত্তর করিলেন—

প্রিয়ে! যদি একান্ত বংশনাশ হয়, তবে আমি নিরুপায়। কিন্তু প্রাণপ্রিয় পুত্রের বিরুদ্ধাচরণে আমি সক্ষম নহি।

পিতার অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দুর্যোধন গমনোন্মুখ যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

হে পার্থ! সভায় এখনও বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত আছে। পিতার অনুমতি হইয়াছে যে, তোমরা বিদায় হইবার পূর্ব্বে আমরা আর একবার সকলে মিলিয়া ক্রীড়া করি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—জ্যেষ্ঠতাতের যদি সেরূপ আদেশ হইয়া থাকে, তবে অক্ষ ক্ষয়কর জানিয়াও আমি ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইব না।

এইমাত্র বলিয়া যুধিষ্ঠির মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতাদের সহিত ক্রীড়াগৃহে প্রবেশ করিলেন।

শকুনি বলিলেন—মহারাজ! বৃদ্ধ রাজা তোমাদিগকে যাহা কিছু প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আর হস্ত-ক্ষেপ করিতে চাহি না; এবার অন্য প্রকার পণ নির্দ্ধারণ করা যাক্। আমাদের বা তোমাদের যে পক্ষেরই পরাজয় হইবে, তাহাদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে; অজ্ঞাতবাসকালে জ্ঞাত হইলে পুনরায় দ্বাদশবর্ষের জন্য বনগমন করিতে হইবে;—এই পণে যদি তুমি ভীত না হও, তবে আইস দ্যূতারম্ভ করি।

সভাস্থ লোকে ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যস্তচিত্তে হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্! যুধিষ্ঠির বোধ হয় এই ভয়ঙ্কর পণের পরিণাম না বিবেচনা করিয়াই দ্যূতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন,—কিন্তু ক্রীড়া-ভীরু-অপবাদের লজ্জায় যুধিষ্ঠির আসন্নকালীন মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পণে অঙ্গীকারপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিদ্ধহস্ত শকুনি অনায়াসে জয়লাভ করিয়া পাণ্ডবগণকে বনবাস-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে পরাজয়

স্বীকার করিয়া বনবাসের আয়োজন করিলেন। দীনভাবে বল্কলাজিন ধারণপূর্ব্বক তাঁহারা যখন ক্রীড়াসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন, তখন উৎফুল্ল দুর্ম্মতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডব-দিগকে নানাপ্রকারে অবমাননা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দুর্য্যোধন পশ্চাদ্ভাগ হইতে ভ্রাতাদের কৌতুক উৎপাদন-পূর্ব্বক সিংহগতি ভীমসেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণের গতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন বহু কষ্টে ক্রোধসম্বরণপূর্ব্বক তৎপ্রতি অর্দ্ধকায়ামাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া কহিলেন—

আমি তোমাদিগকে সবংশে নিহত জানিয়া ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না। তোমরা এক্ষণে নিঃশঙ্কচিত্তে যাহা অভিরুচি তাহাই কর। রণস্থলে আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিহত করিব, এবং অর্জ্জুন রাধেয়কে, সহদেব শকুনিকে নিহত করিবেন।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে ভীম! কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন কি? ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে যাহা ঘটিবে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইবে। যাহা হউক তোমারই নিয়োগানুসারে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি নিশিত বাণদ্বারা পৃথিবীকে এই উপহাস-রসিক সূত-পুত্রের রক্ত পান করাইব। হিমাচল বিচলিত হইতে পারে, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইতে পারেন, কিন্তু আমার এই বাক্য মিথ্যা হইবে না।

অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে মাদ্রীতনয় সহদেব কঠিন কটাক্ষপাতপূর্ব্বক বলিলেন—

হে ধূর্ত্ত সৌবল! তুমি যে গুলিকে অক্ষ বিবেচনায় সেবা করিয়াছ সে-গুলিকে রণস্থলে বাণাকারে মস্তকে বরণ করিতে হইবে।

নকুলও কহিলেন—যে-সকল দুর্ব্বৃত্তগণ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় আনন্দ অনুভব করিয়াছে, তাহাদের সকলকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

এক্ষণে আমি পিতামহ, কুরুবৃদ্ধগণ, দ্রোণপ্রভৃতিগুরুগণ, ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এবং বিদুরের নিকট বিদায় হইলাম। যদি বনবাসান্তে প্রত্যাগত হই, তবে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

সকলেই মৌন থাকিয়া মনে মনে পাণ্ডবগণকে বিবিধ-প্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিদুর কহিলেন—হে পাণ্ডবগণ! তোমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক, তোমাদের মাতা সুকুমারী এবং সুখলালিতা, এক্ষণে বৃদ্ধাও হইয়াছেন। তাঁহার বনগমন কোনো ক্রমেই উচিত হয় না; অতএব তিনি সংকৃত হইয়া আমার ভবনে বাস করুন।

পাণ্ডবগণ নিবেদন করিলেন—

হে প্রাজ্ঞপ্রবীর! তুমি আমাদের পিতৃতুল্য এবং পরম গুরু, তোমার আজ্ঞা আমরা অবশ্য প্রতিপালন করিব। আর যাহা অভিলাষ থাকে বল।

বিদুর বলিলেন—হে ধর্ম্মরাজ ! যে ধর্ম্মবুদ্ধি বলে তুমি এই সমস্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননা উপেক্ষা করিলে, তাহা যেন তোমার চিরকালই থাকে। আশীর্ব্বাদ করি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির সকলকে যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

## ৫

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে কহিতে লাগিলেন—

আমাদিগকে যখন দ্বাদশ বৎসর এইভাবে যাপন করিতে হইবে তখন মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ ফুলফল-সম্পন্ন কোন কল্যাণকর স্থান অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন কহিলেন—তুমি যদি কোন বিশেষ স্থান মনস্থ করিয়া না থাক, তবে আমি নিকটবর্ত্তী স্বচ্ছসরোবরবিশিষ্ট দ্বৈতবন নামক এক অতি রমণীয় স্থান অবগত আছি, তথায় অক্লেশে দ্বাদশ বৎসর কালক্ষেপ করিতে পারিব।

ক্রমে বনবাসের নিরূপিত দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল। সত্যপ্রতিজ্ঞ পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশবর্ষীয় অজ্ঞাতবাসের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে ভ্রাতৃগণ! প্রথমত একটি গূঢ় অথচ রমণীয় স্থান স্থির করা আবশ্যক যেখানে অরাতিগণের অজ্ঞাত-সারে অথচ স্বচ্ছন্দে আমরা একবৎসর যাপন করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন—মহারাজ! কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল চেদি মৎস্য প্রভৃতি যে সকল বন্ধুগণের রাজ্য আছে, ইহার মধ্যে যে কোন একটায় আমরা নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন থাকিতে সক্ষম হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে মহাবাহো! ইহার মধ্যে মৎস্য রাজ্যই আমার মনোনীত হইতেছে। বিরাটরাজা পিতার বন্ধু ছিলেন ও সর্ব্বদাই আমাদের হিতকামনা করিতেন। তিনি বৃদ্ধ ধর্ম্মশীল এবং বদান্য। তাঁহার নিকট গমন করিয়া আমরা যদি ছদ্মবেশে প্রত্যেকে এক একটি উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সম্বৎসরকাল তথায় অকুতোভয়ে বাস করিতে পারিব।

অর্জ্জুন কহিলেন—হায়! তুমি চিরকালই সুখে পালিত ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, তুমি এক্ষণে অন্যের অধীনে কি কর্ম্ম করিবে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা চঞ্চল হইও না। আমি যে কর্ম্ম করিতে পারিব তাহা স্থির করিয়াছি, শ্রবণ কর। আমি কঙ্ক নাম ধারণপূর্ব্বক অক্ষনিপুণ ব্রাহ্মণ-বেশে হস্তে শারিফলক গজদন্ত-নির্ম্মিত চতুর্ব্বর্ণ শারি ও সুবর্ণময় অক্ষ লইয়া বিরাটরাজের সভাসদ্‌পদের প্রার্থী হইব। বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে বলিব আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সখা ছিলাম। এই কর্ম্মে আমি বিনা ক্লেশে রাজার মনোরঞ্জন করিতে পারিব। এক্ষণে, হে বৃকোদর! বল তুমি কি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিবে?

ভীমসেন কহিলেন—হে ধর্ম্মরাজ! আমি মনে করিতেছি বল্লব নাম ধারণ করিয়া সূপকার বলিয়া পরিচয় দিব। পাক-কার্য্যে আমার বিশেষ নৈপুণ্য আছে। বিরাটরাজের উপস্থিত কিঙ্করগণ অপেক্ষা আমি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাজাকে তৃপ্ত করিতে পারিব। এতদ্ব্যতীত মল্লক্রীড়াস্থলে আমি বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া সকলের সম্মানভাজন হইতে পারিব সন্দেহ নাই। পরিচয় চাহিলে আমিও কহিব যে, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপকার ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম। হে রাজন্! এই ভাবে আমি নির্ব্বিঘ্নে কালক্ষেপ করিতে পারিব।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

যে মহাবীর তেজস্বীর মধ্যে অগ্নিতুল্য, যাঁহার বাহুদ্বয় সমভাবে জ্যা-ঘাতদ্বারা কিণাঙ্কিত, সেই সব্যসাচী কোন্ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিবেন?

তদুত্তরে অর্জ্জুন কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি যথার্থই বলিতেছ যে, আমার জ্যা-ঘাতচিহ্নিত ভুজদ্বয় ও যুদ্ধগর্ব্বিত সুদৃঢ় শরীর গোপন করা সহজ নহে, সেইজন্য আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, মস্তকে বেণী ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক বলয়শ্রেণীদ্বারা কিণাঙ্কিত হস্ত আচ্ছাদিত করিয়া বৃহন্নলা নামে নর্ত্তক সাজিব। আমি ইন্দ্রালয়ে বাসকালে গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম, সুতরাং আমি মহিলাদিগকে নৃত্যগীতাদি

শিক্ষা দিলে অন্তঃপুরে নিশ্চয়ই সমাদৃত হইব। আমিও জিজ্ঞাসিত হইলে বলিব যে, দ্রৌপদীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এইরূপে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সুখে বিরাটভবনে বিহার করিতে পারিব।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে নকুল! তুমি সুখসম্ভোগসমুচিত এবং সুকুমার, তুমি কি কর্ম্ম করিতে পারিবে?

নকুল কহিলেন—মহারাজ! আমার চিরকালই অশ্বের প্রতি প্রীতি আছে, আমি তাহাদের শিক্ষা ও চিকিৎসাসম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত আছি; অতএব আমি গ্রন্থিক নাম ধারণ করিয়া অশ্বপরিদর্শকের পদ প্রার্থনা করিব। এ কার্য্য আমারও প্রীতিকর হইবে, রাজাকেও ইহাদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিব। আমিও পরিচয়স্থলে বলিব যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম।

সহদেব জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন—

হে রাজন! তুমি যৎকালে আমাকে গো-তত্ত্বাবধারণে প্রেরণ করিতে, আমি সে সময়ে গোগণের দোহন পালন ও শুভাশুভ লক্ষণসম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলাম; অতএব আমার জন্য চিন্তিত হইও না, আমি তন্ত্রিপাল নামে গো-চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্চয়ই রাজার তুষ্টিসাধন করিতে পারিব।

পরিশেষে কাতরস্বরে ধর্ম্মরাজ বলিতে লাগিলেন—

হে ভ্রাতৃগণ! আমাদের প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা, যিনি

আমাদের পালনীয়া ও মাননীয়া, তাঁহাকে কি প্রকারে আমরা পরের সেবায় নিযুক্ত দেখিব, তিনি আজন্মকাল কেবল পরের সেবা গ্রহণই করিয়াছেন, সাজসজ্জা ব্যতীত কোন বিষয়েই স্বয়ং অনুষ্ঠান করেন নাই, অতএব তিনি কোন্ কর্ম্মই বা করিতে পারিবেন ?

দ্রৌপদী কহিলেন—মহারাজ! লোকে সাজসজ্জা-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম্মের নিমিত্ত কিঙ্করী নিযুক্ত করিয়া থাকে ; অতএব আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা কেশসংস্কার-কুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। এই কার্য্যে সহায়হীনা সাধ্বী স্ত্রীরাই নিযুক্ত থাকেন, সুতরাং ইহা আমার পক্ষে অনুপযুক্ত হইবে না, আমি নিশ্চয়ই রাজমহিষীর সম্মানিতা হইব ; অতএব আমার নিমিত্ত আর মনস্তাপ প্রাপ্ত হইও না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে কৃষ্ণে! তুমি উত্তম কর্ম্মই স্থির করিয়াছ। কিন্তু রাজভবন বড় বিপৎসঙ্কুল স্থান, সাবধানে থাকিও, যেন কেহ তোমাকে অপমানিত না করিতে পারে।

পরে সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি কহিতে লাগিলেন—

আমরা কি ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিব তাহা ত স্থির হইল। এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য, আমাদের ভৃত্য ও দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণ দ্রুপদরাজভবনে গমনপূর্ব্বক আমাদের অজ্ঞাতবাসাবসানের প্রতীক্ষা করুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ শূন্যরথ লইয়া সত্বর দ্বারকায় গমন করিয়া তথায় সেগুলি রক্ষা করুক। কেহ জিজ্ঞাসা

করিলে সকলে কহিবেন যে, পাণ্ডবগণ আমাদিগকে দ্বৈতবনে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না।

পাণ্ডবগণ কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পাদচারে মৎস্য-রাজ্যাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীর অবলম্বনপূর্ব্বক কখনও গিরিদুর্গ কখনও বনদুর্গ আশ্রয় করিয়া পাঞ্চালদেশের উত্তর দিয়া ক্রমশ মৎস্যদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। পথের অবস্থা ও চতুর্দ্দিক্‌স্থিত ক্ষেত্র দেখিয়া দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এখনও বিরাট-নগরী বহুদূরে; আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্তা; অতএব আজ রাত্রি এখানেই অবস্থান করা যাক।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে অর্জ্জুন! তুমি যত্নসহকারে কৃষ্ণাকে বহন কর। যখন অরণ্যের আশ্রয় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তখন একেবারে রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি করাই ভাল।

তখন গজরাজবিক্রম অর্জ্জুন পাঞ্চালীকে গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিরাট-রাজধানীর সমীপে অবতারিত করিলেন। অনন্তর নগরপ্রবেশের প্রণালীসম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে ভ্রাতৃগণ! আমরা যে সকল ছদ্মবেশ ধারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাতে আমাদের সঙ্গে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র লইলে চলিবে না, বিশেষতঃ অর্জ্জুনের

গাণ্ডীব কাহারও অবিদিত নাই; অতএব এই এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে আয়ুধগুলিকে কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন—মহারাজ! ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ শ্মশানের সমীপবর্ত্তী এক দুরারোহ শমীবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। উহার শাখায় যদি উত্তমরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আমাদের শস্ত্র-সকল রক্ষা করি, তবে তৎকালে কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে এমন সম্ভাবনা নাই এবং ভবিষ্যতে যে কেহ ঐ স্থানে গমনাগমন করিবে তাহাও বোধ হয় না। অর্জ্জুনের কথায় সকলে তথায় আয়ুধসংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব শরাসনের জ্যামোচনপূর্ব্বক তাহার সহিত তূণ খড়্গ এবং অন্যান্য অস্ত্রসমুদায় একত্র সঙ্কলিত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর নকুল সেই সমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া উপযুক্ত দৃঢ় এবং পল্লবাচ্ছাদিত শাখা নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাহাতে পাশদ্বারা সেই বস্ত্রমণ্ডিত অস্ত্রগুচ্ছ বন্ধন করিলেন। পরে স্থানীয় কৃষকাদির মধ্যে 'ঐ বৃক্ষে মৃতদেহ বাঁধা আছে' প্রচার করিয়া দেওয়ায় কেহই আর তাহার নিকট গমন করিত না।

অনন্তর কৃষ্ণার সহিত পঞ্চভ্রাতা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকে স্বীয় নির্ব্বাচিত ছদ্মবেশের উপযোগী বস্ত্র ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাজসভায় কর্ম্ম প্রার্থনায় একে একে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে রাজা যুধিষ্ঠির শারিফলকবেষ্টিত কাঞ্চনময়

অক্ষগুটিকাসকল কক্ষে ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে বিরাটভবনে উপস্থিত হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ ধর্ম্মরাজের প্রতি বিরাটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া অন্যান্য সভাসদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

হে সভ্যগণ! যিনি ব্রাহ্মণবেশে রাজার ন্যায় শোভা পাইতেছেন, ইনি কে? ইঁহার সহিত অনুচরবর্গ বা বাহনাদি কিছুই নাই, অথচ ইনি নৃপতির ন্যায় নির্ভীকচিত্তে আমাদের নিকট আগমন করিতেছেন।

বিরাটরাজ এরূপ আলোচনা করিতেছেন, ইত্যবসরে যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, দৈবদুর্ব্বিপাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আপনার নিকট জীবিকালাভার্থে আসিয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিব।

বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহৃষ্ট মনে কহিলেন—

হে তাত! তোমাকে নমস্কার! তুমি কোন্ রাজ্য হইতে আগমন করিতেছ, তোমার নাম ও গোত্র কি এবং কোন্ শিল্প কার্য্যই বা অনুষ্ঠান করিয়া থাক?

যুধিষ্ঠির কহিলেন—মহারাজ! আমি ব্যাঘ্রপদী গোত্র-সম্ভূত ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক। আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সখা ছিলাম, দ্যূতে আমার বিশেষ নিপুণতা আছে।

বিরাট কহিলেন—দ্যূতদক্ষ ব্যক্তি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র ; অতএব অদ্য হইতে তুমি আমারও সখা হইলে। তুমি কখনই হীন কর্ম্মের উপযুক্ত নহ ; অতএব তুমি আমার সহিত সমানভাবে এ রাজ্য শাসন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—আমার কেবল একটি প্রার্থনা এই আছে যে, আমাকে কোনো নীচ বা কপটাচারী ব্যক্তির সহিত ক্রীড়া না করিতে হয়।

বিরাট ইহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন—

তোমার সহিত যে কেহ অন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহাকে আমি অবশ্যই উপযুক্ত দণ্ড দিব। পুরবাসিগণ শ্রবণ করুক, অদ্য হইতে এ রাজ্যে আমারই ন্যায় তোমার প্রভুতা রহিল।

যুধিষ্ঠির এইরূপ সমাদরসহকারে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমবল ভীমসেন কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণ ছুরিকা ও পাককার্য্যোপযোগী সামগ্রী হস্তে ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। মৎস্যরাজ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন—

এই উন্নতস্কন্ধ রূপবান্ অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবাপুরুষ কে ? উহার অভিলাষ কি, কেহ শীঘ্র গিয়া জানিয়া আইস।

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সভাসদ্‌গণ সত্বর ভীমসেন-সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশানুরূপ জিজ্ঞাসা করিল। তখন ভীমসেন তাঁহার সজ্জার উপযোগী দীনভাবে রাজার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন—

আমি উত্তম ব্যঞ্জনকার সূদ, আমার নাম বল্লভ। আমাকে সূপকারের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে আপনি গ্রহণ করুন।

বিরাট বলিলেন—হে সৌম্য! তোমাকে সামান্য সূপকার বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। তোমার যেরূপ শ্রী ও বিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে তোমাকে নরেন্দ্র হইবার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভীম বলিলেন—হে বিরাটেশ্বর। পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আমার প্রস্তুত ব্যঞ্জনদ্বারা তাঁহার বিশেষ তৃপ্তিসাধন করিতাম। তাহা ছাড়া আমি বাহুযুদ্ধে সুশিক্ষিত ; অতএব আমি নিশ্চয়ই আপনার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব।

বিরাট কহিলেন—বল্লভ! তোমাকে এ কর্ম্মের অনুপযুক্ত বোধ করিলেও আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তোমাকে আমার মহানসের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য দিলাম।

ভীমও এইরূপে নৃপতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়া অভিলষিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের সন্দেহমাত্র করে নাই।

অনন্তর অসিতলোচনা দ্রৌপদী সুদীর্ঘ ও সুকোমল কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন ও একমাত্র মলিন বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীর ন্যায় দীনভাবে রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ তাঁহার

অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৌতূহলীচিত্তে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—

তুমি কে, কোথায় যাইবে, তোমার অভিলাষ কি?

দ্রৌপদী সকলকে কহিলেন—

আমি সৈরিন্ধ্রী, আমাকে কেহ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে আমি তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব।

বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদের উপর হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে অনাথার ন্যায় দীনবসনা অথচ অমানুষরূপধারিণী দ্রৌপদী তাঁহার নয়নগোচর হইলেন।

সুদেষ্ণা তাঁহাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—

ভদ্রে! তুমি কে এবং অভিলাষই বা কি?

দ্রৌপদী পূর্ব্ববৎ সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্মপ্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তখন রাণী কহিলেন—

হে ভাবিনি! আমি তোমাকে সখীরূপে লাভ করিয়া পরম প্রীত হইতাম, কিন্তু তোমার যেরূপ সৌন্দর্য্য তাহাতে ভয় হয়, পাছে রাজপুরুষগণ তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া কোন অনিষ্ট ঘটায়।

দ্রৌপদী কহিলেন—হে মহিষি! আমি প্রবল-প্রতাপান্বিত গন্ধর্ব্বের পত্নী; অতএব আমাকে কেহ অপমান করিতে সক্ষম হইবে না; কারণ ইহা জ্ঞাত হইলে কোন্ রাজপুরুষ আমার সম্বন্ধে অযথা ভাব মনে পোষণ করিতে সাহসী হইবেন? অতএব আপনি নির্ভয়ে আমাকে আশ্রয় প্রদান করিতে পারেন, আমি পূর্ব্বে যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের

মহিষী সত্যভামা এবং কুরুকুলসুন্দরী দ্রুপদনন্দিনীর নিকট নিযুক্ত ছিলাম। আমি কেশসংস্কার, বিলেপন পেষণ এবং নানাজাতীয় পুষ্পের মালাগ্রন্থন কার্য্যে নিপুণা। তবে আমার এই প্রার্থনা যে, উচ্ছিষ্টস্পর্শ বা পাদপ্রক্ষালনকার্য্য যেন আমাকে না করিতে হয়।

রাণী—তথাস্তু!—বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত বসনভূষণ প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় ভবনে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর সহদেব অনুত্তম গোপবেশ ধারণ ও গোপভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজভবন-সমীপবর্ত্তী গোষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা তাঁহার বেশ ও মুখশ্রীর সম্পূর্ণ বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে তাত! আমি পূর্ব্বে কখনও তোমাকে দেখি নাই, তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতেই বা আসিলে, আমায় সবিশেষ জ্ঞাপন কর।

সহদেব বলিলেন—আমি বৈশ্য, লোকে আমাকে তন্ত্রিপাল বলিয়া সম্বোধন করে। আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের গোসকলের তত্ত্বাবধারণ করিতাম, এক্ষণে আপনার নিকট সেই কর্ম্মের প্রার্থী আছি।

বিরাট সহদেবের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন—

তুমি অদ্যাবধি আমার সমুদয় পশুশালার কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে।

এবং তাঁহাকে অভিলষিত বেতন প্রদানের আজ্ঞা করিয়া দিলেন। সহদেব এইরূপে সমাদরে গৃহীত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলিষ্ঠ দেহ উন্নতকায় অর্জ্জুন নর্ত্তকের ন্যায় স্ত্রীবেশ পরিধান করিয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে সুদীর্ঘ কেশ-কলাপ ও হস্তে শঙ্খ ও বলয় ধারণপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তির অতীব অসঙ্গত নারীবেশ দেখিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

এই ব্যক্তি কে, ইনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি ত পূর্ব্বে এরূপ মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই।

সভ্যগণ বলিল—

ইনি কে আমরা তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ক্রমে অর্জ্জুন নিকটে উপস্থিত হইলে বিরাট জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার পুরুষসদৃশ বিক্রম ও স্ত্রীসদৃশ বেশভূষা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। তুমি আত্মপরিচয় প্রদান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন—মহারাজ! আমার নাম বৃহন্নলা, রাজা যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে নৃত্যগীতাদিদ্বারা মহিলাগণের চিত্তরঞ্জন ও তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতাম। এবিষয়ে আমি অতিশয় দক্ষ; অতএব পিতৃমাতৃহীন আমাকে আপনার পুত্র বা কন্যা জ্ঞান করিয়া রাজকুমারী উত্তরার শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করুন।

বিরাট কহিলেন—হে বৃহন্নলে! তুমি আমার কন্যা উত্তরা ও অন্যান্য পুরমহিলাগণকে নৃত্য গীতাদি বিষয়ে সুনিপুণ কর, তাহাতে আমার বিলক্ষণ প্রীতিসাধন হইবে। তবে তোমার যেরূপ তেজ ও দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এ কার্য্য তোমার নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা হইতেছে।

রাজার অনুমতি অনুসারে অর্জ্জুন অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজমহিলাগণের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, ক্রমশ তিনি সকলেরই অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পুরুষদের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হইত না; সুতরাং উঁহার পরিচিত হইবারও কোন আশঙ্কা রহিল না।

পরিশেষে নকুল একদিন অশ্বশালার বাজিসকল নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার অসাধারণ কান্তি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তাঁহাকে সুবিচক্ষণ হয়-তত্ত্ববেত্তা অনুমান করিয়া অনুচরগণকে আদেশ করিলেন—

ঐ দীপ্তিমান্ পুরুষকে আমার সমক্ষে আনয়ন কর।

রাজাদেশ জ্ঞাত হইবামাত্র নকুল নিকটে আসিয়া কহিলেন—

মহারাজের জয় হৌক্! আমি একজন প্রসিদ্ধ অশ্বতত্ত্ববিৎ আমাকে সকলে গ্রন্থিক বলিয়া ডাকে, পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বশালায় নিযুক্ত ছিলাম, এক্ষণে আপনার নিকট অশ্বপালের কর্ম্ম প্রার্থনা করি। আমি অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা বিশেষরূপে অবগত আছি।

বিরাট কহিলেন—তুমি আমার অশ্বপাল হইবার অতিশয় উপযুক্ত পাত্র; অতএব সমগ্র যানবাহনাদি অদ্য হইতে তোমার অধীনে রহিল।

এইরূপে একে একে পাণ্ডবগণ সকলেই অভিলষিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে বিরাটভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বৃহদশ্বের শিক্ষাপ্রভাবে যুধিষ্ঠিরের বিলক্ষণ অক্ষনৈপুণ্য হওয়ায় তিনি রাজপুরুষগণের নিকট হইতে ক্রীড়াদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে বিপুল ধন জয় করিয়া ভ্রাতাদের প্রদান করিতেন। ভীমসেন রাজ-মহানসে প্রাপ্ত বিবিধ উত্তম ব্যঞ্জনদ্বারা সকলের তৃপ্তিসাধন করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরলব্ধ পারিতোষিকদ্বারাও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন। সহদেব দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি এবং নকুল রাজপ্রসাদাৎ প্রাপ্ত অর্থ-দ্বারা সকলেরই ভোগসুখের উপকরণ যোগাইতেন।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের চতুর্থ মাসে মৎস্যনগরে সুসমৃদ্ধ মহোৎসব আরম্ভ হইল। তৎকালে মহাকায় অসুরসন্নিভ মল্লগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে স্ব স্ব বলদর্শন ও পরীক্ষার্থে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি সকলকে পরাজয় করিয়া রঙ্গমধ্যে আস্ফালনপূর্ব্বক সকলকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে আর সাহস করিল না।

তখন মৎস্যরাজ ভীমের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। পাছে বাহুবলে তিনি

আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া ফেলেন, এই ভয়ে ভীমসেন অতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজাজ্ঞা অমান্য করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া অগত্যা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমত বিরাটকে বন্দনা করিয়া তিনি ধীরে ধীরে রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। পরে তিনি বিখ্যাতবিক্রম সেই জীমূতনামা মল্লকে আহ্বান করিলেন। তখন উভয় বীরের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর হইয়া কখনও সাংঘাতিক বাহুপ্রহার, কখনও মুষ্ট্যাঘাত, কখনও নিদারুণ পদাঘাত, কখনও বা মস্তকে মস্তকে সংঘটনপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই তর্জ্জনগর্জ্জনকারী মল্লকে সহসা আয়ত্তের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিলেন।

লোকবিশ্রুত জীমূতকে পরাজিত করায় ভীমসেনের সমাদরের আর সীমা রহিল না। তদবধি রাজা সর্ব্বদাই সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর সহিত ভীমসেনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহা পরম কৌতুকে অবলোকন করিতেন।

# ৬

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের বৎসর সমাগত হইলে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থে দেশবিদেশে চর প্রেরণ করিলেন। তাহারা নানা গ্রাম নগর ও রাষ্ট্রে বিফল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৎসরের অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সভায় দ্রোণ কর্ণ কৃপ ভীষ্ম ও মহারথ ত্রিগর্ত্তরাজ সমাসীন আছেন, এমন সময়ে চরগণ উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল—

মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত-যত্নসহকারে দুরবগাহ অরণ্যানী ও গিরিশিখর, জনাকীর্ণ প্রদেশ ও অরাতিগণের রাজধানী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ পাইলাম না।

মহারাজ! আর এক সংবাদ প্রদান করি শ্রবণ করুন। মৎস্যরাজ্যের রক্ষক প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি কীচক এবং তাঁহার মহাবল আত্মীয়বর্গ রাত্রিযোগে গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

তখন কর্ণ কহিলেন—

মহারাজ! যাহারা পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, এমন কতিপয় ছদ্মবেশী ধূর্ত্ত লোককে প্রত্যেক জনপদ গোষ্ঠী তীর্থ ও আকরে প্রেরণ কর। তাহারা পুনরায় নদী কুঞ্জ গ্রাম নগর আশ্রম ও গিরিগুহায় অনুসন্ধান করুক।

কর্ণের বাক্য সমর্থন করিয়া দুঃশাসন ভ্রাতাকে কহিলেন—

মহারাজ! আপনি অবিচলিত উৎসাহে পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিতে থাকুন। তাঁহারা হয় অত্যন্ত গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, নয় একান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কৃপাচার্য্য কহিলেন—পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইবার আর অতি অল্প দিবস অবশিষ্ট আছে, অতএব উহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই তুমি এই বেলা কোষশুদ্ধি বলবৃদ্ধি ও নীতিবিধান কর এবং বল মিত্র ও সৈন্য সামন্তের সামর্থ্য বিবেচনা কর।

ইতিপূর্ব্বে ত্রিগর্ত্তরাজ বিরাটরাজকর্ত্তৃক বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! আমরা সকলে মিলিয়া মৎস্যদেশ আক্রমণ করিলে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব এবং তত্রত্য বহুসংখ্যক গো, ধন ও রত্ন আমরা বিভাগ করিয়া লইতে পারিব। তদ্ব্যতীত মৎস্যরাজ্য হস্তগত হইলে তোমারও বলবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

কর্ণ সুশর্ম্মার বাক্য অনুমোদনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

মহারাজ! অর্থহীন ভ্রষ্টবল পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে বৃথা সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা নিজবল বৃদ্ধি করাই শ্রেয়।

দুর্য্যোধন কর্ণের কথায় হৃষ্ট হইয়া দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন—

ভ্রাতঃ! তুমি শীঘ্র বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বাহিনী যোজনা কর।

অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ স্বীয় সৈন্য সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে মৎস্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণও পরদিন অপরদিক্ হইতে বিরাটরাজকে আক্রমণ করিবার মানসে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটরাজের কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া এবং কীচকের পরিবর্ত্তে সকল বিষয়ে তাঁহার সহায়-স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবাসের কাল অতি-বাহিত করিয়াছেন, এমন সময়ে ত্রিগর্ত্তাধিপতি মৎস্যদেশে উপস্থিত হইয়া বিরাটনগরের একপ্রান্ত হইতে বহুতর গোধন অপহরণ করিলেন।

তখন সেই গোরক্ষক গোপ সত্বরে রথারোহণ করিয়া মহাবেগে পুরী প্রবেশপূর্ব্বক যে স্থানে পাণ্ডবগণবেষ্টিত হইয়া বিরাটরাজ আসীন আছেন, সেখানে উপস্থিত হইল এবং সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজসমীপে অগ্রসর হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক নিবেদন করিল—

মহারাজ! ত্রিগর্ত্তগণ সসৈন্যে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিতেছেন। আপনি রক্ষা করুন।

বিরাটরাজ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রথ-মাতঙ্গ-অশ্ব-

পদাতিসমন্বিত স্বীয় সেনাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন ও কহিলেন, বোধ হইতেছে মহাবীর কঙ্ক, বল্লভ, তন্ত্রিপাল, ও গ্রন্থিক ইঁহারাও যুদ্ধ করিবেন ; অতএব ইঁহাদিগকে উপযুক্ত রথ, সুদৃঢ় বর্ম্ম ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর।

রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠির ভীমসেন নকুল ও সহদেব হৃষ্টচিত্তে নির্দ্দিষ্ট অস্ত্রগ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল মৎস্যসেনা অপরাহ্ণ-কালে নগর হইতে বহির্গত হইয়া গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্ত-দিগকে আক্রমণ করিল।

এই অবস্থায় সূর্য্য অস্তমিত হইল। সমরক্ষেত্র তিমিরাচ্ছন্ন হইলে যুদ্ধ ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল। অনন্তর চন্দ্রমা অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে উদিত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আলোকপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন।

ইত্যবসরে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রথে লইয়া বিরাটরাজকে আক্রমণ করিলেন এবং সমীপস্থ হইয়া সত্বর রথ হইতে গদাহস্তে অবতরণ করিলেন। মহাবেগে বিরাটের রথের নিকট অগ্রসর হইয়া তিনি মৎস্যরাজের সারথি-সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ সাতিশয় ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন—

হে বৃকোদর! ঐ দেখ সুশর্ম্মা বিরাটরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। আমরা এতদিন ইহারই আশ্রয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছি; অতএব তাহার প্রতিদান-স্বরূপ তোমার উঁহাকে সত্বর অরাতিহস্ত হইতে মোচন করা উচিত।

তখন মহাবল ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বারিধারার ন্যায় অনবরত শরবর্ষণ করিতে করিতে সুশর্ম্মার রথের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া রথ প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেন ক্রোধভরে নিমেষমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত করিয়া সুশর্ম্মার সমীপস্থ হইলেন। ইত্যবসরে অন্যান্য পাণ্ডবগণও বেগে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহায়তা করিলেন। একত্র সকলের বিক্রমপ্রকাশে তত্রত্য সৈন্যগণ নিহত হইলে ভীমসেন অবসর বুঝিয়া সুশর্ম্মার সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রথারোহণ-পূর্ব্বক বিরাটকে মোচন ও সুশর্ম্মাকে রথচ্যুত করিয়া গ্রহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ইহা দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—

এইবার ত ত্রিগর্ত্তরাজ পরাজিত হইলেন, এক্ষণে উঁহাকে পরিত্যাগ কর।

পরে তিনি সুশর্ম্মাকে কহিলেন—

এক্ষণে তুমি মুক্ত হইলে, আর কখনও পরের ধনে লুব্ধ হইয়া এরূপ সাহসিক কর্ম্ম করিও না।

ত্রিগর্ত্তরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া লজ্জাবনতবদনে বিরাটকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

মৎস্যরাজ সে রাত্রি সমরক্ষেত্রেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতে মৎস্যরাজ পাণ্ডবদিগকে প্রভূত ধন প্রদান করিবার আদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

আমি তোমাদেরই বিক্রমে মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম। অদ্য হইতে আমার সমুদয় ধনরত্নে তোমাদেরই আমারই ন্যায় প্রভুতা রহিল। তোমরা আমাকে অরাতিহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ; অতএব তোমরাই এ রাজ্য শাসন কর।

পাণ্ডবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার কৃতজ্ঞ বচন অভিনন্দন করিলে যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন—

মহারাজ! আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের পরম পরিতোষের বিষয়। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া সুহৃদ্গণকে প্রিয়সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয় ঘোষণা করুক।

এদিকে রাজা নগরে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপ্রভৃতি কৌরবসেনা-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া বিরাটনগরী পরিবৃত করিলেন এবং গোপগণকে প্রহার করিয়া ষষ্টিসহস্র গোধন অধিকার করিলেন। গো লইয়া ইহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলচিত্তে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল—

কৌরবগণ বলপূর্ব্বক আপনাদের ষষ্টিসহস্র গো অপহরণ করিতেছেন ; অতএব সে সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুষ্ঠান করুন। মহারাজ আপনার উপর সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন ; অতএব আপনি স্বয়ং শত্রু পরাজয়ে যত্নবান্ হউন।

উত্তর স্ত্রী-সমাজের মধ্যে এরূপে অভিহিত হইয়া আত্ম-শ্লাঘা সহকারে কহিতে লাগিলেন—

আমি যদি একজন উপযুক্ত সারথি প্রাপ্ত হই, তবে অনায়াসে সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং কৌরবগণও অদ্যই আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

অর্জ্জুন রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া নির্জ্জনে দ্রৌপদীকে কহিলেন—

প্রিয়ে! তুমি রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, বৃহন্নলা এক সময়ে পাণ্ডবগণের সারথ্য গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছিল ; অতএব উহাকে সারথি করিয়া আপনি অনায়াসে যুদ্ধে গমন করিতে পারেন।

অর্জ্জুনের বাক্য অনুসারে দ্রৌপদী রাজপুত্রের নিকট গমনপূর্ব্বক সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—

এই মহাকায় বৃহন্নলা এক সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সারথি ছিলেন। উনি অর্জ্জুনেরই শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় সেই মহাত্মা অপেক্ষা ন্যূন নহেন ; আমি পাণ্ডবগৃহে বাসকালে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলাম।

আপনার ভগিনী উত্তরা বৃহন্নলাকে বলিলে তিনি নিশ্চয়ই রাজকুমারীর কথা রক্ষা করিবেন।

অনন্তর উত্তরের আদেশক্রমে তাঁহার ভগিনী অর্জ্জুনকে লইয়া রাজকুমারের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

উত্তর তাঁহাকে দেখিবামাত্র দূর হইতে বলিতে লাগিলেন—

শুনিলাম তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আমার সারথি হইয়া আমাকে কৌরবদের নিকট লইয়া চল।

অর্জ্জুন পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—

সারথ্যকর্ম্ম কি আমার সাজে? আমাকে বরং গীত বাদ্য বা নৃত্য করিতে বলিলে তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারি।

অনন্তর কবচ বিপর্য্যস্তভাবে অঙ্গে ধারণ করিয়া এবং অনভ্যস্তের ন্যায় নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া তিনি মহিলাগণের কৌতুক উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজকুমার স্বয়ং তাঁহাকে বর্ম্ম কবচাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সারথ্যপদে বরণ করিলেন। উত্তরাপ্রভৃতি কন্যাগণ বলিলেন—

হে বৃহন্নলে! ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের রুচির বসন আমাদের পুত্তলিকার নিমিত্ত আনয়ন করিও।

অর্জ্জুন সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন—

রাজকুমার যদি কৌরবগণকে পরাজয় করেন, তবে আমি অবশ্য তাঁহাদের বিচিত্র উত্তরীয়সকল আনয়ন করিব।

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন রথারোহণপূর্ব্বক রাজকুমারকে কৌরবসৈন্যাভিমুখে লইয়া চলিলেন। উত্তর অকুতোভয়ে বলিতে লাগিলেন—

হে বৃহন্নলে! সত্বর কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর, আমি সেই দুরাত্মাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।

এই কথা শ্রবণে অর্জ্জুন অতি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া শ্মশান সমীপস্থ সেই সমীবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেস্থান হইতে সাগরোপম কৌরববল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন রাজকুমার শ্রেষ্ঠ মহারথ-রক্ষিত সেই বিপুল কুরুসৈন্য অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন—

হে সারথে! ইহাদের সহিত আমি একাকী কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? এই বীর-পরিরক্ষিত সৈন্যদল স্বয়ং দেবগণেরও অজেয় বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ করা দূরে থাক্, ইহাদিগকে দেখিয়াই আমার অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে। পিতা আমাকে শূন্য গৃহে রাখিয়া সমগ্র সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমি একাকী এক্ষণে কি করিব?

অর্জ্জুন তাঁহাকে সাহসপ্রদানার্থে কহিলেন—

হে কুমার! এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিও না। উহারা কি করিয়াছে যে, তুমি ইতিমধ্যেই ভীত হইতেছ! তুমি যাত্রাকালে সকলের সমক্ষে যেরূপ গর্ব্ব করিলে তাহার পর গো লইয়া না ফিরিলে স্ত্রী পুরুষ

সকলেই উপহাস করিবে। সৈরিন্ধ্রী সকলের সমক্ষে আমার সারথ্যের প্রশংসা করিলেন, আমাকেও উপহাসাস্পদ হইতে হইবে ; অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব ?

উত্তর কহিলেন—কৌরবগণ আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণই করুক, লোকে উপহাসই করুক, কিম্বা পিতা তিরস্কারই করুন, আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।

এই কথা বলিয়া রাজকুমার ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পলায়নে উদ্যত হইলেন।

অর্জ্জুন তখন বলিলেন—

হে রাজকুমার! যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহে। ভীত হইয়া পলায়ন অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর।

বাক্য বিফল দেখিয়া ধনঞ্জয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক উত্তরের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিবেগে সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত এবং বসন শিথিল ও বিধূয়মান হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকনে অদূরস্থিত কুরুসেনাগণ হাস্য করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের অঙ্গসৌষ্ঠব কেহ কেহ পরিচিতবৎ বোধ করিয়া এই স্ত্রী-বেশধারী ব্যক্তি কে হইতে পারে ইহা লইয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিল।

এদিকে অর্জ্জুন শতপদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান রাজপুত্রের কেশধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সবলে রথে আরোপিত করিলেন। উত্তর কাতরস্বরে অনুনয় করিলেন—

হে বৃহন্নলে! তুমি শীঘ্র রথ প্রতিনিবৃত্ত কর। আমি তোমাকে বহু ধন প্রদান করিব।

তখন রাজকুমারকে ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে সহাস্যবদনে কহিলেন—

হে বীর! তোমার যদি যুদ্ধ করিতে উৎসাহ না হয়, তবে তুমি সারথি হইয়া রথ-চালনা কর। তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিব।

উত্তর এই কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রথ-চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে রথারোহণ করিতে দেখিয়া ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহারথিগণের তাঁহার প্রকৃতপরিচয়-সম্বন্ধে আর সংশয় রহিল না। এদিকে নানাবিধ দুর্নিমিত্তও দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন ভীষ্মকে দ্রোণ বলিতে লাগিলেন—

আজ দেখিতেছি পার্থের হস্তে আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। তাহাতে কর্ণ কহিলেন—

হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের প্রশংসা এবং আমাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি ও দুর্য্যোধন একত্র হইলে অর্জ্জুনের কি সাধ্য আমাদের পরাজয় করে!

দুর্য্যোধন এই কথায় প্রীত হইয়া কহিলেন—

হে কর্ণ! যদি এই স্ত্রীবেশধারী বাস্তবিকই অর্জ্জুন হয়, তবে তো বিনা যুদ্ধেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে; কারণ প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হইবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার পরিচয় পাইলে পাণ্ডবগণকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসে

গমন করিতে হইবে। আর অন্যকেহ যদি এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই উহাকে সংহার করিব।

এদিকে অর্জ্জুন উত্তরকে সেই সমীবৃক্ষের নিকট গমন করিতে বলিয়া কহিলেন—

হে রাজকুমার! তোমার এই ধনুঃশর অতি অসার, যুদ্ধকালে আমার বাহুবেগ সহ্য করিতে পারিবে না। এই বৃক্ষে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্রসকল রক্ষা করিয়াছেন, তুমি ইহাতে আরোহণপূর্ব্বক সেগুলি আমাকে প্রদান কর। সেই সকল অস্ত্র আমার উপযুক্ত হইবে।

অর্জ্জুনের নিদেশক্রমে উত্তর সমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া বন্ধন ও আচ্ছাদন মোচনপূর্ব্বক একে একে কার্ম্মুকাদি বাহির করিতে লাগিলেন।

তখন অর্জ্জুন উত্তরকে নিজের এবং অন্য পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। বিরাটতনয় চমৎকৃত হইয়া অর্জ্জুনকে সবিনয়ে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে মহাবাহো! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আমি যদি অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইতিপূর্ব্বে কোন অযথা কথা বলিয়া থাকি, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আজ্ঞা করুন, কোনদিকে গমন করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে রাজকুমার! আমি তোমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি অবিচলিতচিত্তে শত্রুমধ্যে অশ্ব-চালনা করিও।

এই বলিয়া অর্জ্জুন স্ত্রীবেশ পরিহারপূর্ব্বক সেই আয়ুধের সঙ্গে রক্ষিত বর্ম্ম ধারণ ও শুক্লবসনে কেশ আচ্ছাদন করিলেন; পরে অস্ত্রসমুদয় ও গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া অতি ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার ও লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে কৌরবদের দিকে রথচালনা করিতে বলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য কহিতে লাগিলেন—

হে কৌরবগণ! যখন ইহার রথনির্ঘোষে বসুমতী বিকম্পিত হইতেছে, তখন ইনি নিশ্চয়ই অর্জ্জুন হইবেন।

দুর্য্যোধনও কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—

পাণ্ডবগণ নির্দ্ধারিত ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন কি না, তাহা নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। কিয়দ্দিন অবশিষ্ট আছে বলিয়া সকলের ধারণা ছিল, কিন্তু আমার এক্ষণে সন্দেহ হইতেছে। স্বার্থচিন্তার সময়ে লোকের ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। তবে পিতামহ গণনাদ্বারা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন। কিন্তু সে যাহাহউক আমি ত ভীত হইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। এ ব্যক্তি কোন মৎস্যবীরই হউক বা মৎস্যরাজই হউক বা স্বয়ং ধনঞ্জয়ই হউক যুদ্ধ করিতেই হইবে, ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম।

সকলে সজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করি-তেছেন, এমন সময়ে দ্রোণাচার্য্য বহুকাল পরে প্রিয়

শিষ্যের দর্শনলাভে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

ঐ শুন মহাস্বন গাণ্ডীব-টঙ্কার শ্রুত হইতেছে। এই দেখ দুইটি শর আমার পদতলে পতিত হইল এবং অপর দুইটি আমার কর্ণ স্পর্শ করিয়া অতিক্রান্ত হইল। ইহাদ্বারা মহাবীর অর্জ্জুন আমার পাদবন্দন ও কুশলপ্রশ্ন করিতেছেন।

অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে কহিলেন—

হে সারথে! তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত কর। এই সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে দেখি। অন্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, দুর্য্যোধন পরাজিত হইলেই সকলে পরাজিত হইবে। কিন্তু তাহাকে ত ইহার মধ্যে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। ঐ যে দূরে সৈন্যপদধূলি উড্ডীন হইতেছে, সে দুরাত্মা নিশ্চয়ই উহাদের সহিত পলায়ন করিতেছে; অতএব এই সকল মহারথকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দিকে সত্বর রথ চালনা কর।

উত্তর পরম যত্নসহকারে রশ্মিসংযমদ্বারা যে দিকে রাজা দুর্য্যোধন গমন করিতেছিলেন, সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। কৌরবগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরজালে সৈন্যগণকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া প্রথমত ধেনু-সকলকে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত করাইলেন। পরে পুনরায়

দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি কহিলেন—

"হে রাজপুত্র! সত্বর এই পথে রথ চালনা কর, তাহা হইলে ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ দেখ, সূতপুত্র মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; অতএব উহার প্রতি প্রথমে অগ্রসর হও।

বিরাটতনয় তাহাই করিলে কর্ণ অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন রুষ্ট হইয়া প্রথমত বিকর্ণকে রথ হইতে পাতিত করিলেন, পরে অধিরথপুত্র কর্ণের ভ্রাতাকে সংহার করিলেন। তখন ক্রোধভরে কর্ণ সম্মুখীন হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন! অন্যান্য কৌরবগণ স্তম্ভিত হইয়া এই ভীষণব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

প্রথমে যখন কর্ণ অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বাণসমূহ মধ্যপথেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিয়া তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহারা মহা আনন্দে করতালি প্রদান ও শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদনদ্বারা কর্ণের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে মহাবীর ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিকরদ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদন করিয়া নিশিত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন। পরে বিবিধ সুশাণিত অস্ত্রদ্বারা সূতপুত্রের বাহু শির উরু ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে কর্ণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

অনন্তর বিরাটনন্দন পার্থের আদেশানুসারে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি রথচালনা করিলেন। তুল্যবীর গুরুশিষ্যের সঙ্ঘটনে সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং সৈন্যদল হইতে মহা শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। অর্জ্জুন প্রথম গুরুদর্শনে মহানন্দসহকারে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন—

হে সমরদুর্জ্জয়! আমরা বনবাসজনিত বহুকষ্ট ভোগ করিয়া এক্ষণে কৌরবগণের শত্রুপক্ষের মধ্যে গণ্য হইয়াছি; অতএব আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন না। আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না, অতএব আপনি প্রথমে বাণত্যাগ করুন।

অনন্তর দ্রোণ অর্জ্জুনের প্রতি বাণত্যাগ করিলে অর্জ্জুন পথেই তাহা খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণার্জ্জুনের সমরকৃত্য আরম্ভ হইল। উভয়েই মহারথী, উভয়েই দিব্যাস্ত্র-বিশারদ, সকলে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করিতে লাগিল।

কৌরবগণ বলিলেন—অর্জ্জুনব্যতীত কেহই আচার্য্যের সমকক্ষ হইতে পারিত না, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি ভয়ানক যে, পার্থকে গুরুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

এদিকে বীরদ্বয় সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে শরজালে সমাবৃত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের অভ্রান্ততা লঘুহস্ততা ও দূরপাতিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সব্যসাচী ক্রমেই

উত্তপ্ত হইয়া দুই হস্তে এতবেগে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে, কখন্ শরগ্রহণ করিতেছেন, কখন্ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। সৈন্যগণ আচার্য্যকে অর্জ্জুন-বাণে একান্ত সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন অশ্বত্থামা সহসা অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রস্থান করিবার অবসর প্রদান করিলেন।

ইতিমধ্যে কর্ণ কথঞ্চিৎ বিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সমরক্ষেত্রে আগত হইলেন।

জয়শীল অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি বর্ম্মভেদী বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমত শরাঘাতে কর্ণের তূণীররজ্জু ছেদন করিলেন। তখন কর্ণ অপর তূণ হইতে বাণগ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হস্তবিদ্ধ করিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল। পরে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কর্ণের শরাসন ছেদন করিলেন এবং তৎক্ষিপ্ত অন্যান্য অস্ত্রসমুদায় নিবারণ করিলেন। কর্ণকে এইরূপে অস্ত্রহীন করিয়া সৈন্যদল আগত হইবার পূর্ব্বেই অর্জ্জুন তাঁহার অশ্ব বিনষ্ট করিয়া বক্ষঃ-স্থলে সুতীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে কর্ণ পুনরায় বিকলেন্দ্রিয় হইয়া ধরাতলে পতিত ও বিচেতন হইলেন এবং ক্ষণকালপরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক বেদনায় অধীর হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর পূর্ব্বপরাজিত যোদ্ধৃগণ বারবার সমরক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কখনও পৃথক্ পৃথক্, কখনও ধর্ম্মযুদ্ধ পরি-

ত্যাগপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন এক সম্মোহন বাণ গাণ্ডীবে সংযোগ করিয়া প্রচণ্ড নির্ঘোষে তাহা পরিত্যাগ কবিবামাত্র কৌরবগণ সকলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাতলশায়ী হইলেন।

এই সময়ে রাজকুমারী উত্তরার বাক্য অর্জ্জুনের স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় তিনি বিরাটনন্দনকে বলিলেন—

হে উত্তর! কৌরবগণ এখন চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, এই অবসরে তুমি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক উঁহাদের উত্তরীয় বসনসকল রাজকুমারীর নিমিত্ত আহরণ কর। তবে সাবধান! ভীষ্ম এই সম্মোহন অস্ত্রের প্রতি-ঘাত-কৌশল অবগত আছেন; অতএব তাঁহার অশ্বগণের অন্তরালে সতর্কতার সহিত গমন করিও।

অনন্তর উত্তর নিশ্চেষ্ট বীরগণের মধ্যে বিচরণ করিয়া দ্রোণ ও কৃপের শুক্ল বসনদ্বয় কর্ণের পীতবস্ত্র অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল উত্তরীয়দ্বয় গ্রহণ করিয়া পুনরায় রথারোহণ ও বল্গাধারণ করিয়া ধেনুগণের পশ্চাতে নগরাভিমুখে চলি-লেন। ইতিমধ্যে কুরুবীরগণ ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করি-লেন। অর্জ্জুনকে গোধন লইয়া ধীর নিঃশঙ্ক গতিতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন—

হে যোদ্ধৃগণ! তোমরা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছ? উহাকে এরূপ আহত কর যে, আর স্বস্থানে না ফিরিতে পারে!

তখন ভীষ্ম হাস্যবদনে কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা যখন সকলে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন মহাবীর পার্থ কোন নৃশংস কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ত্রৈলোক্যলাভার্থেও তিনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। এই নিমিত্তই এই সমরে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে আর আস্ফালন শোভা পায় না। অর্জ্জুন গোধন লইয়া প্রস্থান করুন। তোমরা এক্ষণে প্রাণ লইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ, তাহাই পরম সৌভাগ্য।

পিতামহের এই যথার্থ কথা শ্রবণে দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

অর্জ্জুন বিরাটনগরে গমনকালে উত্তরকে কহিলেন—

হে তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, একথা তুমিই অবগত হইলে। কিন্তু উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা প্রকাশ হওয়া বিধেয় নহে; অতএব তুমি স্বয়ং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গোধন প্রত্যানয়ন করিয়াছ, এইরূপ সকলকে জানাইবে।

উত্তর কহিলেন—হে বীর! আপনি যে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা আমাদ্বারা হইতে পারে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না। যাহা-হৌক আপনার অনুমতি না পাইলে আমি একথা পিতার নিকটেও প্রকাশ করিব না।

অর্জ্জুন কহিলেন—এক্ষণে গোপগণ নগরপ্রবেশ করিয়া

তোমার জয়ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্নে গমন করিব, কারণ আমাকে পুনরায় বৃহন্নলার বেশ ধারণ করিতে হইবে।

এদিকে বিরাটরাজ ত্রিগর্ত্তগণকে পরাজয় করিয়া পাণ্ডবদের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বনগরে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। তথায় একাকী উত্তরের কৌরবসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি যোদ্ধৃবর্গকে সমগ্র সৈন্যবল লইয়া রাজকুমারের সাহায্যার্থে গমন করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন—

হে সৈন্যগণ! কুমার জীবিত আছে কি না এই সংবাদ ত্বরায় আমার নিকট প্রেরণ করিও। সে স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তককে সারথি ও একমাত্র সহায় করিয়া কি আর উদ্ধার পাইয়াছে?

তখন যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন—

মহারাজ! বৃহন্নলা যখন রাজকুমারের সারথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনার আর চিন্তা নাই। কৌরবগণ গোধন হরণ করিতে সক্ষম হইবেন না।

এই কথা বলিতে বলিতেই দূতগণ আসিয়া উত্তরের বিজয়-সংবাদ প্রদান করিল। বিরাটরাজ সাতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন—

এক্ষণে রাজপথে পতাকা উড্ডীন কর এবং পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করা হৌক। সকলে মত্তবারণে

আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে জয়সংবাদ প্রচার করুক। উত্তরা কুমারীগণের সহিত উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া ভ্রাতার অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুত থাকুক।

এই সকল উৎসবের আয়োজন অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে মৎস্যরাজ প্রফুল্লমনে দ্রৌপদীকে কহিলেন—

হে সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর, আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—আনন্দে বা অন্য কোনো কারণে প্রমত্ত ব্যক্তির সহিত দ্যূতক্রীড়া অনুচিত; অতএব আপনি আমাকে অন্য কোন অভিলষিত বিষয়ে আদেশ করুন।

বিরাট কহিলেন—হে কঙ্ক! যদি আমার অভিলষিত দ্যূতক্রীড়াই না হইল, তবে অন্য আমোদে আমার প্রয়োজন নাই। দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না, অতএব তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।

কঙ্ক কহিলেন—মহারাজ! আপনি শুনিয়া থাকিবেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। সেই অবধি দ্যূতক্রীড়া আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর। যাহাহৌক আপনার যদি একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আসুন আমরা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই।

দ্যূতারম্ভ হইলে বিরাট বলিতে লাগিলেন—

আজ কি সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার আত্মজ সমরে সমগ্র কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—মহারাজ! বৃহন্নলা যাহার সারথি, সংগ্রামে তাহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে।

রাজা এই কথায় কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন—

দেখ কঙ্ক! আমার পুত্র কি নিমিত্ত কৌরবদিগকে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইবে? তুমি কেন বার বার তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সামান্য নর্ত্তককে প্রশংসা করিতেছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন—মহারাজ! ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ যেখানে সমবেত হইয়াছেন, সেখানে বৃহন্নলা ব্যতীত কেহই জয়লাভে সমর্থ হইতে পারে না। মৎস্যরাজ তখন রোষে অধীর হইয়া কহিলেন—

অহে কঙ্ক! আমার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি বাক্য সংযম করিতেছ না। তুমি বয়স্য বলিয়া তোমাকে এতক্ষণ মার্জ্জনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যদি জীবিত থাকিতে অভিলাষ থাকে, তবে আর কদাচ এরূপ কহিও না।

যুধিষ্ঠিরকে এরূপ ভর্ৎসনা করিতে করিতে বিরাট তাঁহার মুখমণ্ডলে অক্ষনিক্ষেপ করিয়া কঠিন আঘাত করিলেন। তাহাতে ধর্ম্মরাজের নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। সৈরিন্ধ্রী তাহা দেখিয়া বারিপূর্ণ সুবর্ণপাত্র আনিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বারী আসিয়া তাঁহার আগমনসংবাদ প্রদান করিল। মৎস্যরাজ অতিশয় প্রীতমনে কহিলেন—

হে দ্বারপাল! সত্বর উত্তর ও বৃহন্নলাকে আনয়ন কর। উহাদিগকে অবলোকন করিতে আমি অত্যন্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।

তখন যুধিষ্ঠির একান্তে দ্বারপালের কর্ণকুহরে কহিলেন—

বৃহন্নলা যেন কিয়ৎক্ষণ পরে আগমন করেন, তিনি আমার অঙ্গে অকারণপাতিত শোণিত সন্দর্শন করিলে মহারাজের আর রক্ষা থাকিবে না।

অনন্তর উত্তর সভাস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণবন্দন ও কঙ্ককে প্রণাম করিয়া সহসা তাঁহার রক্তাক্ত মুখশ্রী দেখিয়া ব্যগ্রচিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে পিতঃ! কে ইঁহাকে প্রহার করিল? কোন্ দুঃসাহস এই পাপানুষ্ঠানে সমর্থ হইল?

বিরাট কহিলেন—বৎস! আমি তোমার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ আমার কথায় অনুমোদন না করিয়া বারংবার বৃহন্নলারই প্রশংসা করিতে লাগিল, এই নিমিত্ত আমিই উঁহাকে প্রহার করিয়াছি।

উত্তর কহিলেন—মহারাজ! আপনি অতিশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। শীঘ্র উঁহাকে প্রসন্ন করুন, নচেৎ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন বিরাট ধর্ম্মরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন—

মহারাজ! উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি বহুক্ষণ ক্ষমা

করিয়াছি। বলবান ব্যক্তি অধীনের প্রতি মাঝে মাঝে অকারণ ক্রোধপরবশ হইয়াই থাকেন

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিঃসৃত শোণিত অপনীত হইলে বৃহন্নলা তথায় প্রবেশ করিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন। রাজা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই পুত্রকে প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

বৎস! তোমাদ্বারাই আমি যথার্থ পুত্রবান্ হইলাম। যিনি অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়াও ক্লান্ত হন না, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিলে? যাঁহার সমান যোদ্ধা মনুষ্যলোকে বিদ্যমান নাই, তুমি কি করিয়া সেই কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিলে? সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ যাদব ও কৌরবগুরু আচার্য্য দ্রোণের অস্ত্রকৌশলই বা তুমি কি প্রকারে সহ্য করিলে? কি আর বলিব, তুমি হৃত-গোধন প্রত্যাহরণ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ।

উত্তর বিনয়নম্র বচনে কহিলেন—

হে তাত! আমি স্বয়ং এই সকল ভীষণ কর্ম্ম করি, আমার কি সাধ্য? আমি প্রথমত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, এমন সময় এক দেবকুমার আসিয়া আমাকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন উদ্ধার করিলেন।

পুত্রের বাক্য শ্রবণান্তর বিরাট বিস্মিত হইয়া কহিলেন—

বৎস! যে মহাপুরুষ আমাদের এই মহান্ উপকার সাধন করিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়?

উত্তর কহিলেন—হে পিতঃ! তিনি সেই সময়েই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কল্য কি পরশ্ব আবির্ভূত হইবেন।

অনন্তর মহারাজের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুন অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক স্বয়ং রাজকুমারীকে অপহৃত উত্তরীয় বস্ত্রসমুদয় প্রদান করিলেন। উত্তরা পুত্তলিকার নিমিত্ত মহামূল্য বসন লাভ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ বিরাটপুত্রের সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইয়া আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময়সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

## ৭

প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের নিকট আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় স্থির করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে স্নানানন্তর শুক্লবসন ও নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া রাজসভায় প্রবেশপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে বিরাটের সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। দ্রৌপদীও সৈরিন্ধ্রীবেশ পরিত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন।

অনন্তর রাজকার্য্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইলে বিরাট-

রাজ সভায় সমাগত হইলেন এবং পাণ্ডবগণের এরূপ অভিনব আচরণে প্রথমত বিস্মিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তৎপরে ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় রহস্য আছে বিবেচনা করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর বলিলেন—

হে কঙ্ক! আমি তোমাকে দ্যূতজ্ঞ সভাসদ্‌রূপে বরণ করিয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত রাজবৎ অলঙ্কৃত হইয়া আমার সিংহাসন অধিকার করিলে?

অর্জ্জুন সহাস্যবদনে তাঁহাকে উত্তর করিলেন—

হে রাজন্! এই মহাতেজা দেবগণেরও অর্দ্ধাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত। ইহাঁর কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্য-প্রভার ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইনি কুরু-বংশাবতংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অতএব কি নিমিত্ত ইনি আপনার সিংহাসনের যোগ্য নহেন?

মৎস্যরাজ পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন—

যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির হন, তবে ইহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ এবং সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী কোথায়?

অর্জ্জুন কহিলেন—হে নরাধিপ! যিনি আপনার সূপকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লভ নামে পরিচয় দিয়াছেন, তিনিই ভীমপরাক্রম ভীমসেন। আপনার অশ্বপাল ও গোপাল দুইজনে কান্তিমান্ মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেব। এই অলোকসামান্য-রূপসম্পন্না পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদ-নন্দিনী। আর আমি ভীমসেনের অনুজ অর্জ্জুন। আমার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপনি শ্রুত হইয়া থাকিবেন। হে রাজন্!

আমরা পরম সুখে সম্বৎসরকাল আপনার রাজ্যে গর্ভস্থিতের ন্যায় অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।

বিরাট-তনয় এই অবসরে এত দিনের রুদ্ধ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—

হে তাত! এই মহাবাহু ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনই মৃগকুল-সংহারকারী কেশরীর ন্যায় অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

বিরাটরাজ এই কথা শুনিয়া প্রফুল্লবদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনার্থে যথাবিধি দণ্ড কোষ ও নগরসমেত সমস্ত রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন এবং—কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—বলিয়া অন্য পাণ্ডবগণের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

হে মহাভাগ! ভাগ্যক্রমে তোমরা অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ ও দুরাত্মাদের অজ্ঞাতসারে বাস করিয়া প্রতিজ্ঞামুক্ত হইয়াছ। এক্ষণে আমার রাজ্যের যাহা কিছু সম্পত্তি তাহা তোমাদেরই অধিকারে রহিল। মহাবীর ধনঞ্জয় আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র, অতএব তিনি উত্তরার পাণিগ্রহণ করুন।

অর্জ্জুনের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি বিরাটরাজকে কহিলেন—

হে রাজন! আমি আপনার অন্তঃপুরে বাসকালে

রাজকুমারীর গুরুস্বরূপ ছিলাম। তিনিও আমাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, অতএব যদি অনুমতি করেন, তবে আমি উত্তরাকে আমার পুত্র অভিমন্যুর নিমিত্ত বধূরূপে গ্রহণ করি।

অর্জ্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া বিরাটরাজ কহিলেন—

হে কৌন্তেয়! তুমি একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ। স্বয়ং উত্তরার পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকার করা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে কালবিলম্ব না করিয়া অভিমন্যুর সহিত বিবাহের উদ্যোগসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান করা যাক।

অনন্তর এ বিষয়ের সংবাদ দিয়া এবং নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়া প্রথমত বাসুদেবের নিকট পরে অন্যান্য মিত্রগণের রাজ্যে দূতপ্রেরণ করা হইল। পাণ্ডবগণ সময়পালনান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় মিত্র ভূপতিগণ সসৈন্যে দলে দলে আগমন করিতে লাগিলেন।

প্রথমে যুধিষ্ঠিরের পরম প্রিয়পাত্র কাশীরাজ ও শিবিরাজ এক এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া বিরাটনগরে সমাগত হইলেন। পরে মহাবল দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বিরাটরাজ অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর ন্যায় সৎপাত্রলাভে পরম আহ্লাদিত হইয়া দিগ্দেশাগত নৃপতিগণকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

বিবাহ-উৎসবের আমোদ-প্রমোদ সকল পরিসমাপ্ত হইলে পাণ্ডবগণ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার উদ্যোগ করিলেন। অবস্থা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্য অবধারণার্থে সকলে বিরাটরাজের সভাগৃহে সমবেত হইলেন।

অনন্তর বিরাট ও দ্রুপদরাজ উপবিষ্ট হইলে সকলেই নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিলেন।

প্রথমত পাঞ্চালরাজ স্বীয় প্রজ্ঞাশালী পুরোহিতকে কৌরবগণের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—

হে দ্বিজসত্তম! ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণ সরলহৃদয় পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল। ধর্ম্মবৎসল বিদুর সে সময়ে বারম্বার অনুনয় করিলেও কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সুতরাং উহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মরাজকে রাজ্যার্দ্ধ প্রত্যর্পণ করিবে, তাহার বড় আশা নাই। তথাপি আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করিয়া কুরুপ্রধানগণের মন আবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিবেন। বিদুর এবিষয়ে নিশ্চয়ই বাক্যদ্বারা আপনার সাহায্য করিবেন। ভীষ্ম দ্রোণাদিকে বিমুখ করিতে পারিলে একাকী দুর্য্যোধন যুদ্ধের অভিলাষ করিবে না। অন্তত তাহা হইলে স্বীয় পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধাদিগকে পুনরায় স্ববশে আনিতে দুর্যোধনের যে সময় লাগিবে, তাহার মধ্যে আমরা সহায়সংগ্রহের অবসর লাভ করিব।

নীতিশাস্ত্রবিশারদ পুরোহিত দ্রুপদের নিকট এই

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পাথেয় গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিত গমন করিলে নরপতিগণের সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত হইল। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্বয়ং দ্বারকায় চলিলেন। দুর্য্যোধন গুপ্তচর দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানে তিনিও দূত প্রেরণ করিতেছিলেন; অর্জ্জুনের দ্বারকা-যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র তিনিও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গম আরোহণে অল্পমাত্র অনুচর লইয়া অতি ত্বরায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

দুই জনেই একসঙ্গে দ্বারকানগরে সমাগত ও সমকালে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ সে সময়ে নিদ্রিত ছিলেন। দুর্য্যোধন প্রথমে শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইয়া বাসুদেবের শিয়রে বসিলেন, পরে অর্জ্জুন গিয়া পদতলের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জনার্দ্দন জাগ্রত হইয়া প্রথমে অর্জ্জুনকে এবং পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিলেন এবং স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন—

হে যাদবশ্রেষ্ঠ! উপস্থিত যুদ্ধে তোমাকে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। যদিও আমরা উভয়ই তোমার সহিত তুল্যসম্বন্ধ ও সমান সৌহার্দ্দ্যযুক্ত, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি. প্রথমাগতের প্রার্থনা সফল করাই সদাচারসঙ্গত।

কৃষ্ণ কহিলেন—হে কুরুবীর! তুমি যে অগ্রে আগমন করিয়াছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু পার্থই প্রথমে আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিব। আমার সুবিখ্যাত এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা আছে, ইহারা একপক্ষের সৈনিকপদ গ্রহণ করুক। অপর পক্ষে আমি একাকী নিরস্ত্র এবং সমরপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করিব। অর্জ্জুন কনিষ্ঠ, অতএব তিনি প্রথমে এতদুভয়ের মধ্যে একপক্ষ বরণ করুন।

কৃষ্ণ যুদ্ধে যোগদান করিবেন না শুনিয়াও ধনঞ্জয় হৃষ্টমনে তাঁহাকেই বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ জানিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর উভয়ে মহাবলশালী বলদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য গমন করিলে তিনি বলিলেন—এরূপ কুলক্ষয়কর যুদ্ধে আমি কোন পক্ষেরই সাহায্য করিব না, তোমরা প্রস্থান কর।

দুর্য্যোধন প্রস্থিত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে পার্থ! তুমি আমাকে সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও কি নিমিত্ত বরণ করিলে?

অর্জ্জুন কহিলেন—হে সখে! আমি বলের নিমিত্ত তোমার নিকট আসি নাই, আমি একাকীই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম। কিন্তু তোমার অদ্বিতীয় নীতি

জ্ঞানের সাহায্য এবং চিরসখ্যজনিত মঙ্গলকামনা প্রাপ্ত হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। হে বাসুদেব! আমার চিরপ্ররূঢ় এক মনোরথ আছে, তাহাও তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। এ যুদ্ধে তুমি আমার সারথ্য গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ প্রীত হইয়া তাঁহার অনুরোধ স্বীকার করিয়া কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নিকট সকলই যাচ্ঞা করিতে পার, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

এদিকে নানা দেশ হইতে ভূপালবৃন্দ প্রভৃত সেনাদল-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিবার নিমিত্ত আগত হইতে লাগিলেন। বিবাহ উপলক্ষেই অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তদুপরি চেদিপতি ধৃষ্টকেতু এবং বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকি ও বিরাটরাজের অনুগত রাজগণ বহুতর চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া উপস্থিত হইলে পাণ্ডবপক্ষে সপ্তঅক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইল। বিরাটরাজ্যান্তর্গত উপপ্লব্য নগরে বিস্তৃত সেনানিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক এই বৃহৎ সৈন্যমণ্ডলী লইয়া পাণ্ডবগণসহ সমবেত রাজন্যবর্গ সুখে সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন

দুর্য্যোধনের পক্ষে ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্য, যাদবগণের মধ্যে ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বিবিধ নরপতিগণ সমাগত হইলে কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ হইল।

এই সকল বলসঞ্চয় চলিতেছে, এমন সময় পাঞ্চালরাজ-

পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপনীত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম বিদুরাদি তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলে সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত কৌরবপ্রধান ও রাজপুরুষগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

হে সভ্যগণ! আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম্ম অবগত আছেন, তথাপি উপস্থিত প্রসঙ্গে তাহার বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়া আমি সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই একজনের সন্তান, সুতরাং পৈতৃক ধনে উভয়েরই সমান অধিকার। তবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্য ভোগ করিবেন ইহার অর্থ কি? আপনারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাণ্ডবগণকে স্বীয় অংশ প্রত্যর্পণের বিধান করুন। এখনও শান্তিস্থাপনের কাল অতীত হয় নাই।

প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্ম ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন—

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যবলে পাণ্ডবগণ কুশলে আছেন, এবং ভাগ্যবলে তাঁহারা প্রভূত পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াও ধর্ম্মপথে নিরত থাকিয়া বান্ধবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষ পরিহারপূর্ব্বক সন্ধির প্রার্থনা করিতেছেন। আপনি যে সমস্ত কথা বলিলেন, তাহা কঠোর হইলেও যথার্থ বটে। পাণ্ডবগণ নির্দ্ধারিত বনবাসান্তে স্বীয় পূর্ব্বাধিকৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অর্জ্জুনের অনুরূপ যোদ্ধাও ত্রিলোকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

ভীষ্ম যাহা কহিলেন, তাহা আমাদের শুভকর, পাণ্ডবদের হিতকর এবং সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডলীর শ্রেয়স্কর ; অতএব আমি তদনুসারে সঞ্জয়কে সন্ধিস্থাপন নিমিত্ত পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ-পুরোহিতকে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর সঞ্জয়কে সভাস্থলে আহ্বান করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন—

হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে উপপ্লব্যনগরে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রথমত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। পাণ্ডবগণ অকপট ও সাধু; তাঁহারা এত দুঃখ সহ্য করিয়াও আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই; তাঁহারা সর্ব্বদাই আত্মসুখ অপেক্ষা ধর্ম্মকে অগ্রে স্থাপন করিয়া থাকেন; এ নিমিত্ত মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন এবং ক্ষুদ্রাশয় কর্ণ ব্যতীত তাঁহারা আমাদের সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন; অতএব তুমি এই সকল বুঝিয়া উপযুক্ত বাক্যে যুধিষ্ঠিরের নিকট আমার সন্ধির ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবে। হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষের যেরূপ বল সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে আমি বিশেষ ভীত হইয়াছি, সুতরাং তুমি বিবেচনাপূর্ব্বক এমন প্রস্তাব করিবে, যাহাতে আমরা এ ঘোর বিপদাশঙ্কা হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।

সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে মৎস্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

## ৮

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে পাণ্ডবদিগকে নিরস্ত করিয়া শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব করিবার জন্য উপপ্লব্য নগরে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে প্রীতমনে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন—

আপনার পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাকে যে কথা বলিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। বৃদ্ধ রাজার সন্ধিস্থাপনের নিতান্ত ইচ্ছা, অতএব আপনারা সে বিষয়ে অনুমোদন করুন। আপনারা সর্ব্বদাই ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মকেই প্রধান করিয়াছেন, অতএব এস্থলে অতি ভীষণ লোকহিংসা নিবারণের উপায় একমাত্র আপনাদেরই আয়ত্তে রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে সঞ্জয়! আমি কি যুদ্ধাভিলাষ-সূচক কোন কথা বলিয়াছি যে, তুমি সংগ্রামভয়ে এত ভীত হইতেছ? আমরা পূর্ব্বনিগ্রহ ও তজ্জনিত ক্লেশ সমুদয় বিস্মৃত হইয়া আমাদের পূর্ব্বাধিকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া শান্তিস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি, একথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন—হে ধর্ম্মরাজ! আপনার কল্যাণ

হৌক! আমি এক্ষণে চলিলাম। যদি স্বপক্ষসমর্থন করিতে গিয়া কোন অযথাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তবে তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পঞ্চভ্রাতাকে পঞ্চগ্রামমাত্র প্রদত্ত হইলেও আমরা রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপনে সম্মত আছি।

অনন্তর সঞ্জয় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন।

ভীষ্ম দ্রোণ ও সমবেত মিত্র-ভূপতিগণকে অগ্রে করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং কর্ণ শকুনি ও ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে দুর্য্যোধন বিস্তীর্ণ কনক-চত্বর-শোভিত ও চন্দন-রস-সিক্ত সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলে দারুময়, প্রস্তরসারময়, দন্তময় ও কাঞ্চনময় বিবিধ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় সেই পরিপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সকলকে অভিবাদনান্তে কহিলেন—

হে কৌরবগণ ও রাজন্যবর্গ! আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি, আপনারা তত্রত্য বৃত্তান্ত সমুদয় শ্রবণ করুন। আমি ধর্ম্মরাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক উপদিষ্ট বাক্য তাঁহাকে যথাযথরূপে বিজ্ঞাপিত করিলে পাণ্ডবগণ প্রথমত উপস্থিত সকলকে সাদরসম্ভাষণ-সহকারে যথোপযুক্ত অভিবাদনাদি জানাইলেন।

এই বলিয়া সঞ্জয় ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠিরের মতামত ও যুদ্ধার্থে যেরূপ বলসংগ্রহ ও আয়োজন হইয়াছে

তৎসমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র মনের আবেগে আর কাহাকেও বলিবার অবসর না দিয়া স্বয়ং পাণ্ডবপ্রস্তাব সমর্থন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

পাণ্ডবগণ যেরূপ বল সংগ্রহ করিয়াছেন, অর্জ্জুনের যেরূপ দিব্যাস্ত্র-শিক্ষা লাভ হইয়াছে এবং ভীমসেন যেরূপ অলৌকিক বলসম্পন্ন, তাহাতে দুর্য্যোধন উহাদের সহিত কলহ করিয়া অতি অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছেন। এ যুদ্ধ ঘটিলে কৌরবকুলের নিস্তার নাই, তাহা আমার স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। অতএব আমার ইচ্ছা পাণ্ডবদের ধর্ম্মানুগত প্রস্তাব অনুসারে সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক আমরা চির-কল্যাণ লাভ করি।

এই কথা শ্রবণে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশের প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন এই অপ্রিয় মন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন—

হে পিতঃ! আপনি কেন বৃথা ভীত হইয়া আমাদের নিমিত্ত শোক করিতেছেন? আমাদের শত্রু অপেক্ষা আমরা কিসে হীনবল যে, পরাজয় আশঙ্কায় কাতর হইব? তদ্ব্যতীত এক্ষণে সমগ্র সাম্রাজ্য আমারই হস্তগত এবং এই সকল মহারথ ভূপালবৃন্দ আমারই অনুগত, অতএব পাণ্ডবদের নিস্তার কোথায়?

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিতান্তই মোহাবিষ্ট দেখিয়া কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন—

হে কৌরবগণ! আমি বারবার বিলাপ করিতেছি, তথাপি আমার মন্দমতি পুত্রগণ যুদ্ধসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেছে না। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি কি নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবার দুরভিলাষ পোষণ করিতেছ? তদপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া সুখে আপন রাজ্য পালন কর। পাপযুদ্ধে লিপ্ত হইলে কুরুকুল সমূলে ধ্বংস হইবে। হে পুত্র! আমি অহোরাত্র এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইতেছি, এই নিমিত্তই আমি সন্ধিস্থাপনে সমুৎসুক।

মহাবীর কর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া কহিলেন—

হে মহারাজ! আমি দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাত্মা পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি। আমিই এই যুদ্ধে পাণ্ডব-প্রধানগণকে বিনাশ করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।

কর্ণের এই আত্মশ্লাঘাই দুর্য্যোধনের দুঃসাহস এবং তজ্জনিত সমস্ত অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া মহামতি ভীষ্ম অনিবার্য্য ক্রোধে কর্ণকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

হে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ! পাণ্ডবদিগকে সংহার করিবে বলিয়া তুমি সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিয়া থাক। বিরাটনগরে যখন ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় ভ্রাতাকে সংহার করিলেন, তখন তুমি কি করিতেছিলে? যখন অর্জ্জুন সমস্ত কৌরবগণকে অচেতন করিয়া তাঁহাদের উত্তরীয় সকল হরণ করিলেন,

তখন কি তুমি সে স্থানে ছিলে না? এখন তুমি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করিতেছ, তোমার ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির আশ্রয়ের প্রতি নির্ভর করিয়াই এ ঘোর যুদ্ধে ইহারা কালকবলে পতিত হইবে।

ভীষ্মের বাক্যশল্যে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কর্ণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন—

হে পিতামহ! আপনি পাণ্ডবদের যেরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা সেইরূপই বা ততোধিক হইতে পারে; কিন্তু আপনি আমাকে সভাস্থলে যে সকল পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহার ফল শ্রবণ করুন। আমি এই অস্ত্র ত্যাগ করিলাম, আপনি জীবিত থাকিতে আর ইহা গ্রহণ করিব না।

মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বভবনে চলিয়া গেলেন। অনন্তর অতি বিষণ্ণমনে ধৃতরাষ্ট্র সেদিনকার সভা ভঙ্গ করিলেন।

এই সভার বিবরণ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে আমাদের এরূপ সময় আসিয়াছে, যখন তোমার পরামর্শ ভিন্ন আর গতি নাই। হে কৃষ্ণ! আপৎকাল উপস্থিত হইলে তুমি যাদবগণকে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাক, এক্ষণে আমাদেরও সম্বন্ধে তাহাই করিতে হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন—মহারাজ! আমি ত এই উপস্থিত

রহিয়াছি, যে বিষয়ে আজ্ঞা করিবে আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—সঞ্জয়ের নিকট যাহা শুনা গেল, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত মনোভাব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বিনা রাজ্যপ্রদানে আমাদিগকে ক্ষান্ত করিতে চাহেন। আমি কুলক্ষয় নিবারণার্থে অবশেষে পঞ্চগ্রাম মাত্র লইয়া বিবাদ-ভঞ্জনের প্রস্তাব করিয়াছি; কিন্তু সমগ্র সাম্রাজ্য অধিকারে স্ফীত হইয়া উহারা তাহাতেও সম্মত হইল না।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি মনে করিতেছি আমি নিজে হস্তিনাপুরে গমন-পূর্ব্বক উভয় পক্ষের হিতার্থে শেষচেষ্টা করিব। যদি আমি তোমাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তি স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে কুরুকুলকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আমি মহা পুণ্যফল লাভ করিব।

দ্রৌপদী এতক্ষণ পতিগণের মৃদুভাব অবলোকনে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি আর মৌন থাকিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন—

হে মধুসূদন! তুমি কৌরব-সভায় গিয়া আমাদের সমগ্র রাজ্য প্রদান ব্যতিরেকে কোন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইও না। তুমি এই পাপিষ্ঠ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর।

অনন্তর রোরুদ্যমানা কৃষ্ণা স্বীয় রমণীয় কুটিলাগ্র কুন্তলদাম হস্তে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন—

হে কেশব! যখন কৌরব-সভায় শান্তির প্রস্তাব হইবে, তখন পাষণ্ড দুঃশাসনের হস্ত-কলুষিত এই কেশের কথা স্মরণ রাখিও।

কৃষ্ণ তখন দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

হে কল্যাণি! তুমি এখন যেরূপ রোদন করিতেছ, অতি অল্পদিনের মধ্যেই কৌরব-মহিলাগণকে সেইরূপ রোদন করিতে দেখিবে। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সম্বরণ কর। তোমার পতিগণ অচিরেই শত্রু-সংহারপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিবেন।

এইরূপ কথোপকথনে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর-দিন প্রভাতে যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ হস্তিনাপুর যাত্রার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্যপুণ্য নির্ঘোষ শ্রবণান্তে স্নান করিয়া বসন-ভূষণ পরিধানপূর্ব্বক তিনি সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন। তদনন্তর সাত্যকিকে কহিলেন—

হে যুযুধান! আমার রথমধ্যে শঙ্খ চক্র গদা ও অন্যান্য অস্ত্রসকল সুসজ্জিত কর। দুর্য্যোধন শকুনি ও কর্ণ অতি দুরাত্মা, অতএব তাহাদের পাপাভিসন্ধির নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সাত্যকি রথসকল উপযুক্ত-রূপে অস্ত্রসজ্জিত করিলেন। অনন্তর সকলের নিকট বিদায় লইয়া সাত্যকিসহ কৃষ্ণ স্বীয় রথে আরোহণ করিলে দশ

শস্ত্রপাণি মহারথী, সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতি এবং ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া বহুসংখ্যক কিঙ্কর তাঁহার অনুগমন করিল। তখন দারুকসারথি-চালিত বায়ুবেগগামী অশ্বসকল হস্তিনা-পুরাভিমুখে ধাবিত হইল।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র দূতমুখে কৃষ্ণের আগমন-বার্ত্তা শ্রুত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদির সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

হে কুরুনন্দন! এই অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ শুনিতেছি যে মহাত্মা বাসুদেব স্বয়ং পাণ্ডবদূত হইয়া এখানে আগমন করিতেছেন। কৃষ্ণ আমাদের পরম আত্মীয় ও মাননীয়, তাঁহার অভ্যর্থনার্থে উপযুক্ত আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম এই বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলে দুর্য্যোধন তদনুসারে বিবিধ আসন, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুস্বাদু অন্ন-পানাদিশোভিত পরমরমণীয় সভাসকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণ বৃকস্থলে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক প্রভাতে আহ্নিক-কার্য্য সমাধা করিয়া হস্তিনাপুরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। বৃকস্থল-নিবাসিগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে চলিতে লাগিল। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মারা এবং দুর্য্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসমুদয় কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গ-মনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। পুরবাসিগণ কৃষ্ণ-দর্শনার্থে কেহ কেহ বিবিধ যানে, ও অনেকে পদব্রজে যাত্রা করিল।

যথাক্রমে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ রথ

হইতে অবতরণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। একে একে তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি ধৃত-রাষ্ট্রের সমীপস্থ হইলেন। উপস্থিত রাজগণসহ ধৃতরাষ্ট্র আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণকে সমাদর প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণ বিনীতভাবে সকলকে প্রতিপূজা করিয়া বয়ঃক্রম অনুসারে সকলের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর তিনি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে গো মধুপর্ক ও উদকপ্রদানে তাঁহার অর্চ্চনা করা হইল। বাসুদেব আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক সকলের সহিত সম্বন্ধোচিত হাস্যপরিহাস ও বাক্যালাপে তথায় কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন।

সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

প্রভাতে সুমধুর-স্বরসম্পন্ন বৈতালিকের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ জপ ও হোমান্তে বসনপরিধানপূর্ব্বক নবোদিত আদিত্যের উপাসনা করিলেন। ইত্যবসরে দুর্য্যোধন ও শকুনি তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া সংবাদ দিলেন—

হে কেশব! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ এবং অন্যান্য ভূপালবৃন্দ সভায় সমুপস্থিত হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বাসুদেব তাহাদিগকে অভিনন্দনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করিয়া দারুক-সারথি-সমানীত রথে আরোহণ করিয়া অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন।

যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইবামাত্র কুরুবৃদ্ধগণ আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র উত্থিত হইলে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতি গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণ হাস্য-মুখে সকলকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন।

তখন সভাস্থ সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কর্ণ এবং দুর্য্যোধন অনতিদূরে একাসনে অবস্থিত হইলেন এবং বিদুর কৃষ্ণের পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সকলে কৃষ্ণের প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় তাঁহার প্রতি চাহিয়া নীরব রহিলেন। তখন ধীমান্ বাসুদেব জলদ গম্ভীরস্বরে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

হে ভরতবংশাবতংস! আমার বিবেচনায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক বীরগণের বিনাশ নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রার্থনা করিতেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে কুরুপ্রবীর! পাণ্ডব-দিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন ভিন্ন আমার আর অন্য প্রস্তাব করিবার নাই। উপস্থিত সভাসদের মধ্যে কাহারও যদি অন্য কোন সঙ্গত প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা শ্রবণ করা যাক্।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

হে কৃষ্ণ! তোমার বাক্য ধর্ম্মানুমোদিত তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখিতেছ যে, আমি স্বাধীন নহি। আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না; অতএব তুমি দুর্য্যোধনকে

বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন কর, সে আমাদের কাহারও বাক্য গ্রাহ্য করে না। তুমি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলে যথার্থ বন্ধুজনোচিত কার্য্য হইবে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যানুসারে বাসুদেব দুর্য্যোধনের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মৃদুবচনে কহিতে লাগিলেন—

ভ্রাতঃ! তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা তোমার বংশের উপযুক্ত হইতেছে না। সেই বিপরীত ব্যবহারজনিত অনর্থ পরিহারপূর্ব্বক নিজের ভ্রাতৃগণের ও মিত্রসকলের শ্রেয় সাধন কর। হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার গুরুজন সকলেরই অভিপ্রেত; অতএব তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে ভীষ্ম তাঁহার কথা সমর্থন করিয়া দুর্যোধনকে বুঝাইতে লাগিলেন—

হে দুর্যোধন! মহাত্মা কেশব তোমাকে ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ প্রদান করিলেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও, প্রজাগণকে বিনষ্ট করিও না, পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না।

কিন্তু দুর্য্যোধন ভীষ্ম-বাক্যের সমাদর না করিয়া—ক্রোধে ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর কহিলেন—

আমি তোমার নিমিত্ত শোক করিতেছি না, কিন্তু তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা যে তোমাকে উৎপাদন করিয়া হতপুত্র ও

হতমিত্র হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন, তজ্জন্যই আমি শোকাকুল হইতেছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় অনুনয় বাক্যে কহিলেন—

বৎস! বাসুদেবের কল্যাণকর বাক্য গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যে রাজ্যার্দ্ধ তুমি দান করিবে, মহামতি কেশবের সাহায্যে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজ্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে পরাজয় অনিবার্য্য, তাহার সন্দেহ কি?

রাজা দুর্য্যোধন আর কাহারও কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া কৃষ্ণকে উষ্ণভাবে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন—

হে বাসুদেব! আমরা ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী, শত্রুর নিকট নত হওয়া অপেক্ষা আমরা সমরক্ষেত্রে বীরশয্যা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করি। আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিতে পিতা আমার অনভিমতে পাণ্ডবদিগকে আমার রাজ্যের অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমি জীবিত থাকিতে তাহা পুনরায় প্রত্যর্পিত হইবে না। অধিক কি, সূচির অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিব না।

দুর্য্যোধনের উগ্রবাক্যে রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ উপহাস-সহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন—

হে দুর্য্যোধন! তুমি যে বীর-শয্যালাভের বাসনা করিতেছ, তাহা যথাকালে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তুমি পিতা মাতা ও সমগ্র গুরুজনের বাক্য অবহেলা করিতেছ, অথচ

চিন্তা করিয়াও স্বীয় দোষ দেখিতে পাইতেছ না। কিন্তু বোধ করি উপস্থিত নৃপতিবর্গ অন্যরূপ বিচার করিবেন।

কৃষ্ণ এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে দুঃশাসন উত্থান-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন—

হে রাজন্! সভাস্থ সকলের মন ক্রমেই তোমার বিপক্ষে আবর্ত্তিত হইতেছে; অতএব তোমার আর এখানে অবস্থান করা শ্রেয় নহে।

দুর্য্যোধন এই কথায় শঙ্কিত হইয়া অশিষ্টভাবে কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনকে লইয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যগ্রভাবে বিদুরকে কহিলেন—

বৎস! দূরদর্শিনী গান্ধারীর সমীপে সত্বর গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই সভায় আনয়ন কর, যদি মাতার বাক্যে দুর্য্যোধনের সুবুদ্ধির উদয় হয়, একবার শেষচেষ্টা দেখা যাক্। হায়! দুর্য্যোধনকৃত এই ঘোর ব্যসন কোথায় প্রশমিত হইবে!

বিদুর রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবিলম্বে যশস্বিনী গান্ধারীকে তথায় উপস্থিত করিলেন। তিনি আগত হইলে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

হে গান্ধারি! তোমার দুর্বিনীত পুত্র দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্য-লোভে মুগ্ধ হইয়া গুরুজন-বাক্য অবহেলা করিয়া অতি ভয়ঙ্কর বিপদের সূত্রপাত করিতেছে। এক্ষণে সে সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অশিষ্টের ন্যায় সভা ত্যাগ করিয়াছে।

গান্ধারী কহিলেন—মহারাজ! এই যে ব্যসন সমুপস্থিত,

ইহাতে তোমারই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তুমি দুর্য্যোধনের পাপ-পরায়ণতা অবগত হইয়াও চিরকাল তাহার মতের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছ, এক্ষণে উহাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিবার তোমার আর সাধ্য নাই।

অনন্তর মাতৃ আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া দুর্য্যোধন পুনরায় সভায় প্রবিষ্ট হইলে গান্ধারী তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন—

বৎস দুর্য্যোধন! কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া তোমার প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হওয়াতেই তুমি গুরুজনের সদুপদেশ-বাক্য লঙ্ঘন করিতেছ; কিন্তু, হে পুত্র! যদি নিজের অধর্ম্ম-বুদ্ধিকেই না জয় করিতে পারিলে তবে রাজ্যজয় বা রাজ্য রক্ষা করিবার আশা কিরূপে করিতেছ? বৎস! শান্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সকলকে রক্ষা কর, পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে সাম্রাজ্য ভোগ কর।

মাতৃবাক্যের অবসানে দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া পুনরায় সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন এবং কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব তখন সকলের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—

মহারাজ! আমি এক্ষণে সমস্ত অবস্থা অবগত হইলাম। স্পষ্টই বুঝিলাম যে আপনি স্বাধীন নহেন এবং দুর্য্যোধন রূঢ়-ভাবে সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছেন; অতএব এই সকল বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজের নিকট নিবেদন করিলেই আমার কার্য্য শেষ হয়। এক্ষণে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মহামতি বাসুদেব বহির্গত হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক পিতৃস্বসার নিকট বিদায় লইতে চলিলেন। তথায় তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন—

দেবি! দুর্য্যোধনের ত শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আপনার পুত্রদিগকে যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী।

কুন্তী কহিলেন—বৎস! যুধিষ্ঠিরকে আমার বচনে কহিবে—

—হে পুত্র! তোমার রাজ্য-পালন-জনিত প্রচুর ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে; অতএব আর ক্ষত্রধর্ম্মে অবহেলা করিও না। তোমার বুদ্ধি সতত ধর্ম্মচিন্তায় অভিভূত হইয়া কর্ম্মপথের বাধা ঘটায়; অতএব সাবধান হও।

—হে কেশব! ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে কহিবে—

—বৎসগণ! ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভধারণ করেন, তাহা স্মরণ রাখিও, এক্ষণে তাহা সফল করিবার সময় আগত হইয়াছে।

—এবং কল্যাণী দ্রুপদনন্দিনীকে কহিবে—

—হে কৃষ্ণে! হে মহাভাগে! হে যশস্বিনি! তুমি আমার পুত্রগণের প্রতি এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও যথোচিত আচরণ করিয়াছ, ইহা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে।

—হে মাধব! সকলকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও কুশল-সংবাদ জ্ঞাপন করিবে। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।

অনন্তর কুন্তীকে অভিবাদন করিয়া কৃষ্ণ তথা হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইয়া কর্ণকে বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া স্বীয় রথে আরোহণ করাইলেন এবং সাত্যকি ও অনুচরবর্গ সমভি-ব্যাহারে নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। নগরের বহির্দ্দেশে নির্জ্জনস্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ কর্ণকে একান্তে কহিতে লাগিলেন—

হে কর্ণ! তুমি সর্ব্বদাই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া বহু তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছ, অতএব তুমি নিশ্চয়ই জান যে, কোন রমণীকে যে বিবাহ করে, সে তাহার কন্যাবস্থায় জাত পুত্রের শাস্ত্রোক্ত পিতা হয়। তুমি স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছ। তুমি কুন্তীর বিবাহের পূর্ব্বপ্রসূত সূর্য্যদত্ত পুত্র, সুতরাং মহাত্মা পাণ্ডুই তোমার পিতা, তুমিই প্রকৃতপক্ষে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব; অতএব অদ্য আমার সহিত গমন কর, পাণ্ডবগণকে এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করা যাক্। তাঁহারা তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিলে সমস্ত আধিপত্য তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। অতএব হে মহাবাহো! অদ্যই আমার সহিত আইস, ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত হইয়া রাজ্য-শাসনপূর্ব্বক কুন্তীর আনন্দবর্দ্ধন কর।

কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন—

হে বৃষ্ণিপ্রবীর বাসুদেব! আমি অবগত আছি যে, কুন্তীর কন্যাবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় আমি শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুপুত্ররূপেই গণ্য। কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমি জন্মিবামাত্র আমার কিছুমাত্র কুশল চিন্তা না করিয়া কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সূতজাতীয় অধিরথ দয়া-

পরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার পত্নী রাধার নিকট পালনার্থে সমর্পণ করিলেন। হে কৃষ্ণ! স্নেহবশত তৎক্ষণাৎ আমার মাতৃরূপিণী রাধার স্তনযুগলে ক্ষীর সঞ্চার হইয়াছিল। তদবধি উভয়ে আমাকে পুত্রনির্বিশেষে লালন করিলেন। যৌবন প্রাপ্ত হইলে আমি সূতজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিলাম এবং তাঁহা হইতে আমার পুত্র পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের উপরই আমার সমস্ত প্রণয় আবদ্ধ হইয়াছে, অপরিমেয় ধনরত্ন বা অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেও আমার ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ হয় না। তাহা ছাড়া, হে বাসুদেব! আমি এতকাল দুর্য্যোধনের প্রদত্ত রাজ্য অকণ্টকে ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমাকে তিনি সর্ব্বদাই প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমার উপর নির্ভর করিয়াই পাণ্ডবদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে লোভ বা ভয়ে বিচলিত হইয়া আমি তাঁহার প্রতি মিথ্যাচরণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারিব না। তদ্ব্যতীত, যদি এই যুদ্ধে আমি সব্যসাচীর সম্মুখীন না হই, তবে আমাদের উভয়েরই ভূয়সী অকীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। হে যাদব নন্দন! তুমি আমার হিতার্থে এই সকল প্রস্তাব করিয়াছ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অনুরোধ এই যে, তুমি আমার জন্মবৃত্তান্ত পাণ্ডবদের নিকট প্রকাশ না কর। হে অরিন্দম! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন। সে রাজ্য আমি প্রাপ্ত হইলে দুর্য্যোধনকে না প্রদান করিয়া

থাকিতে পারিব না। কিন্তু এরূপে দুর্য্যোধনের রাজ্যপ্রাপ্তি উচিত হইবে না; অতএব যুধিষ্ঠিরই চিরকাল রাজ্যশাসন করুন।

কর্ণের কথা শেষ হইলে বাসুদেব মৃদুহাস্য-সহকারে কহিলেন—

হে কর্ণ! আমি তোমাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিলাম, তাহা তোমার গ্রহণের অভিলাষ হইল না, অতএব আর যুদ্ধ বিনা গতি নাই। তুমি এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভীষ্ম দ্রোণাদিকে বলিও যে, বর্ত্তমান মাস সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধের উপযোগী। খাদ্যদ্রব্য ও কাষ্ঠাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জল সুরস ও পথ কর্দ্দমশূন্য। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে, ঐ তিথি যুদ্ধারম্ভের পক্ষে উপযুক্ত। তোমরা সকলেই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তিমশয্যা প্রার্থনা করিতেছ, তখন তাহাই হইবে। দুর্য্যোধনের অনুগত রাজগণ সমরক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিবেন।

কর্ণ কহিলেন—হে কৃষ্ণ! আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি। সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় তোমার দর্শন পাইব এবং পরে হয় এই ক্ষত্রান্তকারী মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, নতুবা স্বর্গে, যথাকালে তোমার সহিত পুনরায় মিলিত হইব।

এই বলিয়া কর্ণ কেশবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিষণ্নমনে স্বীয় রথারোহণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন। কৃষ্ণ শান্তির নিমিত্ত শেষচেষ্টায়ও অকৃতকার্য্য হইয়া সারথিকে

রথ-চালনার আদেশ প্রদান করিলে রথ উপপ্লব্য অভিমুখে প্রধাবিত হইল।

কুরু-সভা ভঙ্গ হইলে শান্তির আশা সম্পূর্ণ পরাহত জানিয়া বিদুর অতিশয় চিন্তাকুলিত চিত্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কুন্তীর ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট মনোবেদনা নিবেদন করিতে লাগিলেন—

হে কুন্তি! তুমি ত জান, আমি যুদ্ধের কি পর্য্যন্ত বিরোধী ছিলাম, আমি কায়মনোবাক্যে শান্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ সহায়সম্পন্ন হইয়াও দীনের ন্যায় সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, তথাপি দুর্য্যোধনের তাহাতে অভিরুচি হইল না। যে ঘোরযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ফল যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমি দিবানিশি নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইতেছি।

মনস্বিনী কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি কর্ণকে দুর্য্যোধনের প্রধান নির্ভর স্থল জানিয়া জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাণ্ডবদের প্রতি প্রসন্ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কর্ণ পুত্র হইয়া কি নিমিত্ত তাঁহার হিতকর বাক্য উপেক্ষা করিবে?—এই কল্পনায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে ভাগীরথী-তীরে গমন করিলেন।

তথায় দেখিলেন স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজা

কর্ণ পূর্ব্বমুখে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পৃথা কর্ণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত কর্ণ পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিয়া পরিশেষে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাভিমুখে আবৃত্তিত হইবামাত্র কুন্তী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন—

ভদ্রে! অধিরথ ও রাধার পুত্র আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে।

কুন্তী কহিলেন—বৎস! তুমি অধিরথ বা রাধার পুত্র নহ; সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমারই সূর্য্য-দত্ত পুত্র, কন্যাবস্থায় আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তুমি শাস্ত্রানুসারে মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র হইয়া মোহবশত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ না করিয়া দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি ভাল হইতেছে? তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং আমার পুত্রগণের অগ্রজ, অতএব তোমার সূতপুত্র-সংজ্ঞা তিরোহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

কুন্তীর বাক্যাবসানে কর্ণ কহিলেন—

হে ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, উহাতে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। আপনার কর্ম্মদোষেই আমি সূতজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছি, আপনি জন্মমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ক্ষত্রিয়জন্ম বৃথা করিয়াছেন,

কোন্ শত্রু ইহা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিতে পারিত? ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ আমার সর্ব্বপ্রকার সৎকার করিয়া আসিতেছেন, আপনার অনুরোধে তাঁহাদের প্রতি কি প্রকারে কৃতঘ্ন হইব? অতএব দুর্য্যোধনের হিতার্থে আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহা অনিবার্য্য। তবে, হে পুত্রবৎসলে! আপনার প্রীতির নিমিত্ত আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনার এই চারিপুত্রের সহিত আমার কোন বৈর নাই, ইহাদিগকে আমি সংহার করিব না। সুতরাং আপনার পঞ্চ-পুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না—হয় অর্জ্জুন নয় আমি জীবিত থাকিব।

কুন্তী কর্ণের যথার্থ কথাসকল শ্রবণে দুঃখে কম্পিত হইলেন, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

তুমি যে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে অভয় প্রদান করিলে ইহা যেন যুদ্ধকালে তোমার স্মরণ থাকে।

অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

## ১০

শান্তির চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে অকৃতকার্য্য হইয়া কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে অনুষ্ঠিত সমস্ত বৃত্তান্ত পাণ্ডব সন্নিধানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! কুরু সভামধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল সকলই ব্যক্ত করিলাম। ফলত বিনাযুদ্ধে কৌরবগণ তোমাদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন না। অতএব যুদ্ধ ব্যতীত আমি অন্য গতি দেখিতে পাই না।

এই বলিয়া বাসুদেব বিশ্রামার্থে স্বীয় আবাস ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর রাত্রিযোগে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে একান্তে আহ্বানপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের বাক্যানুসারে ধৃষ্টদ্যুম্নই সপ্ত অক্ষৌহিণীর সেনাধ্যক্ষগণের নেতারূপে নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর সকলকে কার্য্যারম্ভের নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র দেখিয়া যুধিষ্ঠির যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র সকলে বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তির বৃংহিতে, রথের ঘর্ঘরে ও ইতস্তত প্রধাবমান যোদ্ধাগণের—যোজনা কর! সজ্জা কর!—প্রভৃতি চীৎকারে সেই বিপুল সৈন্য-সমাগম ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় শব্দিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র তুমুল শঙ্খ-দুন্দুভি ধ্বনি সৈন্যগণের আনন্দের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর আয়োজনাদি কার্য্যে সে-রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে সকলে প্রস্তুত হইয়া কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণ সেনামুখে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যান বাহন অস্ত্রশস্ত্র কোষ শিল্পী ও চিকিৎসক প্রভৃতি একত্রিত করিয়া মধ্যস্থানে

রহিলেন। অন্যান্য বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন এবং বাসুদেব তাঁহাদের ভীষণরব শঙ্খদ্বয় বাদন করিলে যোদ্ধাগণ অতিশয় উৎসাহিত হইয়া প্রত্যেকে স্ব স্ব শঙ্খে ঘোরতর নিনাদ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির পরিভ্রমণপূর্ব্বক শ্মশান, দেবালয়, আশ্রমাদি স্থানসকল পরিহার করিয়া পবিত্র সলিলযুক্ত হিরণ্বতী নামক স্রোতস্বতী-সেবিত তৃণ-ইন্ধন-সম্পন্ন এক সমতল ভূমি সেনানিবেশের নিমিত্ত নির্ব্বাচন করিলেন।

তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে গতক্লম হইয়া তিনি মহীপালসকল-সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিক্ পর্য্যটন ও শিবিরাদি সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলে কৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করাইয়া তথায় অদৃশ্যভাবে রক্ষক সৈন্যদল সংস্থাপন করিলেন। প্রথমে পাণ্ডবগণের শিবির প্রস্তুত হইলে অন্যান্য নৃপতিগণ পরে নিজ নিজ শিবির যথা-স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন।

প্রত্যেক শিবিরে অস্ত্রশিল্পী ও সুচিকিৎসক-সকল নিযুক্ত হইল। এবং ধর্ম্মরাজের আদেশক্রমে তন্মধ্যে প্রভূত পরিমাণে শরাসন, জ্যা, বর্ম্ম ও সকলপ্রকার শস্ত্রসমূহ, তদ্ব্যতীত তৃণ তুষ, অঙ্গার, মধু, ঘৃত, উদক এবং বিবিধপ্রকারের ক্ষতনিবারণী ঔষধ রক্ষিত হইল। পাণ্ডবগণ এইরূপে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সে রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং সেনানিবেশে উপস্থিত হইয়া একাদশ অক্ষৌহিণী পরিদর্শন ও বিভক্ত করিলেন। হস্তী অশ্ব রথাদির মধ্যে উত্তম মধ্যম ও অধম নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সেই অনুসারে তাহাদিগকে অগ্রে মধ্যে ও পশ্চাতে সন্নিবেশিত করিলেন। এবং সর্ব্বপ্রকার সাংগ্রামিক যন্ত্র যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও আবশ্যকীয় ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া তাহা সৈন্যগণের সহিত প্রেরণ করিলেন।

কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লিক এই একাদশ মহারথী সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। দুর্য্যোধন ইহাদিগকে বিধিবৎ অর্চ্চনাপূর্ব্বক অতিশয় পরিতুষ্ট ও স্বপক্ষে দৃঢ়বদ্ধ করিলেন।

অনন্তর উদ্যোগ কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন সেনাধ্যক্ষগণকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন—

হে পুরুষপ্রবীর! আমাদের সৈন্যগণ সংগ্রামার্থে প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত সেনাপতি অভাবে ছিন্নভিন্ন রহিয়াছে। আপনি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান-পরতন্ত্র ও শত্রুগণের অবধ্য অতএব আপনি আমাদের সেনাপতি পদ গ্রহণ করুন। আপনার বলবীর্য্যে সুরক্ষিত হইয়া আমরা দেবগণেরও অজেয় হইব।

ভীষ্ম কহিলেন—হে মহাবাহো! আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি, কিন্তু তোমাদের ন্যায় পাণ্ডবগণও

আমার প্রিয়পাত্র। তোমাদের আশ্রয়ে আছি অতএব তোমার পক্ষ অবলম্বন করিলাম, কিন্তু এই একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সুযোগ উপস্থিত হইলেও কদাচ পাণ্ডবগণকে সংহার করিব না। তবে তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি প্রতিদিন সামর্থ্য অনুসারে সহস্র সহস্র সৈন্য বিনাশ করিব। আর এক কথা, আমি সেনাপতি হইলে কর্ণ সম্ভবত যুদ্ধে যোগদান করিবেন না, অতএব বিবেচনা করিয়া আমাকে নিয়োগ কর।

তখন কর্ণ কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, পিতামহ জীবিত থাকিতে আমি অস্ত্র ধারণ করিব না, অতএব উনিই সেনাপতি হইয়া অগ্রে যুদ্ধ করুন। উনি বিনষ্ট হইলে আমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব।

তখন সকলে বিধিপূর্ব্বক ভীষ্মকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের বিপুল সৈন্যবল মহামতি ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে এরূপ যুদ্ধধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল যে রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিবে। অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অথবা বিহ্বল ব্যক্তির প্রতি আঘাত করা হইবে না এবং কোন ক্রমেই ছল প্রয়োগ করা হইবে না।

অনন্তর দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে কৌরবপক্ষীয় ভূপতিগণ রাত্রি অবসান না হইতেই স্নানান্তে মাল্য ও শুভ্র-বসন পরিধান, শস্ত্র ও ধ্বজ গ্রহণ, স্বস্তিবাচনও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পরস্পর-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একাগ্রচিত্তে রণক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ-যোজন-বিস্তৃত মণ্ডলাকার যুদ্ধক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে কৌরব ও পাণ্ডব সেনানিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কৌরব সৈন্যগণ এই ক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া তথায় সৈন্যসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে যুধিষ্ঠিরও তাঁহার সেনানায়কগণকে অনুরূপ আদেশ প্রদান করিলে তাঁহারা বিচিত্র বর্ম্ম কবচাদি ধারণ-পূর্ব্বক শিল্পী প্রভৃতিকে শিবিরে রাখিয়া সৈন্য ও রথ গজ অশ্বাদি লইয়া ক্ষেত্রের পূর্ব্ববিভাগে চলিলেন, কিন্তু অবশেষে যেরূপ সৈন্য বিভাগ করিবেন, এক্ষণে বিপক্ষদের ভ্রম উৎপাদনের অভিপ্রায়ে অন্যরূপ ক্রমানুসারে চলিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে বিশৃঙ্খলা নিবারণ জন্য রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রত্যেক বিভাগের অভিজ্ঞান চিহ্নবিশেষ, ভাষাবিশেষ ও সংজ্ঞাবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র দৃষ্ট হইবামাত্র কৌরবগণ সত্বর ব্যূহিত হইতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম প্রথমত সেনাধ্যক্ষ-দিগকে একত্র করিয়া কহিলেন—

হে ক্ষত্রিয়গণ! ব্যাধিদ্বারা গৃহে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রদ্বারা মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়।

সংগ্রামই স্বর্গগমনের অনাবৃত দ্বার; অতএব এক্ষণে সেই দ্বার অবলম্বনপূর্ব্বক অভিলষিত লোকসকল লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

অনন্তর কর্ণ ব্যতীত কৃষ্ণাজিনধারী সৈন্যাধ্যক্ষ-সকল দুর্য্যোধনের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে এক এক অক্ষৌহিণী সেনা পরিগ্রহ করিলেন। সেনাপতি ভীষ্ম শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত কবচ ও শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া অবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী লইয়া সকলের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এরূপ অগণ্য সৈন্যদল ইতিপূর্ব্বে একস্থানে কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই।

অনন্তর দুই পক্ষের ব্যূহিত সৈন্যমণ্ডলী হইতে বীরগণের সিংহনাদ ও যানবাহনাদির শব্দে দশদিক্ আকুলিত হইয়া উঠিল এবং দুই পক্ষের সৈন্যজালের গতিজন্য-সমুত্থিত ধূলি-পটলে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া কিয়ৎ-কাল আর কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না।

দুই দল সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে স্থির হইলে ধূলিজাল অপসারিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রতিভাত হইল। নবোদিত সূর্য্যকিরণে হিরণ্য ভূষিত হস্তী ও রথসকল চপলাবিলাসিত জলদজালের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। বীরগণ বিচিত্র প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন।

শরাসন খড়্গ গদা শক্তি ও অন্যান্য-প্রহরণ-সমুদায়-শোভিত উভয় সৈন্যদল উন্মত্ত মকরাবর্ত্তযুক্ত যুগান্তকালীন সমবেত

সাগর-দ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কাঞ্চনময় অঙ্গদ-শোভিত জ্বলিতানলসদৃশ বহুবিধ ধ্বজসকল ইন্দ্রকেতুর ন্যায় প্রতিভাত হইল। অন্যান্য ধ্বজচিহ্নের মধ্যে ভীষ্মের পঞ্চ-তারা-মণ্ডিত তালকেতু, অর্জ্জুনের ভীষণ কপিধ্বজ, যুধিষ্ঠিরের তারাখচিত সুবর্ণময় চন্দ্র, দুর্য্যোধনের মণিময় নাগচিহ্ন, ভীমসেনের সুবর্ণ সিংহধ্বজ, আচার্য্য দ্রোণের কমণ্ডলু ভূষিত কেতু এবং অভিমন্যুর মণি-কাঞ্চনময় ময়ূর সর্ব্বোপরি জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে প্রতিব্যূহিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন—

হে আচার্য্য! ঐ দেখুন শত্রুগণ ভীমসেন-পরিরক্ষিত ব্যূহ রচনা করিয়া আমাদের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবদের সৈন্যসংখ্যা পরিমিত, আমাদের বল অপরিমিত, অসংখ্য যোদ্ধা আমাদের হিতার্থে প্রাণদানে প্রস্তুত রহিয়াছে; অতএব শঙ্কার কোন কারণ নাই। সেনানায়কগণ প্রত্যেক ব্যূহদ্বারে অবস্থান করুন এবং আপনি স্বয়ং ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

তখন মহামতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধনার্থে সিংহনাদ-সহকারে প্রচণ্ড-শব্দ শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক সেনানায়ক স্ব স্ব বিভাগ হইতে শঙ্খধ্বনিদ্বারা যুদ্ধার্থে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তদুত্তরে অপর পক্ষ হইতে অর্জ্জুন দেবদত্ত-নামক ও কৃষ্ণ স্বীয় পাঞ্চজন্য-নামক অতি ভীষণ-রব শঙ্খদ্বয় ধ্বনিত করিয়া

কৌরবগণকে ত্রাসিত ও স্বপক্ষকে উদ্বোধিত করিলেন, তখন পাণ্ডব-সেনাধ্যক্ষগণ স্ব স্ব শঙ্খবাদনদ্বারা ব্যূহ রচনা ও যুদ্ধায়োজনের সম্পূর্ণতা জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত মণিখচিত রথারূঢ় পাণ্ডব-সেনাপতি অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে বাসুদেব! উভয়সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর, যাহাতে কোন্ পক্ষের কোন্ যোদ্ধা কাহার সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত, তাহা স্থির করিয়া যুদ্ধকার্য্য উপযুক্তরূপে আরম্ভ করিতে পারি।

তখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অভিলষিত স্থানে রথ উপনীত করিয়া কহিলেন—

হে পার্থ! ঐ ভীষ্ম দ্রোণাদি যোদ্ধা ও সমগ্র কৌরব-বীরগণ সমবেত আছেন, অবলোকন কর।

ধনঞ্জয় উভয় দলের মধ্যে তাঁহার পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা পুত্র শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া কারুণ্য-রস-বশংবদ ও বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন—

হে মধুসূদন! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন ও চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে, গাণ্ডীব আমার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। যাহাদের নিমিত্ত লোকে রাজ্য কামনা করিয়া থাকে, সেই আত্মীয় ও পরম দয়িত ব্যক্তি সকলকে বিনাশ করিয়া আমরা রাজ্যলাভ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবীর কথা দূরে থাক্, ত্রৈলোক্য লাভার্থেও আমি ইহা-

দিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। ইঁহারা লোভে অন্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু হায়! আমরা সমস্ত বুঝিয়াও এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছি। আমাকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ইঁহারা বিনাশ করে সেও ভাল, কিন্তু আমি যুদ্ধ করিব না।

এই বলিয়া ধনঞ্জয় ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুল-চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন বাসুদেব কৃপাভি-ভূত বিষণ্ণ-বদন পার্থকে কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! এই বিষম সময়ে তোমার কি নিমিত্ত এই অনার্য্যজনোচিত মোহ উপস্থিত হইল? ইহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই। হে পরন্তপ! এই তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করা আমার শতগুণে শ্রেয় বোধ হইতেছে। ইঁহারা বিনষ্ট হইলে আমরা জীবন-ধারণেই কোন সুখ পাইব না, তবে রাজ্য লইয়া কি করিব? হে সখে! আমি কাতরতা-বশত ধর্ম্মান্ধ হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

তখন কৃষ্ণ সস্মিত বচনে অর্জ্জুনকে কহিলেন—

ভ্রাতঃ! যে সকল যুক্তির দ্বারা তুমি আত্মপীড়ন করি-তেছ তাহা প্রথম দৃষ্টিতে সুসম্বন্ধ বটে, কিন্তু তুমি ধীরভাবে বিবেচনা করিলে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ক্ষুদ্র

মানব সুখ-দুঃখের উপর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ভর করে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধি অনুসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে সংশয়-শূন্য ও স্থির-সঙ্কল্প হইয়া কোন কার্য্যই করা যায় না। সেই নিমিত্ত ফলাফল ও স্বীয় সুখ-দুঃখ নগণ্য করিয়া স্বশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! তুমি হৃদয় দৃঢ় করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তোমাকে কিছুমাত্র পাপস্পর্শ করিবে না। হে পার্থ! যে চিরন্তন ঘটনা-পরম্পরার ফলে এই সুমহৎ কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রভুতা বা দায়িত্ব নাই; অতএব হে স্বজন-বৎসল! তুমি এই সান্ত্বনা লাভ কর যে, তুমি কাহারও মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ হইতে পার না। কার্য্য-কারণ-প্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্ম্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল লাভ হইবে।

কৃষ্ণের এই উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনের করুণাজনিত মোহ অপসৃত হইল এবং তিনি স্বীয় কুলধর্ম্ম স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহান্ধকার নিরাকৃত হইল। তুমি আমাকে যুদ্ধানুষ্ঠান করিবার যে উপদেশ প্রদান করিলে আমি অবশ্যই তাহা সাধ্যানুসারে পালন করিব।

অনন্তর অর্জ্জুন পুনরায় গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

উভয় পক্ষের বিপুল সৈন্যমণ্ডলীর যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে সর্ব্ব-বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব স্বীয় দুর্নীতির পরিণাম-চিন্তায় শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিলেন—

হে রাজন্! কালের পর্য্যায় বোধগম্য করিয়া তুমি সংগ্রামার্থ পরস্পর সম্মুখীন পুত্রগণের নিমিত্ত শোকে চিত্তা-র্পণ করিও না। হে পুত্র! যদি সংগ্রামস্থলে ইহাদিগকে তোমার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে ব্রহ্মর্ষি-সত্তম! জ্ঞাতিবধ সন্দর্শনে আমি অভিলাষ করি না, কিন্তু আপনার অনুগ্রহে যুদ্ধের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সঞ্জয়কে বরপ্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—

এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবে। সংগ্রামের কোন ঘটনাই ইহার অগোচর থাকিবে না; প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, দিবায় বা নিশায় যাহা কিছু ঘটিবে, সঞ্জয় সমস্তই অবগত থাকিবে। শস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিবে না এবং পরিশ্রম ক্লান্ত করিতে পারিবে না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই কুরুপাণ্ডবগণের কীর্ত্তি চিরবিখ্যাত করিয়া দিব।

মহাত্মা ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ সান্ত্বনা দান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্যাস-দত্ত বরপ্রভাবে সঞ্জয় প্রত্যহ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণপূর্ব্বক প্রতিদিনের যুদ্ধাবসানের পর সমুদায় বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া কীর্ত্তন করিতেন।

১৫

উভয় পক্ষের যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ হইয়া যখন সেনাপতিগণ সৈন্যদিগকে যুদ্ধারম্ভের আদেশ প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন সহসা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রিপুসৈন্যাভিমুখে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই অদ্ভুত আচরণে উদ্বিগ্ন হইয়া পাণ্ডবগণ স্বস্ব রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণও অর্জ্জুনের সঙ্গে চলিলেন এবং অন্যান্য অনেক রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি কি নিমিত্ত পাদচারে শত্রুদলমধ্যে গমন করিতেছ?

ভীমসেন কহিলেন—সৈন্যগণ সকলেই সুসজ্জিত হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে এ সময়ে তুমি অস্ত্রনিক্ষেপপূর্ব্বক কোথায় প্রস্থান করিতেছ?

নকুল-সহদেব কহিলেন—মহারাজ! তুমি জ্যেষ্ঠ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ ইহাতে আমরা একান্ত ব্যথিত হইতেছি; অতএব ইহার অর্থ কি আমাদের নিকট প্রকাশ কর।

কিন্তু যুধিষ্ঠির কাহাকেও কোন উত্তর প্রদান না করিয়া একমনে ভীষ্মের রথাভিমুখে চলিলেন। তখন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়া উঠিলেন—

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা চিন্তিত হইও না, আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি, গুরুজনদের অনুমতি না লইয়া তাঁহার যুদ্ধারম্ভের প্রবৃত্তি হইতেছে না।

এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকনে কৌরবদলের মধ্যে নানারূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল—

এই ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্ক যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ভীত হইয়া শরণ গ্রহণার্থে ভীষ্মের সমীপে আগমন করিতেছে। আহা! মহাবীর ভ্রাতৃগণকে লজ্জা দিয়া কাপুরুষ যুধিষ্ঠির কি প্রকারে এরূপ দুষ্কার্য্য করিতেছে।

এই ভাবের কথা কুরুসেনামধ্যে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হওয়ায় সৈন্যগণ পাণ্ডবদিগকে ধিক্কার প্রদান ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে প্রশংসা করিয়া মহাহর্ষে পতাকা বিকম্পিত করিতে লাগিল।

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি কি বলেন, ভীষ্মই বা কি উত্তর করেন, শুনিবার জন্য সকলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই আয়ুধসঙ্কুল শত্রুদলমধ্যে ভ্রাতৃগণসহ প্রবেশপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ

প্রস্তুত কুরুপিতামহের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন—

হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, এক্ষণে যুদ্ধার্থে অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের এই শিষ্টতায় পরম প্রীত হইয়া কহিলেন—

হে রাজন্! তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি দুঃখিত হইতাম, কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—যুদ্ধে জয়লাভ কর।

তখন যুধিষ্ঠির পিতামহকে অভিবাদনপূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন—হে সৌম্য! তুমি গুরুর অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধারম্ভ করিলে আমি নিশ্চয়ই রুষ্ট হইয়া তোমার পরাজয় কামনা করিতাম, কিন্তু তুমি যখন আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন আমি প্রীতমনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার জয় হোক। আমি অর্থদ্বারা তোমার বিপক্ষে আবদ্ধ আছি; অতএব অতি দীনের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি, তোমার পক্ষাবলম্বন ব্যতীত আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।

তখন যুধিষ্ঠির যাচ্ঞা করিলেন—

হে গুরো! আপনি কৌরবপক্ষে সংগ্রাম করুন, কিন্তু আমার হিতার্থে মন্ত্রণা-দান করুন।

তদুত্তরে দ্রোণ কহিলেন—

হে রাজন্! মহাত্মা বাসুদেব তোমার মন্ত্রী থাকিতে আমি আর কি উপদেশ প্রদান করিব? হে ধর্ম্মরাজ! তোমার পক্ষে যখন ধর্ম্ম আছে, তখন অবশ্যই তোমার জয় হইবে, সে বিষয়ে শঙ্কা করিও না? তবে আমি যতক্ষণ রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব, ততক্ষণ তোমার জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, অতএব ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে শীঘ্র আমাকে সংহার করিতে যত্নবান্ হইও।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণার্থে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

হে আর্য্য! আজ্ঞা করুন—আমি শত্রুগণকে পরাজয় করি।

কৃপ আশীর্ব্বাদ-সহকারে কহিলেন—

মহারাজ! আমি তোমাদের অবধ্য, কিন্তু তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, আমাকে বধ না করিলেও তোমাদের জয়লাভের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অনন্তর কৌরবসৈন্য হইতে বহির্গত হইবার সময়ে যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—

যদি এই পক্ষের মধ্যে কেহ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী থাকেন, তবে তিনি আমার নিকট আগমন করুন, আমি তাঁহাকে বরণ করিব।

তখন ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা-গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—ভ্রাতঃ! আইস, সকলে একত্র হইয়া তোমার মূঢ় ভ্রাতৃগণের সহিত সংগ্রাম করি। আমি প্রীতি-সহকারে তোমাকে স্বপক্ষে বরণ করিলাম। স্পষ্টই বোধ হইতেছে—তুমি একাকী ধৃতরাষ্ট্রের অবলম্বনস্বরূপ থাকিয়া তাঁহার বংশরক্ষা করিবে।

যুধিষ্ঠির মান্যব্যক্তিগণের সম্মান রক্ষা করিলেন দেখিয়া চতুর্দ্দিকস্থিত ভূপতিগণ পাণ্ডবদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং শত শত দুন্দুভি ও ভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ মহা আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় রথারোহণ ও অস্ত্রধারণ করিলে পাণ্ডু-পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজগণ স্ব স্ব স্থান অধিকারপূর্ব্বক ব্যূহ পূর্ণ করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দুঃশাসন ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন; তদ্দৃষ্টে পাণ্ডব-ব্যূহমুখ-রক্ষক ভীমসেন উন্মত্ত বলদের ন্যায় প্রচণ্ডরবে গর্জ্জন করিতে করিতে স্বীয় বিভাগ লইয়া শত্রুগণের উপর নিপতিত হইলেন। তখন সেই সাগরোপম বাহিনীদ্বয় পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে তুমুল নিনাদে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল।

মহারথসকল ক্রুদ্ধ হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পরের

সম্মুখবর্ত্তী হইলে ক্ষণকাল উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল যেন চিত্রপটস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমুত্থিত ধূলিপটলে ভাস্করের প্রভা বিলুপ্তপ্রায় হইলে আর কিছুই স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর রহিল না। অর্জ্জুনের ভীষ্মের সহিত, ভীমসেনের দুর্য্যোধনের সহিত, যুধিষ্ঠিরের মদ্ররাজের সহিত, বিরাটের ভগদত্তের সহিত, সাত্যকির কৃতবর্ম্মার সহিত এবং এইরূপে একপক্ষের প্রত্যেক বীরগণের অপরপক্ষের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কিয়ৎকাল সমভাবে ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে সক্ষম না হওয়ায় উভয়পক্ষেরই ব্যূহরচনা অক্ষুণ্ণ রহিল। সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খের গভীর নিস্বন, বীরগণের সিংহনাদ শরাসন-জ্যার ভীষণ ধ্বনি, আয়ুধসমুদায়ের ঝঞ্ঝনা, ধাবমান গজের ঘণ্টানিনাদ ও বজ্রতুল্য রথনির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত রহিল।

পূর্ব্বাহ্ণ এইভাবেই কাটিয়া গেল। উভয়পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইলেও কোন পক্ষই কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারিল না। এরূপ তুল্য-যোদ্ধৃ-সমাগমকে অনর্থক বলক্ষয়-কর বিবেচনা করিয়া অপরাহ্ণের পূর্ব্বভাগে কৌরবসেনাপতি ভীষ্ম অন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মাপ্রভৃতি বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি পাণ্ডবব্যূহের এক অরক্ষিত স্থান লক্ষ্য করিয়া সহসা সেই দিকে প্রধাবিত এবং অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ব্যূহ ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন।

একাকী বালক অভিমন্যু ব্যতীত নিকটে সৈন্যরক্ষক আর কেহ ছিল না। অর্জ্জুনের তুল্যতেজা পুত্র সৈন্যগণের সমূহ বিপদ এবং ব্যূহ বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া অকুতোভয়ে ভীষ্মপ্রভৃতি মহারথগণকে নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমত কৃতবর্ম্মা ও শল্যকে বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদায় মধ্যপথেই নিবারণপূর্ব্বক নিশিত ভল্লের দ্বারা কৃপের সুবর্ণমণ্ডিত শরাসন ছেদন করিলেন।

তখন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর রথধ্বজ ছেদন, তাঁহার সারথিকে আহত ও তাঁহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনতনয় কিছুতেই কম্পিত হইলেন না। তিনি দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়াও সকলকে একাকী নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং শরবৃষ্টিদ্বারা প্রতিপক্ষকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ভীষ্মকে শরনিকরে নিপীড়িত করায় দ্বিতীয় গাণ্ডীবধন্বার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন।

অনন্তর সুযোগ বুঝিয়া লঘুহস্ত অভিমন্যু ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। কৌরব-সেনাপতির সেই মহোচ্চ রজতময় মণিভূষিত তালধ্বজ ছিন্ন হইয়া ভূতল-পাতিত হইলে কৌরব-গণের মধ্য হইতে হাহাকার ও পাণ্ডবসৈন্য হইতে সাধুধ্বনি উত্থিত হইল। ইত্যবসরে ভীমসেনাদি পাণ্ডবপক্ষীয় দশজন মহারথ তথায় সমাগত হইয়া ভীষ্মের আক্রমণ বিফল করিলেন।

ইঁহাদের মধ্য হইতে গজারূঢ় বিরাটতনয় উত্তর

মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। উত্তরের মহাগজ শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের রথের যুগকাষ্ঠ আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে পদাঘাতে বিনষ্ট করিল। তখন ভীষণ-যোদ্ধা শল্য সেই বাহনবিহীন রথেই অবস্থান করিয়া এক লৌহময় শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরের গাত্রে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি উত্তরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে প্রবিষ্ট হইলে বিরাটতনয় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিয়া গজস্কন্ধ হইতে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন মদ্ররাজ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই হস্তীকে বিনষ্ট করিয়া কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন।

প্রিয়সম্বন্ধযুক্ত বিরাটতনয়ের এই শোচনীয় মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ণ হইলেন। সেই সুযোগে কৌরবগণ বহুসংখ্য পাণ্ডবযোদ্ধা বিনষ্ট করিতে লাগিলে তাহাতে পাণ্ডবসেনামধ্য হইতে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল।

এই অবস্থায় মরীচিমালী অস্তগমনোন্মুখ হইল। তখন পাণ্ডবসেনাপতি অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিতান্ত পরাক্রান্ত দেখিয়া সৈন্যগণকে অবহারার্থে আদেশ করিলেন। এইরূপে ভীষণ যুদ্ধের প্রথম দিবস অবসান হইল।

অনন্তর প্রভাত হইলে দৃঢ়ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্যের অগ্রভাগে সেনাপতি অর্জ্জুনের ভীষণ কপিধ্বজ লক্ষিত হইল। সেনাধ্যক্ষগণ ব্যূহের দুই পক্ষে অবস্থান করিলেন এবং মধ্যে ও পশ্চাতে অগণ্য মহারথসকল সজ্জিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে

পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় বারণগণ ব্যূহদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে ধর্ম্মরাজের শ্বেতচ্ছত্র সর্ব্বোপরি শোভা পাইল, তথায় তিনি যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিবার জন্য স্থিরচিত্তে সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন সেই অভেদ্য ক্রৌঞ্চাবরণ নামক পাণ্ডব-ব্যূহ অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যপ্রমুখ সেনানায়কগণকে কহিতে লাগিলেন—

হে বীরগণ! তোমরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ ও নানাশাস্ত্রবেত্তা। তোমরা একত্র হইয়া দূরে থাক—তোমরা প্রত্যেকে পাণ্ডব-পরাজয়ে সমর্থ। আমাদের সৈন্যদলও অপর্য্যাপ্ত; অতএব বহুসংখ্যক মহারথ ও সেনা কেবলমাত্র ভীষ্মের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করা বিধেয়।

এইরূপ যুক্তি স্থির হইলে ভীষ্ম তদনুসারে ব্যূহ রচনা করিলেন।

অনন্তর মহাশঙ্খধ্বনিদ্বারা উভয়পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণ স্ব স্ব বিভাগকে উত্তেজিত করিলে পুনরায় বীরসমুদায় তুমুল নিনাদে পরস্পরের সহিত অতি ঘোর যুদ্ধে সঙ্ঘটিত হইলেন।

ক্রমে ভীষ্ম পূর্ব্ববৎ পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে বাসুদেব! সত্বর পিতামহের সমক্ষে গমন কর। মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিতসাধনে একান্ত তৎপর, উঁহাকে নিবারণ না করিলে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে, অতএব অদ্য উঁহার সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিব।

কৃষ্ণ সেই বাক্য অনুসারে রথ চালনা করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীষ্মের রথাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর দুই তেজের সংস্পর্শনবৎ এই দুই মহাবীরের সংঘটনে অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইল। চতুর্দ্দিকে সৈন্যমধ্যে এরূপ স্তুতিবাক্য শ্রুত হইতে লাগিল—

অহো! কি আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইতেছে। এরূপ সমর আর কখনও হয় নাই। মহাবীর পার্থ ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিতেছেন না এবং দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়ের ভীষ্মকর্ত্তৃক পরাস্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ সংগ্রাম আর কখনও হইবে না!

শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরগণ এই তুমুল যুদ্ধ উপলক্ষে একস্থানে আবদ্ধ থাকায় মহাবল ভীমসেন সেই অবসর অবলম্বন করিয়া কৌবর-সেনামধ্যে মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিলেন। করীগণ তাঁহার ভীষণ খড়্গাঘাতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ তাঁহার শরে মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া দলে দলে ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। বৃকোদর বিচিত্রগতি প্রদর্শন করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক রথিগণকে পাতিত, এবং কাহাকে পদাঘাতে নিহত, কাহাকে বা আকর্ষণপূর্ব্বক প্রোথিত করিতে লাগিলেন। সেই ভীম মূর্ত্তি দর্শনে সকলে পলায়নপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট আশ্রয় লাভার্থে ধাবমান হইল।

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ভীমসেনকে নিবারণ

করিতে আসিলে তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমত কলিঙ্গ-দেশাধিপতি ও তাঁহার রক্ষকগণকে এবং তৎপরে বহুসংখ্যক কলিঙ্গসেনাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ফলত তথায় রুধিরময়ী নদী প্রবাহিত হইল এবং সৈন্যগণ সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভীমসেনের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া মহা হাহাকারধ্বনি করিতে লাগিল।

সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম নিকটবর্ত্তী সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া স্বয়ং ভীমসেনকে নিবারণ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন এবং ভীম-রক্ষক পাণ্ডবগণকে শরাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার অশ্ব বিনষ্ট করিলেন।

তখন মহাবীর সাত্যকি সহসা অগ্রসর হইয়া ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলে ভীমসেন সেই অবসরে শক্তি গদা ও বহুবিধ অস্ত্র প্রক্ষেপ করিতে করিতে সাত্যকির রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ভীষ্মের অশ্বগণ সারথি অভাবে তাঁহাকে লইয়া মহাবেগে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

ভীষ্মের অনুপস্থিতির সুযোগ অবলম্বন করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ও তাঁহার সমতেজা পুত্র অভিমন্যু পূর্ণ বিক্রম বিকাশ-পূর্ব্বক শত্রুগণের উপর নিপতিত হইলেন। অভিমন্যু দুর্যোধনের পুত্র লক্ষণকে একান্ত নিপীড়িত করায় স্বয়ং দুর্যোধন শ্রেষ্ঠ কৌরব-বীর-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে শত শত নরপতি প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল, এবং সৈন্যগণ একান্ত ত্রস্ত হইয়া

চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলে কৌরব-ব্যূহ একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে মহামতি ভীষ্ম রণক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন—

হে দ্বিজোত্তম! এই দেখ ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যমধ্যে অতি ভীষণ কার্য্য করিতেছেন, অদ্য আর সৈন্যগণকে পুনর্ব্যূহিত করিবার উপায় দেখিতেছি না; সূর্য্যও অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে অবহারের আদেশ প্রদানই কর্ত্তব্য।

অনন্তর কৌরবসেনা যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইলে কৃষ্ণার্জ্জুন মহা আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া সে দিবসের যুদ্ধকার্য্য শেষ করিলেন।

পরদিনের যুদ্ধেও অর্জ্জুনের ভীষণ প্রতাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। নীরদের বারিবর্ষণের ন্যায় কৌরবগণের উপর তিনি বাণ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও ব্যথিত হইয়া পুনরায় পলায়নের উপক্রম করিল। তখন দুর্য্যোধন ক্ষুণ্ণমনে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

হে পিতামহ! আপনি ও মহাস্ত্রবিৎ আচার্য্য থাকিতে কৌরবসেনা পলায়ন করিতেছে, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে। আমাদের সমূহ বিপদ দেখিয়াও যখন উপেক্ষা করিতেছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহপ্রদর্শন করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনার এই অভিপ্রায় পূর্ব্বে জানিতে পারিলে আমি কদাপি এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না।

দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণে ভীষ্ম ক্রোধভরে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে রাজন্! পাণ্ডবগণ যে দুর্জ্জয়-পরাক্রমশালী এ কথা তোমাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই বার বার বলিয়াছি। যাহা হৌক, আমি যে স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেছি না, তাহা তুমি স্বচক্ষে অবলোকন কর।

এই বলিয়া ভীষ্ম পুনরায় তরঙ্গায়িত মহাসমর-সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক অতি আশ্চর্য্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মণ্ডলীকৃত শরাসন হইতে আশীবিষ-সদৃশ দীপ্তাগ্র শরনিকর মহাবেগে চতুর্দ্দিকে প্রপতিত হইয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিপাতিত করিতে লাগিল। সমরাঙ্গণস্থ বীরগণ ভীষ্মকে এই পূর্ব্বদিকে, এই পশ্চিমে, পরে উত্তরে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও ভয়বিহ্বল হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য নিহত হইতে থাকিলে ক্রমে সকলে অর্জ্জুনের সমক্ষেই পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

মহাতেজা কৃষ্ণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জ্জুনকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—

হে ধনঞ্জয়! যদি মুগ্ধ না হইয়া থাক, তবে অবিলম্বে ভীষ্মকে প্রহার কর। ঐ দেখ, সিংহের ভয়ে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভূপতিগণ ভীষ্মের প্রতাপে ইতস্তত পলায়ন করিতেছেন। তুমি সমরক্ষেত্রে থাকিতে ইহা শোভন হইতেছে না।

এই বলিয়া বাসুদেব অর্জ্জুনের রথ ভীষ্মের সম্মুখীন

করিলে আবার সেনাপতিদ্বয়ের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক পিতামহকে নিবারণ করিয়া বারম্বার তাঁহার শরাসন ছেদন করায় ভীষ্ম অতিশয় প্রীতমনে ধনঞ্জয়কে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনও বৃদ্ধ পিতামহের আশ্চর্য্য যুদ্ধকৌশল ও উৎসাহ দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে অধিক পীড়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু ভীষ্ম অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিবারিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণ অবসর পাইয়া শত্রুগণকে অতিশয় ব্যথিত করিলেন। অবশেষে কৌরবগণের অযুত রথ ও সপ্তশত গজ এবং প্রাচ্যসৌবীর ও ক্ষুদ্রক-দেশীয় যোদ্ধৃগণ সমূলে বিনষ্ট হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ একান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িল এবং সেনানায়কগণ দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে অবহারের আদেশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে প্রতিদিন ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেই তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিবারিত হইতেন এবং অবহারের সময় পাণ্ডববিজয়বার্ত্তায় কৌরবগণ একান্ত হতাশ্বাস হইতেন। দুর্য্যোধন ক্রোধপরিপূর্ণ হৃদয়ে পিতামহের প্রতি পক্ষপাতিতার দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু মহাত্মা গাঙ্গেয় সে সকল অন্যায় অভিযোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সুগভীর বৈরাগ্যভরে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতেন।

অনন্তর অষ্টম দিবসের যুদ্ধ চলিতেছে—এমন সময়ে অর্জ্জুনের অপরা-স্ত্রী নাগকন্যা উলুপীর গর্ভজাত পুত্র ইরাবান্

সহসা উপস্থিত হইল। এই প্রিয়দর্শন বালক মাতৃগৃহে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে যুদ্ধসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক নাগসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং কৌরবসেনা বিনষ্ট করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া শকুনির অধিকৃত সৌবল-সৈন্যদলের উপর নিপতিত হইল। গান্ধারগণ ইরাবানকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবৃত করিয়া নানা স্থানে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদ্ধ করিয়া তাহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল, কিন্তু ইরাবান্ তাহাতে ব্যথিত না হইয়া বরং অধিক ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে দুর্য্যোধন-প্রেরিত শকুনির রক্ষকগণের আগমন সত্ত্বেও গান্ধারবীরগণকে ক্রমাগত বিনাশ করিতে লাগিল। একমাত্র শকুনি বারম্বার পরিরক্ষিত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

তখন দুর্য্যোধন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমকর্ত্তৃক নিহত বক-নামক রাক্ষসের অনুচর আর্য্যশৃঙ্গকে ইরাবানের সংহারার্থে প্রেরণ করিলেন। সেই নিশাচর তথায় উপস্থিত হইলে ইরাবান্ খড়্গদ্বারা তাহার কার্ম্মুক বিনষ্ট করিয়া তাহাকে বিশেষরূপে আহত করিল। রাক্ষস তখন মায়াযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল কিন্তু তথায়ও ইরাবান্ তাহাকে শরনিকরে একান্ত ব্যথিত করিলে আর্য্যশৃঙ্গ অতি ঘোররূপ পরিগ্রহ করিয়া বালক ইরাবানকে বিমোহিত করিল এবং সেই অবসর প্রাপ্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা তাহার কিরীট-শোভিত সুন্দর বদনমণ্ডল ভূতলে নিপাতিত করিল।

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন স্থানান্তরে শত্রু-নিপাতনে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া তিনি এ ঘটনার কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ ভ্রাতা ইরাবানের মৃত্যু সন্দর্শনে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া রাক্ষসবৃন্দ লইয়া একেবারে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিল। তাহার হস্ত হইতে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবীর বঙ্গাধিপতি বহুসংখ্যক গজসৈন্য লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলে, অতি ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই রাক্ষসবৃন্দের প্রতি নিশিত শরসমূহ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদে‹ প্রধান প্রধান অনেককে বিনষ্ট করিলেন। তখন ঘটোৎকচ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের প্রতি এক অনিবার্য্য মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলে বঙ্গরাজ দুর্য্যোধনের সমূহ বিপদ দেখিয়া সহসা স্বীয় রথদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক নিজগাত্রে সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া অকাতরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সেই সময়ে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে রাক্ষসপরিবৃত দেখিয়া দ্রোণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে আচার্য্য! ঐ দেখ দুর্য্যোধনের বিভাগে অতি ঘোর রাক্ষসধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব এই নিশাচরের হস্ত হইতে উহাকে রক্ষা না করিলে নিস্তার নাই।

এই বলিয়া বহুসংখ্যক মহারথ-সমভিব্যাহারে ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন রাক্ষসগণের মায়াযুদ্ধপ্রভাবে শোণিতাক্ত কৌরবগণ

অতিশয় ভীত ও বিবর্ণ হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং প্রধানগণের এই দুরবস্থা দর্শনে অনেকে পলায়ন করিতেছে। ভীষ্ম বারম্বার আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন—

হে যোদ্ধৃগণ! তোমরা রাজা দুর্য্যোধনকে রাক্ষসহস্তে ফেলিয়া পলায়ন করিও না।

কিন্তু তাহারা নিতান্ত বিমোহিত হওয়ায় কেহ তাঁহার কথা রক্ষা করিল না। তখন ভীষ্ম বিষণ্নবদন দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

হে রাজন্! তোমার নিজেকে এরূপ বিপদ্‌মুখে পতিত করা উচিত নহে। রাজার সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আমরা সকলেই তোমার কার্য্য সাধনোদ্দেশে এখানে উপস্থিত আছি। যদি কাহারও প্রতি বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হয়, তবে উপযুক্ত কোন বীরপুরুষকে তাহার বিরুদ্ধে নিয়োগ করা বিধেয়।

এই বলিয়া ভীষ্ম মহাবীর ভগদত্তকে কহিলেন—

হে মহারাজ! তুমি পূর্ব্বে অতি অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ; অতএব তুমিই ঘটোৎকচের উপযুক্ত প্রতিযোদ্ধা হইবে। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই বলদৃপ্ত নিশাচরকে নিবারণ কর।

ভগদত্তকে এইরূপে নিয়োগ করিয়া ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে নিরাপদ স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে অর্জ্জুন ভীমসেনের নিকট স্বীয় তনয়

ইরাবানের যুদ্ধে আগমন, বিক্রমপ্রদর্শন ও শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে মধুসূদন! এই সমাগত জ্ঞাতি ও বন্ধুবিনাশে আমাদের কি লাভ হইবে? এক্ষণে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি, ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত পঞ্চগ্রাম মাত্র রাখিয়া বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে ধিক্! যে হেতু অর্থলাভার্থে দয়িত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পাদন করিতে হয়। যাহা হৌক, এতদূর অগ্রসর হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই, অতএব আর বৃথা কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমাকে শীঘ্র ভীষণতম যুদ্ধস্থলে লইয়া চল।

অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে দ্রোণাদি-মহারথ-রক্ষিত ভীষ্ম যেখানে নির্দ্দয়রূপে পাণ্ডবসেনা সংহার করিতেছিলেন, বাসুদেব তথায় রথ উপনীত করিলেন। তখন ক্ষুব্ধ ধনঞ্জয়ের সাতিশয় উত্তেজিত যুদ্ধ-প্রকোপে শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ নিবারিত ও আত্মরক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত হইলে, পাণ্ডব-সেনাধ্যক্ষগণ অবসর প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধের গতি বিবর্ত্তনপূর্ব্বক কৌরবগণকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীমসেন এই সুযোগে ব্যূহ-ভেদ করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে একে একে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, সে সময়ে কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

ক্রমে ভীমার্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধপ্রভাবে শোণিত-লিপ্ত

কাঞ্চনময় কবচ, স্বর্ণপুঙ্খ শর, কিঙ্কিণী-জাল-জড়িত ভগ্ন রথ, পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজ এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হস্তী-অশ্ব-নর-কলেবরে আচ্ছাদিত হইয়া রণস্থল অতিশয় অদ্ভুতরূপ ধারণ করিল।

অনন্তর সূর্য্যাস্তের পর ঘোর অন্ধকার সমুপস্থিত হইলে, হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্য শ্রান্তদেহে ও ভগ্নোৎসাহে শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। পাণ্ডবগণও বিজয়োৎফুল্ল-চিত্তে সৈন্য অবহার করিলেন।

অনন্তর প্রভাত হইলে মহাবীর শান্তনু-নন্দন সৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইয়া ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মুখে স্বয়ং অবস্থান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের বল প্রতিব্যূহিত হইলে তিনি জীবিতাশা পরিহারপূর্ব্বক প্রজ্বলিত দাবানলের ন্যায় শত্রুবলকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহে পাণ্ডবসেনা সমাচ্ছন্ন হইল এবং পাণ্ডবপক্ষের রথ গজ ও অশ্বসকল আরোহিবিহীন হইতে লাগিল।

ক্রমে বজ্র-নির্ঘোষ তুল্য তাঁহার জ্যা-তল-ধ্বনি পাণ্ডব-যোদ্ধৃগণের নিতান্ত ভীতিজনক হইয়া উঠিল এবং যখন সোমক সৈন্যদল নিঃশেষে নিহতপ্রায় হইল, তখন মহারথগণ ভীষ্মবাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কেহই তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইল না।

তাঁহারা এইরূপ ভয়বিহ্বল হইয়াছিলেন যে কোন দুই-জনকে আর একত্র দেখা যাইতেছিল না এবং চতুর্দ্দিক হইতে কেবল আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব সৈন্যগণের তদবস্থা দেখিয়া এবং অর্জ্জুনকে পিতামহের দেহে

আঘাত করিতে উদাসীন দেখিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে রথ স্থগিত করিয়া কহিলেন—

হে পার্থ! তুমি সভাস্থলে ভীষ্ম-বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে নিজবাক্য মিথ্যা করিতেছ? তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।

অর্জ্জুন বন্ধুর প্রতি তির্য্যক্ দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া অধোমুখে কহিলেন—

হে কৃষ্ণ! যদি অবধ্যদিগকে বধ করিয়া নরক-যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইল, তবে সামান্য অরণ্য-বাস-ক্লেশে আমরা কাতর হইলাম কেন? যাহা হউক, তোমার উপদেশানুসারে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছি, তোমার কথা অনুসারেই যুদ্ধ চালাইব, অতএব যথায় অভিলাষ অশ্বচালনা কর।

তখন বাসুদেব ভীষ্ম-সমীপে অর্জ্জুনকে উপনীত করিলে ধনঞ্জয় অতিশয় অপ্রবৃত্তি-সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃদুযুদ্ধহেতু ভীষ্ম প্রভূত অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডব-বলক্ষয়-কার্য্য অবাধে চালাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস হইতেছে, তথাপি অর্জ্জুনের অনিচ্ছাপ্রেরিত লঘুবাণে তাহার কিছুমাত্র প্রতিকার হইতেছে না দেখিয়া কৃষ্ণ ক্রোধান্ধ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান ও স্বীয় সুদর্শনচক্র বিঘূর্ণনপূর্ব্বক ভীষ্মকে আক্রমণার্থ পদব্রজেই ধাবিত হইলেন।

তদ্দর্শনে অর্জ্জুন অত্যন্ত লজ্জিত ও প্রিয়বন্ধুর নিরাশ্রয়-ভাবে শত্রুমধ্যে গমনে শঙ্কিত হইয়া সত্বর রথ হইতে অব-তরণপূর্ব্বক তৎপশ্চাতে ধাবিত হইলেন এবং কৃষ্ণ শতপদ অগ্রসর না হইতেই তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন, কিন্তু ক্রোধ-প্রজ্বলিত বাসুদেব ধৃত হইলেও অর্জ্জুনকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়াই বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন নিরুপায় হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অতি বিনীতবচনে সেই আরক্তনয়ন বীরকে কহিলেন—

হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও, তুমি যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি এবং তন্নি-মিত্ত আমার লজ্জার সীমা থাকিবে না। আমার প্রতি যখন সমস্ত ভার অর্পিত আছে, তখন আমিই পিতামহকে সংহার করিব।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্যে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া আশী-বিষের ন্যায় শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুনরায় রথা-রোহণ করিলেন। কিন্তু ইত্যবসরে ভীষ্ম সৈন্যদলকে এতই উৎপীড়ন করিয়াছিলেন যে, তাহারা কেহই সে স্থানে আর অবস্থান করিতে সক্ষম হয় নাই। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের ঔদাসীন্যহেতু একান্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়া এবং সূর্য্যাস্তকাল আগতপ্রায় দেখিয়া আর বিলম্ব না করিয়াই অবহারের আদেশ করিলেন।

সেই রাত্রে যুধিষ্ঠির সকলকে মন্ত্রণার্থে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন—

হে বাসুদেব! দেখ উগ্রপরাক্রম পিতামহ মাতঙ্গের নলবনদলনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে- ছেন; আমাদের এমন সামর্থ্য নাই যে তাঁহাকে নিবারণ করি। এক্ষণে আমি বুদ্ধির দুর্ব্বলতা বশত ভীষ্মের প্রতাপে শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছি, উদ্ধারের কোন উপায় দেখি- তেছি না। অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নাই। আমি যদি তোমাদের অনুগ্রহের যোগ্য হই, তবে এ সম্বন্ধে হিতকর উপদেশ প্রদান কর।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতা দুর্জ্জয় ভীমার্জ্জুন এবং তেজস্বী নকুল সহদেব থাকিতে বিষাদ করিও না। অথবা যদি অর্জ্জুন নিতান্ত যুদ্ধ ইচ্ছা না করেন, তবে আমাকে আদেশ কর, আমি অস্ত্রধারণপূর্ব্বক কুরুপ্রবীর ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করি। তোমাদের শত্রুই আমার শত্রু, তোমাদের বিপদই আমার বিপদ। অর্জ্জুন আমার প্রিয়তম সখা, তাঁহার কার্য্যে আমি অনায়াসে প্রাণদান করিতে পারি। অর্জ্জুন সকলের সমক্ষে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এক্ষণে যদি তাহা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি না হয়, তবে আমি তাঁহার সে প্রতিজ্ঞাভার বহন করিব।

যুধিষ্ঠির এই বাক্যে প্রীত হইয়া কহিলেন—

হে মহাবাহো! তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান করিতেছ, তখন আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে সন্দেহ

কি? কিন্তু তোমাকে যুদ্ধকার্য্যে নিয়োগ করিয়া আত্ম-গৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। মহামতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, যে, আমার হিতার্থে মন্ত্রণাদান করিবেন; অতএব আইস, সকলে মিলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই।

বাসুদেব কহিলেন—মহাবাহু! আপনার বাক্য আমার মনোমত হইতেছে। ভীষ্মকে স্বীয় বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।

এরূপ স্থির হইলে কৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্ম-শিবিরে গমন করিলেন এবং তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক শরণাপন্ন হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের দর্শনলাভে অতিশয় প্রীত হইয়া স্নেহবচনে কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! ভীমসেন! কেশব! ধনঞ্জয়! নকুল! সহদেব! তোমাদের স্বাগত? তোমাদের প্রীতিবর্দ্ধন কোন্ কার্য্য করিতে হইবে?

তখন দীনাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে পিতামহ! আপনি নিয়তই শরজাল বর্ষণ করিয়া আমার বিপুল সৈন্য ক্ষয় করিতেছেন, অথচ আমরা আপনার অনিষ্টাচরণে সক্ষম নহি; অতএব আমাদের পক্ষে কিরূপে কল্যাণ লাভ হইতে পারে, তাহা উপদেশ করুন।

স্নেহভাজন ও ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রতি নিয়ত অনিষ্টা-

চরণ করিয়া এবং তদুপরি অশিষ্ট দুর্য্যোধনের মর্ম্মভেদী সন্দেহব্যঞ্জক বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া করিয়া ভীষ্মের সুগভীর বৈরাগ্য-প্রভাবে জীবন ধারণের ইচ্ছা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি প্রসন্নমনে কহিলেন—

হে পাণ্ডবগণ! আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা নাই ; অতএব আমি অনুমতি করিতেছি তোমরা স্বচ্ছন্দে আমাকে প্রহার করিও। তোমরা যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ ইহাতেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে সংহার না করিলে এ যুদ্ধের আর শেষ হইবে না। হে যুধিষ্ঠির! তোমার সৈন্য মধ্যে শিখণ্ডিনামক যে দ্রুপদতনয় আছে, সে প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্ব-প্রাপ্ত নারী ; অতএব তাহার প্রতি আমি অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারি না। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তোমরা আমার বধের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় বিধান করিও। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।

পিতামহকে পরাজয় করিবার উপায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে স্বশিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন প্রাণ-পরিত্যাগ-সমুত্থত পিতামহের বাক্য শ্রবণে দুঃখ-সন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন—

সখে! বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-অনুলিপ্ত-কলেবরে যাঁহাকে পিতা সম্বোধন করিলে যিনি বলিতেন—আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার

পিতা—সেই বৃদ্ধ পিতামহকে কি প্রকারে কঠিন আঘাত করিব, কি প্রকারেই বা সংহার করিব? তিনি আমার সৈন্যসমুদায় বিনাশই করুন, আমার পরাজয় বা মৃত্যুই হউক, আমি তাহা কিছুতেই করিতে পারিব না।

কৃষ্ণ বলিলেন—হে ধনঞ্জয়! তুমি ভীষ্মকে বধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা তোমার লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ভীষ্মের এ সময়ে নিশ্চয়ই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, নহিলে তিনি তোমাদিগকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন না। তোমা-ব্যতীত কেহই তাঁহাকে সংহার করিতে সক্ষম হইবে না; অতএব তুমি সমরস্থলে আপনাকে কালের নিমিত্ত-স্বরূপ-মাত্র জ্ঞান করিয়া গুরুজন বা দয়িত ব্যক্তি নির্ব্বিচারে সম্মুখীন আততায়ীকে বধ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! যদি নিতান্তই কর্ত্তব্য হয়, তবে শিখণ্ডিই পিতামহের বধসাধন করুন। তাঁহাকে সমক্ষে দেখিলে মহামতি ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করিবেন, ভীষ্মের মহারথ রক্ষকগণ হইতে আমি স্বয়ং শিখণ্ডিকে রক্ষা করিব, অতএব এ কার্য্য তাঁহার অনায়াসসাধ্য হইবে।

বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের এই বাক্যে হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইয়া স্ব স্ব বিশ্রাম-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধের দশম দিবস উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ ভীষ্মবধে কৃতসংকল্প হইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক শিখণ্ডিকে তাহার অগ্রে স্থাপন করিলেন। ভীমসেন ও

অর্জ্জুন তাঁহার দুই পার্শ্ব এবং অভিমন্যু পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেনানায়কসকলে স্ব-স্ব সৈন্যবিভাগ লইয়া ইহাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং এইরূপে ব্যূহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণার্থে শত্রুসৈন্যাভিমুখে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন মুহুর্মুহু জ্যাবিক্ষেপ ও শরপরম্পরা বর্ষণ করিতে করিতে পথরোধক যোদ্ধাদিগকে ত্রাসিত করিলে তাঁহাদের গতির কোন বিঘ্ন রহিল না। তখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে কহিলেন—

হে পিতামহ! সৈন্যগণ শত্রুশরে অতিশয় উৎপীড়িত হইতেছে; অতএব আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উহাদিগকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম পাণ্ডবব্যূহের অগ্রভাগে শিখণ্ডিকে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

হে রাজন্! আমি সাধ্যমত পাণ্ডবসেনা বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা আমি অদ্যাবধি পালন করিয়া আসিয়াছি, আজি আমি মহৎকর্ম্ম সম্পাদনান্তে সেনামুখে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামিপ্রদত্ত অন্নের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্য-মধ্যে অবগাহনপূর্ব্বক আত্মশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকাশ করিয়া শত শত বীরকে ধরাশায়ী করিলেন। দুর্য্যোধনও মহতীসেনা-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিতে

লাগিলেন। তখন পাণ্ডব-বল-রক্ষিত শিখণ্ডি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে অশ্বত্থামা সাত্যকির প্রতি, দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি, জয়দ্রথ বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রমে উভয়দলের রক্ষকগণ পরস্পরের গতিরোধ করিয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সমগ্র ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় সেই দিন সন্ধ্যার পর রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

মহারাজ! আমি সঞ্জয়। আপনাকে অভিবাদন করি। কুরুপিতামহ ভীষ্ম অদ্য নিপতিত হইয়াছেন। যিনি যোদ্ধৃ-গণের অগ্রগণ্য ও কুরুবীরগণের আশ্রয়স্থল, সেই ভীষ্ম আজি শিখণ্ডির সহিত যুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে সঞ্জয়! ভীষ্ম নিহত বলিয়া কি প্রকারে তুমি আমার নিকট ব্যক্ত করিতেছ? দেবগণেরও দুরাসদ সেই অতিরথ ভীষ্মকে পাঞ্চাল্য শিখণ্ডি কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত করিল?

অনন্তর সঞ্জয় পূর্ব্বরাত্রে ভীষ্মের নিকট পাণ্ডবগণের আগমন ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী ব্যূহরচনা ও যুদ্ধারম্ভ যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

যখন শিখণ্ডিপুরস্কৃত পাণ্ডববলের সহিত কৌরববেষ্টিত ভীষ্মের সংঘটন হইল, তখন অতি ঘোর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল।

—ক্রমে ভীমার্জ্জুন আমাদের সৈন্য বিনষ্ট করিতে

করিতে ব্যূহমুখের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাদের রক্ষিত শিখণ্ডির রথ ভীষ্মের রথসমীপে অগ্রসর হইবার পথ প্রাপ্ত হইল। তখন অর্জ্জুন কহিলেন—

—হে শিখণ্ডি! এই সুযোগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও, অন্য কোন চিন্তায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই।

—এই বাক্যানুসারে শিখণ্ডি ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত বাণসকল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার পিতা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাদৃষ্টি করিলেন মাত্র। সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, ভীষ্ম শিখণ্ডিকে কোনরূপ প্রত্যাঘাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্যান্য যোদ্ধৃগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন।

—কিন্তু শিখণ্ডি এ বৃত্তান্ত বুঝিতে পারেন নাই। যাহাতে বুঝিবার অবসর না প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্ত অর্জ্জুন ক্রমাগত উৎসাহবাক্যে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

—হে শিখণ্ডি! এক্ষণে ভীষ্মকে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হও। তোমা ব্যতীত এ বৃহৎ সৈন্যমধ্যে আর এমন যোদ্ধা দেখি না, যে এই মহৎকার্য্য সাধনের উপযুক্ত। অদ্য তুমি নিষ্ফল হইলে আমরা উভয়েই হাস্যাস্পদ হইব।

—তখন শিখণ্ডি বলমদোন্মত্ত চিত্তে ভীষ্মকে শরজালে আবৃত করিলেন, কিন্তু এই লঘুবাণে আপনার পিতা কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্যসহকারে তাহা শরীরে ধারণ ও অবিচলিত উৎসাহে পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডিকে অর্জ্জুনবাণে সুরক্ষিত দেখিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন—

—হে যোদ্ধৃগণ! তোমরা অবিলম্বে ধনঞ্জয়কে আক্রমণ কর, ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

এই আদেশানুসারে ভূপতিগণ হুতাশনের প্রতি পতঙ্গবৎ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মহাবেগশালী অস্ত্রসমূহের প্রতাপে একান্ত দগ্ধ হইয়া কেহ বা প্রাণত্যাগ কেহ বা পলায়ন করিলেন। অর্জ্জুন পূর্ব্ববৎ শরাকর্ষণদ্বারা ভীষ্মের রক্ষকগণের অস্ত্রাঘাত হইতে শিখণ্ডিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিলেন।

—অনন্তর আপনার পিতা শিখণ্ডির এবং অন্যান্য যোদ্ধার বাণে চতুর্দ্দিক্ হইতে আহত ও অতিশয় তাপিত হইয়া মৃত্যুকাল আগতপ্রায় জানিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ও অসিগ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন করুণার্দ্রহৃদয় অর্জ্জুন শিখণ্ডির ব্যর্থ লঘুবাণে পিতামহকে অনর্থক অধিকক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে একে একে পঞ্চ-বিংশতি ক্ষুদ্রকদ্বারা অতিগাঢ় বিদ্ধ করিলেন, তখন কুরু-পিতামহ ভীষ্ম স্খলিত অঙ্গ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পার্শ্বস্থিত দুঃশাসনকে কহিলেন—

—হে দুঃশাসন! এই যে বাণসকল দৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতেছে, ইহা কখনই শিখণ্ডি-প্রক্ষিপ্ত নহে। এই যে ব্রহ্মদণ্ডসমস্পর্শ বজ্রবেগের ন্যায় দুর্ব্বিষহ শরনিকর আমার শরীর ভগ্ন করিতেছে, ইহা শিখণ্ডি-হস্তমুক্ত হইতেই পারে না। এই যে জাতক্রোধ

লেলিহান আশীবিষের ন্যায় বিশিখজাল আমার মর্ম্মস্থান-সমুদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণবিনাশ করিতেছে, ইহা অর্জ্জুনেরই গাণ্ডীব-নিঃসৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা ব্যতীত কেহই আমাকে ধরাশায়ী করিতে সক্ষম নহে।

—এই কথা বলিতে বলিতে মহাত্মা কুরুবৃদ্ধ ধীরে ধীরে ভূপতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর শরসমূহে এরূপ ঘনবিদ্ধ হইয়াছিল, যে তাহা ধরাস্পর্শ করে নাই। আপনার পিতা পতিত হইয়াও বীরোচিত শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

—হে মহারাজ! সেই মহাবীরের দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চিত্ত পতিত হইল, সেই সূর্য্যপ্রভ মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকল আশা ভরসা অস্তমিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—আমারই দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত অদ্য আমি পিতাকে নিহত শুনিয়া যে দুঃখ লাভ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণে নির্ম্মিত, নচেৎ এই শোচনীয় সংবাদে তাহা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? ঋষিগণ ক্ষত্রধর্ম্মকে কি নিদারুণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা সেই মহাত্মাকে নিহত করাইয়া রাজ্য অভিলাষ করিতেছি এবং পাণ্ডবগণও তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্য প্রার্থী হইয়াছেন। পারগামীর নৌকা অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইলে যেরূপ হয়, ভীষ্মের মৃত্যুতে আমার পুত্রগণের নিশ্চয় তদ্রূপই বোধ হইতেছে। হায়! ভীষ্মের অভাবে এক্ষণে

দুর্য্যোধন কাহাকে অবলম্বন করিবেন ? হে সঞ্জয় ! পুত্রের বিনাশজন্য মহাশোকানল আমার অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়াছিল, তুমি যেন ঘৃতদ্বারা সেই অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া দিলে। এক্ষণে সেই যুদ্ধেরভূষণ ভীমকর্ম্মা পিতার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া আমার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তি নাই।

এদিকে কুরুসেনাপতি ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলে, কৌরবগণ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃশাসন জ্যেষ্ঠের নিয়োগানুসারে ত্বরিতগমনে দ্রোণাচার্য্যের বিভাগ অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি কি অভিপ্রায়ে ধাবমান হইতেছেন জানিবার জন্য বহুসংখ্যক যোদ্ধা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন।

অনন্তর দ্রোণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দুঃশাসন তাঁহাকে ভীষ্মের পতনবার্ত্তা কহিবামাত্র সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে আচার্য্য সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ দূতদ্বারা স্বীয় সৈন্যবিভাগ নিবারিত করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও শঙ্খধ্বনি-দ্বারা যুদ্ধকার্য্য স্থগিত করিলেন।

সৈন্যগণ নিবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ কবচ ও অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট সমাগত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কুরুপিতামহ সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে মহাভাগগণ ! তোমাদের স্বাগত ? আমি তোমাদের দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম।

ক্ষণকাল পরে ভীষ্ম পুনরায় কহিলেন—

হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে; অতএব আমাকে উপাধান প্রদান কর।

রাজগণ তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে বহুবিধ মহামূল্য সুকোমল উপাধান সকল আনয়ন করিলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাহা গ্রহণ না করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

হে মহাবাহো! হে বৎস! তুমি আমাকে উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।

তখন সাশ্রুলোচন ধনঞ্জয় পিতামহের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া গাণ্ডীব আনয়নপূর্ব্বক ভীষ্মের মস্তকের নিম্নদেশে তিনটি শর নিক্ষেপ করিলে ভীষ্ম শরশয্যার উপযোগী উপাধান প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্টচিত্তে অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরে শস্ত্রসন্তাপিত ভীষ্ম ধৈর্য্যগুণে বেদনা সম্বরণপূর্ব্বক পানীয় প্রার্থনা করিলেন। তখন সকলে চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও সুশীতল জলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিলেন, কিন্তু পিতামহকে ইহাতে অসন্তুষ্ট দেখিয়া অর্জ্জুন পুনরায় তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া বারুণাস্ত্রদ্বারা তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থ ভূমি বিদ্ধ করিলে তাঁহা হইতে অতি শীতল বিমল দিব্যস্বাদু জলের উৎস উত্থিত হইল, তদ্দ্বারা ভীষ্ম অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে ভূরিভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শল্যোদ্ধারকুশল সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রকার

উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে ভীষ্ম তাহা দেখিয়া কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন ! তুমি ইহাদিগকে উপযুক্ত সৎকার করিয়া বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়বাঞ্ছিত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, চিকিৎসার আর প্রয়োজন নাই। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এই শরশয্যার সহিত আমার শরীর দগ্ধ করিও।

অনন্তর বৈদ্যগণ প্রস্থিত হইলে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

বৎস ! এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার মৃত্যুতেই যুদ্ধের অবসান হৌক। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণের শান্তিলাভ হৌক, পার্থিবগণ প্রীতিমান্ হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হৌন, পিতা পুত্রকে ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও আত্মীয়সকল পরস্পরকে প্রাপ্ত হৌন। অতএব হে রাজন্ ! তুমি প্রসন্ন হও। পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানপূর্ব্বক উহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন কর।

এইমাত্র বলিয়া শল্য-সন্তপ্ত-মর্ম্মা ভীষ্ম বেদনাভরে চক্ষুনিমীলনপূর্ব্বক আত্মাকে যোগস্থ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। পাণ্ডব, কৌরব ও সমবেত ভূপালগণ তাঁহাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিখাখনন ও রক্ষকনিয়োগপূর্ব্বক সকলে বিষণ্ণ মনে স্ব-স্ব-শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে অনভিরুচির ন্যায় পিতামহের বাক্যে দুর্য্যোধনের আস্থা হইল না।

এদিকে মহাবীর কর্ণ ভীষ্মের পতন-সংবাদে পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইয়া সত্বরগমনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিমীলিত-নয়ন কুরুপিতামহকে রুধিরাক্ত-কলেবরে অন্তিম-শয্যায় শয়ান দেখিয়া সহৃদয় কর্ণ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে কহিলেন—

হে মহাত্মন্! যে সর্ব্বদা আপনার নয়নপথের অতিথি হইয়া আপনার অপ্রীতিভাজন হইত—সেই রাধেয় আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।

ভীষ্ম এই বাক্য শ্রবণে বলপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া যখন দেখিলেন, যে তথায় আর কেহ উপস্থিত নাই, তখন রক্ষকগণকে অপসারিত করিয়া পিতার ন্যায় তিনি কর্ণকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক সস্নেহবচনে কহিলেন—

হে কর্ণ! তুমি সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে, কিন্তু এ সময়ে আমার নিকট আগমন না করিলে আমি দুঃখিত হইতাম। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, যে তুমি রাধেয় নহ, তুমি কুন্তী-নন্দন। সত্য কহিতেছি, আমি কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই। তুমি পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলিয়া আমি তোমার তেজোবোধের নিমিত্ত পরুষবাক্য কহিতাম। তোমার দুর্ব্বিষহ বীরত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তোমার প্রতি পূর্ব্বে যে ক্রোধ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অদ্য অপনীত হইল। হে পুরুষপ্রবীর! আর এ বৃথা যুদ্ধে প্রয়োজন কি? তুমি

স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেই এই বৈরভাব পর্য্যবসিত হয়, অতএব আমার প্রাণদানেই এ যুদ্ধের অবসান হৌক।

কর্ণ কহিলেন—হে পিতামহ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যথার্থই কুন্তী-পুত্র। কিন্তু কুন্তী সে সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, সুত অধিরথ তখন আমাকে স্নেহভরে প্রতিপালন করিলেন, পরে দুর্য্যোধনের কৃপায় আমি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। আমাকে আশ্রয় করিয়াই এই দুর্নিবার বৈরভাব উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করি। ক্ষত্রিয়ের ব্যাধিদ্বারা মরণ কখনই বিধেয় নহে; অতএব দুর্জ্জয় পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।

তখন ভীষ্ম কহিলেন—

হে কর্ণ! যদি নিতান্তই এ সুদারুণ বৈর পরিহার করিতে না পার, তবে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি তুমি স্বর্গকাম হইয়া ও অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। আমি প্রথমাবধি এ যুদ্ধ নিবারণের বহুবিধ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

ভীষ্ম এইরূপ কহিলে কর্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন।

## ১১

শরশয্যায় শয়ান মহামতি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া কর্ণ গলদশ্রুলোচনে কৌরব-সৈন্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নানাবাক্য-বিন্যাসে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন বহুদিবসের পর কর্ণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রথারূঢ় দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন—

হে কর্ণ! তুমি সৈন্যগণের রক্ষার ভার গ্রহণ করায় অদ্য তাহাদিগকে পুনরায় সনাথ বোধ হইতেছে। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা তুমি অবধারণ কর।

কর্ণ কহিলেন—মহারাজ! উপস্থিত মহাত্মারা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত ও সমরজ্ঞ; অতএব সকলেই সেনাপতি হইবার উপযুক্ত। কিন্তু ইঁহারা পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে একজনকে সৎকার করিলে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অবশিষ্ট সকলে হিতৈষী হইয়া যুদ্ধ করিবেন না; অতএব কোন বিশেষ গুণে অলঙ্কৃত ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচন করা বিধেয়। এই নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সকল-যোদ্ধার আচার্য্য দ্রোণকে সেনাপতি করা কর্ত্তব্য। সকলেই প্রীতিপূর্ব্বক শুক্র ও বৃহস্পতিতুল্য দুর্দ্ধর্ষ ভারদ্বাজের অনুগমন করিবেন।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনা-মধ্যস্থিত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন—

হে আচার্য্য ! বর্ণ-কুল-বুদ্ধি-বীরত্বে ও দক্ষতায় আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ; অতএব ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, আপনি সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি সেনাপতি হইয়া দেবগণের অগ্রগামী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় আমাদের অগ্রে গমন করুন।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসনে ভূপতিগণ সিংহনাদে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিয়া দ্রোণকে জয়বাদ প্রদান করিলেন। সেনাগণের আনন্দকোলাহল নিবৃত্ত হইলে দ্রোণ সৈনাপত্য স্বীকারপূর্ব্বক কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন ! তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে আমি যুদ্ধকালে তাহা সার্থক করিবার চেষ্টা করিব।

অনন্তর যুদ্ধের একাদশ দিবসে সেনাপতি দ্রোণ সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কৃপ কৃতবর্ম্মা ও দুঃশাসনপ্রভৃতি বীরগণ দ্রোণের বাম পার্শ্ব রক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। জয়দ্রথ কলিঙ্গ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহার দক্ষিণে অবস্থান করিলেন। মদ্রাধিপতি-প্রভৃতি বীরগণ-সমভিব্যাহারে কর্ণ ও দুর্য্যোধন অগ্রসর হইলেন।

কর্ণ সকলের অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সিংহ-লাঞ্ছিত সূর্য্য-সঙ্কাশ মহাকেতু স্ব-পক্ষের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া শোভমান হইল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কৌরবগণ ভীষ্মের অভাব গণনাই করিলেন না। যুধিষ্ঠিরও

সৈন্য প্রতিব্যূহিত করিয়া ব্যূহমুখে অর্জ্জুনকে সন্নিবেশিত করিলেন। উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হইলে চির-বৈরী কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বনমধ্যে হুতাশন যেমন বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া বিচরণ করে, দ্রোণ যুদ্ধকার্য্য আরম্ভ করিয়া তদ্রূপ ভ্রাম্যমাণ হেমময় রথে পাণ্ডব-সেনা দলন করিতে লাগিলেন। বায়ুসহায় গর্জ্জমান পর্জ্জন্যের শিলাবর্ষণবৎ দ্রোণশরপ্রপাতে পাণ্ডবপক্ষ একান্ত ক্লিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে পাণ্ডববীর-পরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বর ধাবমান হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

তখন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শকুনি সম্মুখীন হইয়া নিশিত শরসমূহে সহদেবকে আক্রমণ করিলেন এবং দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের উপর সবেগে নিপতিত হইলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার সহিত এবং ধৃষ্টকেতু কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু শল্য ব্যতীত ভীমসেনের প্রতাপ কেহ সহ্য করিতে পারিলেন না।

অবশেষে শেষোক্ত দুই বীরে মহা গদাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। মহাবেগশালী মাতঙ্গসদৃশ দুইজনই গদা উত্তো-লিত করিয়া পরস্পরের উপর পতিত হইলেন, পুনরায় অন্তরমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, পরে সহসা লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই লৌহদণ্ডদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এরূপ চলিলে উভয় বীর পরস্পরের বেগে নিপীড়িত হইয়া ক্ষিতিতলে যুগপৎ পতিত হইলেন; কিন্তু ভীমসেন অতি সত্বর পুনরায়

উত্থিত হইলে কৌরবগণ শল্যকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করিলেন।

তখন মহাবাহু গদাহস্ত বৃকোদর কৌরব-সৈন্যকে আক্রমণ করিলে জয়শীল পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া তাঁহার সহিত যোগদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যরক্ষক দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য কৌরবগণকে ভগ্ন দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক রোষাবেশে সহসা পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার চক্ররক্ষককে বিনষ্ট করিয়া অন্যান্য বীরকে নিবারণপূর্ব্বক তাঁহাকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন।

তখন সৈন্যমধ্যে—রাজা ধৃত হইলেন!—বলিয়া মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। এই কোলাহল দূরবর্ত্তী অর্জ্জুনের শ্রবণ-গোচর হইবামাত্র তিনি শূরগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বাহিত অতি ভীষণ শোণিত-নদী দ্রুতগতিতে উত্তীর্ণ হইয়া রথঘোষে চতুর্দ্দিক নিনাদিত ও কৌরবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয়কৃত শরান্ধকারে না-দিক্ না-অন্তরীক্ষ না-মেদিনী না-কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল।

এই সময় ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন দিবাকর অস্তমিত হইল; সুতরাং দ্রোণাচার্য্য অগত্যা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত সৈন্যগণকে অবহারের আদেশ দিলেন। পাণ্ডবগণও হৃষ্টচিত্তে বিশ্রামার্থে গমন করিলেন।

অনন্তর পরদিনের যুদ্ধারম্ভ হইলে ত্রিগর্ত্তগণ অর্জ্জুনকে

যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

তখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

মহারাজ! আমি যুদ্ধে আহূত হইলে কদাচ অস্বীকার করি না, ইহাই আমার ব্রত। এক্ষণে ত্রিগর্ত্তগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে; অতএব উহাদিগকে বিনাশ করিবার অনুমতি প্রদান করুন।

পাঞ্চালবীর সত্যজিৎ অদ্য তোমার রক্ষক হইবেন। যদি দ্রোণকর্ত্তৃক তিনি বিনষ্ট হন, তবে তুমি কোনক্রমে রণস্থলে অবস্থান করিও না।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রীতি-স্নিগ্ধ-নয়নে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে ত্রিগর্ত্তগণের সহিত যুদ্ধার্থে গমনের অনুমতি প্রদান করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন দ্রোণসৈন্যগণ অর্জ্জুনবিহীন যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ মহাবেগে মিলিত হইলেন।

এদিকে ত্রিগর্ত্তগণ যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমতল-ভূমিতে অবস্থান করিয়া রথদ্বারা চক্রাকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে আগত দেখিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট দেখিয়া সহাস্যমুখে কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে বাসুদেব! এই মুমূর্ষু ত্রিগর্ত্তগণকে অবলোকন কর। ইহারা রোদন করিবার স্থলে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে,

অথবা অভিলষিত লোকসকল প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ইহারা সত্যই আনন্দিত হইতেছে।

এই বলিয়া অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের সম্মুখে রথস্থাপনপূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত দেবদত্ত-শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্তগণ সকলে মিলিয়া এককালে অর্জ্জুনের প্রতি বাণনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে ত্রিগর্ত্তরাজের এক ভ্রাতা অর্জ্জুনের কিরীটে অস্ত্রাঘাত করিলে ধনঞ্জয় প্রথমেই তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন এবং পরে অবিচ্ছিন্ন শরনিকরে তাঁহাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা একান্ত ভীত হইয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যসমুদায়ের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত পলায়নের উপক্রম করিলে ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন—

হে বীরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না। কৌরবগণের সমক্ষে সেরূপ ভয়ানক শপথ করিয়া এক্ষণে কিরূপে তাঁহাদের নিকট গমন করিবে।

এই কথায় সৈন্যগণ উত্তেজিত ও পুনরায় মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন—

হে কেশব! বোধ হয় ত্রিগর্ত্তগণ জীবনসত্বে রণ পরিত্যাগ করিবে না, আরও নিকটে রথ লইয়া চল। আজি তুমি আমার ভুজবল ও গাণ্ডীব-মাহাত্ম্য অবলোকন করিবে।

তখন কৃষ্ণ অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক মণ্ডল অবলম্বন ও গতি প্রত্যাগতি সহকারে ত্রিগর্ত্ত সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে

আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন দ্বিগুণীকৃত তেজে অস্ত্রবর্ষণ করিয়া এককালে সম্মুখস্থিত সমগ্র বীরগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। পরে অবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তগণকে শরনিকরে অতিশয় পীড়ন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সমস্ত ত্রিগর্ত্তগণ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক একসঙ্গে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ তাহাতে একান্ত আচ্ছন্ন হইয়া আর পরস্পরেরও দৃষ্টিগোচর রহিলেন না। ত্রিগর্ত্তগণ ইহা দেখিয়া উঁহাদিগকে নিহত-বোধে বস্ত্রবিধূননপূর্ব্বক মহা কোলাহল করিতে লাগিল। বাসুদেব ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

হে পার্থ! তুমি ত অক্ষত আছ? আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না।

তাঁহার বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন বায়ব্যাস্ত্রে সেই সমস্ত শরজাল অপসৃত করিলেন এবং তৎপরে তাহাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া ভল্লাস্ত্রদ্বারা কাহারও মস্তক, কাহারও হস্ত, কাহারও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন নিঃশেষিতপ্রায় ত্রিগর্ত্ত-সৈন্য অর্জ্জুনের প্রভাব আর সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল।

অর্জ্জুনও শত্রুগণকে পরাজিত দেখিয়া সত্বর যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত রথচালনা করিলেন এবং তাঁহার গতিনিবারণকারী সৈন্যদলকে পদ্মবনপ্রবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় বিমর্দ্দিত করিয়া অতি বেগে ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুনের অবারিত গতি দর্শনে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত

স্বীয় মেঘসঙ্কাশ হস্তীর উপর হইতে তাঁহার প্রতি অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

তখন হস্তী ও রথে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবাহু ভগদত্ত অনায়াসে অর্জ্জুনের শরনিকর নিরাকৃত করিয়া রথসহ তাহাকে ও কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার মানসে হস্তী সঞ্চালন করিলেন। মহামতি জনার্দ্দন সেই গজকে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অতি সত্বর রথ দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিলেন।

সেই সুযোগে অর্জ্জুন পশ্চাদ্দেশ হইতে হস্তী ও আরোহীকে বিনষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না। তখন সেই মহাগজ অবিশ্রাম পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিতে থাকিলে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিলেন এবং ভগদত্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদায় নিবারণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ়বিদ্ধ করিলেন। তখন ভগদত্ত ধনঞ্জয়ের মস্তকে এক তোমর নিক্ষেপ করিলে সেই আঘাতে তাঁহার কিরীট বিবর্ত্তিত হইল। পার্থ কিরীট যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রোষভরে ভগদত্তকে কহিলেন—

হে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর! এই সময়ে সকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লও। আমার কিরীট যে বিপর্য্যস্ত করে, তাহার আর রক্ষা নাই।

এই বাক্যে ভগদত্ত যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অঙ্কুশ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন

না দেখিয়া কৃষ্ণ সত্বর তাঁহাকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্বীয় শরীরে তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্লিষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে মধুসূদন ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যুদ্ধ করিবে না, এক্ষণে তাহা রক্ষা করিলে না। আমি অশক্ত বা ব্যসনাপন্ন হইলে অবশ্য আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হইত, কিন্তু আমি অস্ত্রধারী ও যুধ্যমান থাকিতে সমর-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তোমার উচিত হয় নাই।

এই বলিয়া অর্জ্জুন সহসা হস্তীর কুম্ভান্তরে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভগদত্ত বারম্বার হস্তিচালনার চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইলেন না। সেই হস্তী মর্ম্মাহত হইয়া কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই স্তব্ধগাত্র ও অবনি-তলগত হইল এবং আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্রবাণে ভগদত্তের হৃদয় ভেদ করিলে তিনিও ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুন পুনরায় অনিবারিত গতিতে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে অর্জ্জুন স্থানান্তরিত হইলে দ্রোণাচার্য্য অতি দুর্ভেদ্য ব্যূহরচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিবার মানসে পাণ্ডবসৈন্য-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ করিলে দ্রোণ ও তাঁহার রক্ষক-গণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যেমন বায়ুবেগে মেঘমণ্ডল ছিন্নভিন্ন হয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্যের গতিরোধক

সৈন্যদল নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেই সুযোগে মহাবীর দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে শরনিকরে আচ্ছন্ন করিলেন।

গজযূথপতিকে মহাসিংহ আক্রমণ করিলে করিগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করে, যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণকর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া পাণ্ডবসেনা সেইরূপ কোলাহল আরম্ভ করিল। তখন অর্জ্জুন-নির্দ্দিষ্ট রক্ষক সত্যজিৎ সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার সারথি ও অশ্বকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক আচার্য্যের ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। ইহাতে দ্রোণ ক্রুদ্ধচিত্তে দশ বাণে সত্যজিতের কলেবরবিদ্ধ করিলেও তিনি কিছুমাত্র কম্পিত না হইয়া পুনরায় দ্রোণকে প্রহার করিলেন।

পাণ্ডবগণ সত্যজিতের এতাদৃশ পরাক্রম দর্শন করিয়া বীরনাদ ও বসনকম্পনে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য বারম্বার সত্যজিতের শরাসন ছেদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই সত্যপরাক্রম বীর ক্রমাগত অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অবিচলিত-চিত্তে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অবশেষে অবসর পাইবামাত্র আচার্য্য অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সত্যজিতের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন অর্জ্জুনের উপদেশক্রমে যুধিষ্ঠির জয়শীল আচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরকে প্রাপ্ত না হইয়া দ্রোণ ক্রোধভরে রণক্ষেত্রে বিচরণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পাঞ্চালকে বিনষ্ট করিলেন। ইতা-

বসরে অর্জ্জুন ভগদত্তকে সংহারান্তে পথিমধ্যে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ নবোৎসাহ-লাভপূর্ব্বক একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলে সেই সময়ে দ্রোণ-সৈন্য ক্ষণমাত্রও তাঁহাদের সমক্ষে অবস্থান করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণাচার্য্য চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া বিফল মনোরথে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন দুর্য্যোধন স্বপক্ষকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে দেখিয়া আচার্য্যের অনুমতিক্রমে অবহারের আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর পরদিন প্রভাতে হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তগণ পুনরায় অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত ঘোর সমরে ব্যাপৃত হইলেন। সেই সময়ে দ্রোণ তাঁহার বাক্যানুসারে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অপ্রতিহত-গতিতে পাণ্ডবগণের প্রতি আগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আচার্য্যকে দুর্দ্দান্তভাবে আগমন করিতে দেখিয়া শঙ্কিতমনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দ্রোণকৃত দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ প্রবেশে আর কাহাকেও সক্ষম না দেখিয়া অবশেষে তিনি অর্জ্জুন-সমতেজা অভিমন্যুর উপর এই দুর্ব্বহভার সমর্পণ করিয়া কহিলেন—

বৎস! আমরা কিরূপে এই চক্রব্যূহ ভেদ করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে অর্জ্জুন প্রত্যাগমন করিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা করিতে না পারেন, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।

অভিমন্যু কহিলেন—হে আর্য্য! আমি এই ব্যূহ-প্রবেশের কৌশল জ্ঞাত আছি বটে, কিন্তু ইহা হইতে নির্গমনের উপায় অবগত নহি; অতএব প্রজ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গ-প্রবেশের ন্যায় এই বিপদাবহ কার্য্যে কি গমন করা কর্ত্তব্য?

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন—

বৎস! তুমি ব্যূহ একবার ভেদ করিলে আমরা সকলেই তোমার পশ্চাতে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে রক্ষা ও কৌরব-গণকে বিনষ্ট করিব; অতএব তুমি আমাদিগকে শত্রুমধ্যে প্রবেশের দ্বার করিয়া দাও।

মহাবীর অভিমন্যু এইরূপে অভিহিত হইয়া সারথিকে কহিলেন—

হে সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে রথ চালনা কর।

অভিমন্যু বারম্বার এই আদেশ করিলে সারথি কহিল—

হে আয়ুষ্মন্! আপনি অতি গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ দুঃসাহস আপনার উচিত হইতেছে কি না তাহা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হৌন।

তখন অর্জ্জুন-নন্দন হাসিয়া কহিলেন—

ক্ষত্রিয়-পরিবৃত দ্রোণের কথা দূরে থাক্, আমি ঐরাবত-সমারূঢ় ত্রিদশাধিপতির সহিতও যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হই না; অতএব তুমি অবিলম্বে রথচালনা কর।

সারথির বাক্য এইরূপে অনাদৃত হইলে সে অতিশয়

উদ্বিগ্ন-চিত্তে সুবর্ণ-মণ্ডিত পিঙ্গল-বর্ণ অশ্বগণকে দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে চালনা করিল। তখন পাণ্ডব-বীরগণও অভিমন্যুকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর স্রোতের সমুদ্রপ্রবেশের ন্যায় দ্রোণ-সৈন্যের সহিত অভি-মন্যুর সমাগম অতি তুমুল হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি অনায়াসে দ্রোণের সমক্ষেই ব্যূহভেদপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণ জয়দ্রথকর্ত্তৃক ব্যূহ দ্বারেই নিবারিত হইলেন। সমবেত প্রযত্ন সত্ত্বেও তাঁহারা কিছুতেই দৈববলে বলীয়ান্ সিন্ধুরাজকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই সুযোগে কৌরবগণ পুনরায় দৃঢ়-ব্যূহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিমন্যুকে বেষ্টন করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন প্রথমে অর্জ্জুন-তনয়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে মহাবীরের প্রতাপ শীঘ্রই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিলে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, শল্য ও কৃতবর্ম্মা অভিমন্যুকে নিবারিত করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিলেন। আস্যদেশ হইতে এইরূপে গ্রাস আচ্ছিন্ন হওয়া অভিমন্যুর সহ্য হইল না; তিনি শরজালে সকলের অশ্ব ও সারথিকে ব্যথিত করিয়া মহারথগণকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

পরে সন্নিহিত শল্যকে শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছাপন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ সিংহ-

নিপীড়িত মৃগের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ব্যথিত দেখিয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলে লঘুহস্ত অর্জ্জুন-তনয় এককালে তাঁহাকে, তাঁহার সারথিকে এবং চক্ররক্ষক-দ্বয়কে সংহার করিলেন।

তখন বহুসংখ্যক যোদ্ধা কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ গজে একসঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলে তিনি কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া হাস্যমুখে তাহাদের মধ্যে যে অগ্রসর হইল, তাঁহাকেই নিপাতিত করিলেন।

পরে মহাবীর অর্জ্জুন-নন্দন সমরাঙ্গণে পরিভ্রমণ করিয়া দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্যপ্রভৃতি ভূপতিগণকে বাণ-বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার লঘুচারিত্বপ্রযুক্ত তাঁহাকে একই সময়ে চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন—

হে ভূপগণ! দেখ, শিষ্য-পুত্র অভিমন্যুকে আচার্য্য স্নেহবশত নিধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। তিনি বধোদ্যত হইলে এই বালক কখনই নিস্তার পাইত না। অর্জ্জুন-পুত্র দ্রোণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনাকে বীর্য্যবান্ জ্ঞান করিতেছে; অতএব এই পৌরুষাভিমানী মূঢ়কে শীঘ্র সংহার কর।

এই বাক্য শ্রবণে দুঃশাসন দর্পভরে কহিলেন—

যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, আমি তদ্রূপ সকলের সমক্ষেই অভিমন্যুকে সংহার করিব।

এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া ক্রোধভরে

অভিমন্যুর উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই রথ-যুদ্ধ-বিশারদ বীরদ্বয় দক্ষিণে ও বামে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণপূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু কহিলেন—

অদ্য আমি সৌভাগ্যক্রমে সমরে তোমাকে সম্মুখীন দেখিলাম। আমার পিতৃব্যগণকে যে কটুবাক্যসকল কহিয়াছিলে এক্ষণে আমি তাহার প্রতিশোধ লইব।

এই বলিয়া দুঃশাসনের বিনাশ নিমিত্ত অর্জ্জুন-নন্দন অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু দুঃশাসন তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপরি শয়ান ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত করিল।

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পরম হিতকারী মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ ক্রোধান্বিতচিত্তে সুতীক্ষ্ণ সায়কদ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন-তনয় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কর্ণকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া সম্মুখীন সমগ্র রথিগণকে অতিশয় ব্যথিত করিলেন; ফলত কেহই তাঁহার কৌরব-সৈন্য-দলন নিবারণ করিতে পারিলেন না। অভিমন্যু-বিক্ষিপ্ত বিষম বিশিখসকল রথ ভগ্ন এবং নাগ ও অশ্বসমুদায় নিধন করিতে লাগিল। আয়ুধ অঙ্গুলীত্র ও অঙ্গদ-সমন্বিত হেমাভরণ-ভূষিত ছিন্ন বাহু ও মাল্যকুণ্ডল-সমলঙ্কৃত নর-মস্তকসকল ধরাতলে নিপতিত হইতে থাকিল।

ওদিকে সৈন্যগণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল যে,

পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতি মহারথগণ-রক্ষিত হইয়া ও যতবার অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য সেই চক্রব্যূহ প্রবেশের চেষ্টা করিলেন, ততবার একাকী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অভিমন্যু-বিদারিত ব্যূহদ্বার অবরুদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। অবশেষে অবসর-প্রাপ্ত কৌরবগণকর্ত্তৃক সেই চক্রব্যূহ পুনরায় দৃঢ়বদ্ধ হইলে তাহাদের প্রবেশের আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত অরক্ষিত অর্জ্জুন-নন্দন একাকী সমুদ্রমধ্যস্থিত মকরের ন্যায় সেই সুমহৎ সৈন্যদলকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তিনি যখন একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়া কর্ণাদি বীরগণকে বারম্বার নিবারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষণ, মদ্ররাজনন্দন রুক্মরথ-প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাজকুমার ও মহারথ কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে সংহার করিলেন, তখন কৌরবগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দ্রোণাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন।

কর্ণ কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি অবিলম্বে ইহার উপায় না করিলে অর্জ্জুন-পুত্র আমাদের সকলকেই একে একে সংহার করিবে।

আচার্য্য প্রীতমনে প্রিয়শিষ্যপুত্রের সমর-পরাক্রম অবলোকন করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন—

হে বীরগণ! তোমরা কি এপর্য্যন্ত অভিমন্যুকে একবারও বিশ্রাম করিতে দেখিয়াছ? অর্জ্জুন-তনয়ের লঘুচারিত্ব অবলোকন কর। কৌরবমহারথগণ যে ক্রোধপরবশ হইয়াও

উহাকে ব্যথিত করিবার অণুমাত্র অবসর প্রাপ্ত হইতেছেন না, ইহাতে আমি শিষ্যপুত্রের প্রতি একান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। উহার শরজালে আমি ব্যথিত হইয়াও সন্তুষ্ট হইতেছি।

কর্ণ কহিলেন—হে আচার্য্য! সমর পরিত্যাগ করা নিতান্তই লজ্জাকর বলিয়াই আমি এস্থানে এখনও অবস্থান করিতেছি। এই মহাতেজা অর্জ্জুন-কুমারের দারুণ শর-নিকরে আমার শরীর অতিশয় দগ্ধ হইয়াছে।

তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য হাস্যসহকারে কহিলেন—

হে রাধেয়! এই অভিমন্যুর কবচ অভেদ্য। উহার বন্ধনকৌশল আমিই উহার পিতাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; অতএব তোমরা বৃথা বাণ-বর্ষণ করিতেছ। যদি উহাকে পরাজয় করিবার বাসনা থাকে, তবে দ্বৈরথ-যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা সম্মিলিত হইয়া প্রথমে উহাকে নিরস্ত্র ও বিরথ কর, পশ্চাৎ সংগ্রাম করিও। উহার হস্তে অস্ত্র থাকিতে উহাকে পরাজয় করা তোমাদের সাধ্য নয়।

দ্রোণ-বাক্য শ্রবণমাত্র সকলে সত্বর একত্র হইয়া কেহ অভিমন্যুর ধনু, কেহ অশ্ব, কেহ সারথি, কেহ কেহ উহার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদায় ছেদন করিতে—দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা কারুণ্যশূন্য হইয়া এককালে সেই বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন অভিমন্যু খড়্গচর্ম্ম-ধারণপূর্ব্বক অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিলে দ্রোণ তাঁহার খড়্গ ও কর্ণ তাঁহার চর্ম্ম ছেদন করিলেন। একে একে সকল অস্ত্র বিনষ্ট হইলে

অভিমন্যু নির্ভীকচিত্তে একমাত্র অবশিষ্ট চক্র ধারণপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। সেই সময়ে বীরগণ-পরিবৃত শোণিতানুলিপ্ত-কলেবর অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন। ভূপতিগণ সেই অলৌকিক তেজোদীপ্তি সন্দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া সমবেত অস্ত্রবর্ষণদ্বারা সেই চক্র খণ্ড খণ্ড করিলেন।

সেই অবসরে দুঃশাসনপুত্র গদাহস্তে তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহার মস্তকে গদাঘাত করিল। সেই অকস্মাৎ আঘাতে তরুশ্রেণী মর্দ্দনান্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায় হস্ত্যশ্বরথসহ অসংখ্য বীর নিপাতনান্তে সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন অভিমন্যু ভূ-বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে মহা হর্ষধ্বনি উত্থিত হইয়া গগনভেদ করিলে পাণ্ডবগণ এই শোচনীয় ঘটনা পরিজ্ঞাত হইলেন। সৈন্যগণ অতিশয় ভীত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই পলায়নের উপক্রম করিল। যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে বীরগণ! মহাবাহু অভিমন্যু একাকী বহু সৈন্যমধ্যে পতিত হইলেও সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া ক্ষত্রিয়ের পরমগতি লাভ করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর, পলায়ন করিও না।

এই বাক্যে লজ্জিত হইয়া পাণ্ডব-যোদ্ধৃগণ দুর্দ্দান্ত-বেগে কৌরবগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বিমুখ করিলেন। এই সময় দিন ও রজনীর সন্ধিস্থল উপস্থিত হইলে মরীচিমালী অস্ত্রসকলের প্রভাহরণপূর্ব্বক রক্তোৎপলতুল্য কলেবরে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। তখন উভয়পক্ষ সমর-

ব্যায়ামে একান্ত অবসন্ন হওয়ায় সংগ্রামস্থল দেখিতে দেখিতে জনশূন্য হইল।

পাণ্ডববীরগণ অতিশয় বিষণ্ণ-চিত্তে রথ কবচ ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিমন্যুর চিন্তায় ভারাক্রান্ত অন্তঃকরণে যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। ধর্ম্মরাজ অতিশয় কাতর মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হায়! মহাবীর অভিমন্যু আমারই নিয়োগে শত্রুব্যূহ-মধ্যে একাকী প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। আমরা সেই বালকের প্রতি দুঃসহ ভারার্পণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না। অদ্য আমি কিরূপে ধনঞ্জয় ও পুত্রবৎসলা সুভদ্রাকে অবলোকন করিব? আজি জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা স্বর্গলাভ কিছুই আর প্রীতিজনক বোধ হইতেছে না।

লোক-ক্ষয়কর সে ভয়ানক দিনের অবসানে মহাবীর অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্রজালে ত্রিগর্ত্তগণকে নিঃশেষে সংহার করিয়া স্বীয় জয়শীল রথে আরোহণপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ-বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে করিতে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেনানিবেশ নিরানন্দ ও শ্রী-ভ্রষ্ট দেখিয়া অর্জ্জুন উদ্বিগ্ন-চিত্তে কহিতে লাগিলেন—

হে জনার্দ্দন! আজি মঙ্গলতূর্য্য-নিস্বন ও দুন্দুভি-নাদসহ শঙ্খধ্বনি হইতেছে না কেন? যোদ্ধৃগণও আমাকে দেখিয়া অধোমুখে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। হে মাধব! কোন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয় নাই ত?

এইরূপ কথোপকথনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিমর্ষ ও বিচেতন-প্রায় হইয়া বসিয়া আছেন। দুর্ম্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবির-মধ্যে ভ্রাতা ও পুত্রগণের সকলকেই অবলোকন করিলেন; কিন্তু অভিমন্যুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন—

হে বীরগণ! তোমাদের সকলেরই মুখ বিবর্ণ দেখিতেছি এবং তোমরা কেহই আমাকে আজি অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়? সে অদীনাত্মা প্রত্যহ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক আমাকে অভ্যর্থনা করে। আজ আমি শত্রু-সংহার করিয়া আগমন করিতেছি; কিন্তু সে কেন হাস্যমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে না? শুনিলাম, আজ আচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তোমরা অভিমন্যুকে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দাও নাই ত? এ ব্যূহ সে ভেদ করিতে জানে মাত্র, আমি তাহাকে নিষ্ক্রমণের কৌশল উপদেশ করি নাই।

অনন্তর সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া অর্জ্জুন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অসহ্য-শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হা পুত্র! * তোমাকে বার বার নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হইতাম না, এক্ষণে কাল এই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তোমাকে হরণ করিল। আমার হৃদয় বজ্রসারবৎ কঠিন সন্দেহ নাই, এইজন্যই সে দীর্ঘবাহুর অদর্শনে এখনও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। এক্ষণে বুঝিলাম কি নিমিত্ত গর্ব্বিত

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সিংহনাদ করিতেছিল। কৃষ্ণও আগমনকালে কৌরবগণের প্রতি যুযুৎসুর এই তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন—

—হে অধার্ম্মিকগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণ-সংহার করিয়া বৃথা আনন্দিত হইতেছ।

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া তাঁহার সান্ত্বনার্থে কহিলেন—

হে ধনঞ্জয়! এরূপ ব্যাকুল হইও না। শূরগণের এই গতিই বাঞ্ছনীয়। অভিমন্যু বীরজনাকাঙ্ক্ষিত দিব্য লোক প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তোমার ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তোমার শোক সন্দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও অভিভূত হইতেছেন; অতএব তুমি আত্মসংযমপূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বস্ত কর।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অভিমন্যুবধ-সংক্রান্ত ঘটনাবলী চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন করে কর নিপীড়ন ও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কালই জয়দ্রথকে বিনাশ করিব! সে পাপাত্মা আমাদের পূর্ব্ব সদ্ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক এই শোচনীয় দুর্ঘটনার হেতুস্বরূপ হইয়াছে; অতএব কালই তাহাকে সংহার করিব।

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা কহিলাম, যদি তাহা অনুষ্ঠান না করি, তবে আমি যেন পুণ্য-লব্ধ লোক প্রাপ্ত না হই। যদি জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তবে যেন বিশ্বাসঘাতী মাতৃপিতৃহন্তার গতি লাভ করি। যদি কাল পাপাত্মা জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তগত হয়, তবে এই স্থানে তোমাদের সমক্ষে আমি প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব।

মহাবীর ধনঞ্জয় এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বামে ও দক্ষিণে গাণ্ডীব শরাসন নিক্ষেপ করিলে সেই শব্দ গগন স্পর্শ করিল। বাসুদেব সুগভীর পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিয়া সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিলেন। তখন অর্জ্জুনও দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে সৈন্যমধ্য হইতে সহস্র বাদ্যধ্বনি ও সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল।

কৌরবগণ চরদ্বারা এই মহাশব্দের কারণ অবগত হইলে সিন্ধুরাজ ভয়ে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর অবশেষে সভায় গমনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে ভূপালগণ! ধনঞ্জয় আমাকে শমনভবনে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন; অতএব হয় আপনারা আমাকে রক্ষা করিবার সমুচিত ব্যবস্থা করুন; না হইলে, আপনাদের মঙ্গল হৌক! আমি স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করি।

জয়দ্রথ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে এরূপ কহিলে, কার্য্য সাধন-তৎপর দুর্য্যোধন কহিলেন—

হে সিন্ধুরাজ! ভীত হইও না। এই সকল বীরগণের মধ্যে তুমি অবস্থান করিলে কেহ তোমার অনিষ্টসাধনে সক্ষম হইবে না। আমার একাদশ অক্ষৌহিণী কল্য তোমারই রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিবে। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শল্য, সুদক্ষিণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শকুনিপ্রভৃতি বীরগণ তোমার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিবেন। তুমি স্বয়ংও রথিশ্রেষ্ঠ; অতএব অর্জ্জুনকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই।

জয়দ্রথ এইরূপে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; তখন দ্রোণ জয়দ্রথকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—

হে রাজন্! আমি তোমাকে অর্জ্জুন-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিব, সন্দেহ নাই। আমি তোমার রক্ষার নিমিত্ত এমন এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব, যাহা অর্জ্জুন কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, অতএব ভীত হইও না, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

দ্রোণের বাক্যে শঙ্কাশূন্য হইয়া জয়দ্রথ যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন সমুদায় কৌরবসৈন্য হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদও বাদিত্র-বাদন করিতে আরম্ভ করিল।

সে রজনী প্রভাত হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক প্রলয়বেগে পরিভ্রমণ করিয়া ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে তিনি জয়দ্রথকে কহিলেন—

—হে সিন্ধুরাজ! তুমি, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও শতসহস্র চতুরঙ্গিণী সেনায় রক্ষিত হইয়া আমার ছয় ক্রোশ পশ্চাতে অবস্থান কর। শ্রেষ্ঠ বীরগণ স্ব-স্ব-সৈন্যবিভাগ লইয়া মধ্যস্থল রক্ষা করিবেন। আমাকে অতিক্রমপূর্ব্বক এই বীরশ্রেণী ভেদ করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাক, স্বয়ং দেবগণেরও অসাধ্য হইবে।

জয়দ্রথ দ্রোণকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া গান্ধারদেশীয় যোদ্ধা ও বর্ম্মধারী অশ্বারোহিগণ-সমভিব্যাহারে আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুঃশাসন ও দুর্ম্মর্ষণ সর্ব্বাগ্রগামী সৈন্যমধ্যে রহিলেন। তৎপশ্চাতে দ্রোণ শকটাকারে সৈন্যের সংস্থানপূর্ব্বক ব্যূহরচনা করিয়া স্বয়ং সেই ব্যূহমুখে অবস্থান করিলেন। তৎপশ্চাতে জয়দ্রথের নিকট গমনের পথ রোধ করিয়া ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এই শকট ব্যূহের চক্রাকারে স্ব স্ব সৈন্যবিভাগ সন্নিবেশিত করিলেন।

এই সুবৃহৎ ব্যূহের পশ্চাতে বহুযোজন ব্যবধানে সূচি-নামক অপর এক গূঢ় ব্যূহ রক্ষিত হইল। ইহার মধ্যে কর্ণ দুর্য্যোধন শল্য কৃপ প্রভৃতি বীরগণ জয়দ্রথকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত কৌশলযুক্ত ব্যূহদ্বয় অবলোকন করিয়া কৌরবগণ জয়দ্রথকে রক্ষিত ও অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞানুসারে চিতানলে দগ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবসৈন্য প্রতিব্যূহিত হইলে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন—

হে বাসুদেব! যেখানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে প্রথমত রথ লইয়া চল। আমি ঐ গজ-সৈন্য ভেদ করিয়া অরি-ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইব।

মহাবাহু কৃষ্ণ এই বাক্য অনুসারে রথচালনা করিলে অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, মহাবীর অর্জ্জুন তদ্রূপ অরাতিগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অসংখ্য রথী পদাতি ও মাতঙ্গ বিনষ্ট হইলে কৌরবযোদ্ধৃগণ হতোৎসাহ ও পলায়নপর হইল।

তখন দুঃশাসন ভ্রাতার সৈন্য-বিভাগকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনাভিমুখে গমনপূর্ব্বক গজসৈন্যদ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সায়কদ্বারা তাহাদের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে সেই উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুদ্র শত্রুদল ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা গজারূঢ় পুরুষগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতকগুলি গজ ভূপতিত ও কতকগুলি আরোহিহীন হইয়া সৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ পুনরায় পলায়নের উপক্রম করিল। দুঃশাসনও পার্থশরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া দ্রোণ-রক্ষিত ব্যূহমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

তখন অর্জ্জুন সেই শকটাকার ব্যূহ-মুখ প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তিনি প্রথমত বিনীতভাবে গুরুর নিকট ব্যূহপ্রবেশের অনুমতি চাহিলে দ্রোণ হাস্যসহকারে কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! তুমি অগ্রে আমাকে জয় না করিয়া কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

এই বলিয়া দ্রোণ তীক্ষ্ণ শরজালে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদন করিলে তিনি গুরুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় বীর হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ জ্যাচ্ছেদন ও এককালে বহু অস্ত্রবর্ষণ করিয়া বহুক্ষণ অতি আশ্চর্য্য কৌশলযুক্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ধীমান্ বাসুদেব প্রকৃত কার্য্যসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন—

হে মহাবাহো! আমাদের আর কালক্ষেপ করা উচিত হয় না। আচার্য্যের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করা হইয়াছে; অতএব চল উঁহাকে অতিক্রম করিয়া ব্যূহ-প্রবেশ করি।

অর্জ্জুন এই কথায় সম্মত হইলে কৃষ্ণ দ্রোণকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া ব্যূহ-মধ্যে ধাবমান হইলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে অবরোধ করিবার অক্ষমতা অনুভব করিয়া কহিলেন—

হে পার্থ! তুমি না শত্রু পরাজয় না করিয়া কদাচ নিবৃত্ত হও না! তবে এক্ষণে কোথায় পলায়ন করিতেছ?

জয়দ্রথ-বধোৎসুক ধনঞ্জয় কহিলেন—

হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন; সুতরাং আমার সে নিয়ম আপনার সম্বন্ধে খাটে না।

এই বলিয়া তিনি যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা এই দুই চক্ররক্ষক লইয়া বিশাল শত্রু-সেনামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন কাম্বোজ ও ভোজরাজ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপশালী পাণ্ডুতনয়ের বিষম বিশিখ-প্রভাবে অশ্বসকল গাঢ় বিদ্ধ, রথসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন এবং আরোহী সমেত কুঞ্জরগণ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বহু যোদ্ধার সহিত একাকী সংগ্রাম করিতে বাধ্য হওয়ায় অর্জ্জুনের গতিরোধ হইতেছে অবলোকন করিয়া তাঁহার উত্তেজনার্থে কৃষ্ণ কহিলেন—

হে পার্থ! তোমার আর এই বীরগণের প্রতি দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের অদ্যকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য অল্পমাত্র সময় অবশিষ্ট আছে।

এই কথায় অর্জ্জুন মহাবেগে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলে কৃতবর্ম্মা ও সুদক্ষিণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন, সেই অবসরে বাসুদেব অলক্ষিতবেগে তাঁহাদের রক্ষিত ভোজ ও কাম্বোজ সৈন্যদল অতিক্রম করিলেন।

এদিকে মধ্যাহ্নিনান্তে দিনমণি অস্তাচলশিখরাভিমুখী হইলে, অর্জ্জুন বহুসংখ্যক কৌরব-যোদ্ধা নিপাতন এবং সৈন্যদলকে বিদ্রাবণ ও বিলোড়নপূর্ব্বক শ্রান্ত-দেহে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ অশ্ব লইয়া শকটব্যূহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,

তখন বহুদূরে ব্যূহিত শ্রেষ্ঠ মহারথগণ-রক্ষিত জয়দ্রথের অবস্থান-ভূমি দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে মাধব! আমাদের অশ্ব নিতান্ত শ্রান্ত ও শরার্দ্দিত হইয়াছে; অতএব তাহাদিগকে বিশ্রাম দিবার এই উপযুক্ত অবসর।

কৃষ্ণ এই বাক্য অনুমোদন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গাণ্ডীবহস্তে রথ ও অশ্বসহ বাসুদেবকে রক্ষার নিমিত্ত অবস্থান করিলেন। তখন অশ্ববিদ্যা-সুনিপুণ কৃষ্ণ অর্জ্জুন-শর-রক্ষিত ক্ষেত্রমধ্যে অশ্বগণকে মোচন করিয়া স্বহস্তে তাহাদের শল্যোদ্ধার ও গাত্র পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জলপান করাইলেন।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর অশ্বগণের শ্রম ও গ্লানি অপনোদন হইলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনরায় যোজনা করিয়া অর্জ্জুনের সহিত রথারূঢ় হইলেন। তখন অশ্বগণ যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া জয়দ্রথের দিকে দ্রুতবেগে রথ লইয়া চলিল।

অর্জ্জুনকে অপ্রতিহত-গতিতে ধাবমান দেখিয়া কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হওয়ায় দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে নিবারণ করিবার জন্য সত্বর উপস্থিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে সৈন্যগণ-মধ্যে—রাজা হত হইলেন!—বলিয়া হাহাকার-ধ্বনি উপস্থিত হইল। কিন্তু দুর্য্যোধন যখন অর্জ্জুন-বিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড অস্ত্রসমুদায় অনায়াসে সহ্য করিয়া তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে বিদ্ধ

করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণ কহিলেন—হে পার্থ! কি আশ্চর্য্য! তোমার বাণসকল ব্যর্থ দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইতেছি। আজ কি পূর্ব্বাপেক্ষা গাণ্ডীবের অথবা তোমার মুষ্টির বা বাহুদ্বয়ের বলহানি হইয়াছে?

অর্জ্জুন কহিলেন—হে বাসুদেব! নিশ্চয়ই আচার্য্য দুর্য্যোধনের গাত্রে অভেদ্য কবচ বন্ধন করিয়াছেন, সে কবচের বন্ধন গুরু কেবল আমাকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনুষ্য-নিক্ষিপ্ত বাণের কথা দূরে থাক্, ইন্দ্রের অশনিতেও উহা বিভিন্ন হইবার নহে। কিন্তু স্ত্রীলোকের ন্যায় দুর্য্যোধন কেবল যেন গাত্রের শোভার্থে এই কবচ ধারণ করিয়াছে, সে ইহার উপযুক্ত যুদ্ধপ্রণালী কিছুই অবগত নহে, অতএব সে এখনি আমার ভুজবল অবগত হইবে।

এই বলিয়া ধনঞ্জয় বর্ম্মভেদ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের শরমুষ্টি ও শরাসন ছেদন এবং অশ্ব ও সারথি বিনাশপূর্ব্বক তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনের রক্ষার্থে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের গতিরোধ করিল।

দিবার শেষভাগে অর্জ্জুনকে এইরূপে অবরুদ্ধ দেখিয়া ধূলি-ধূসরিত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর বাসুদেব সাহায্যের নিমিত্ত বার বার পাঞ্চজন্য শঙ্খে প্রবল ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

হে ভীম! যে বীর একমাত্র রথে দেব গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছে, আমি তোমার সেই ভ্রাতা অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ড আর দেখিতে পাইতেছি না।

এই কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির একান্ত কাতর হইয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। ভীম ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! তোমাকে কখনও এরূপ কাতর দেখি নাই, পূর্ব্বে আমরা অবসন্ন হইলে তুমি আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে; অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আজ্ঞা কর—কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে।

এই কথায় কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে বৃকোদর! প্রিয়দর্শন অর্জ্জুন সূর্য্যোদয়ের সময়ে জয়দ্রথ-বধার্থে কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এখনও প্রত্যাগত হইতেছেন না, এই আমার শোকের মূল কারণ।

ভীমসেন কহিলেন—মহারাজ! আর বৃথা শোক করিও না। আমি এখনই চলিলাম।

অনন্তর ভ্রাতৃ-হিতনিরত মহাবীর ভীম অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিয়া যাত্রা করিলেন। মারুতগামী অশ্ব-সংযোজিত রথে তিনি সেনাদিগকে বিমর্দ্দন ও নিবারণকারী বীরগণকে অতিক্রম করিয়া দ্রোণ-রক্ষিত ব্যূহমুখে মহাবেগে ধাবিত হইলেন।

আচার্য্য কহিলেন—হে ভীমসেন! আমি অদ্য তোমার

বিপক্ষ, আমাকে পরাজয় না করিয়া তুমি কদাচ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না।

ভীম এই বাক্যে রুষ্ট হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—

হে ব্রহ্মন্! ইতিপূর্ব্বে আমরা আপনাকে গুরু ও বন্ধু বলিয়া জানিতাম, অদ্য আপনি বিপরীত ভাব ধারণ করিতেছেন। যাহা হৌক আমি কৃপাপরবশ অর্জ্জুন নহি। আপনি যদি বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে আমিও অবিলম্বে শত্রুবৎ আচরণ করিব।

এই বলিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেন কালদণ্ড-সদৃশ গদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাহা দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিলে সেই প্রচণ্ড গদাঘাতে সারথি অশ্ব ও রথ এককালে বিনষ্ট হইল।

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ চতুর্দ্দিক হইতে ধাবিত হইয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি অনায়াসে সম্মুখাগত ব্যক্তিগণকে সংহার করিয়া উদ্ধত বায়ু যেমন পাদপ-দলকে বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ কৌরবসেনাকে দলন ও অতিক্রম করিলেন।

এইরূপে ব্যূহের পশ্চাদর্দ্ধে উপনীত হইয়া ভীম দেখিলেন যে, ভোজ ও কাম্বোজরাজ-রক্ষিত সৈন্যগণের সহিত সাত্যকি তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া ভীমসেন অলক্ষিতভাবে শকটব্যূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অদূরে কৃষ্ণার্জ্জুন-সমেত কপিধ্বজ রথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর

হইলে তিনি বর্ষাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিলেন।

পরিচিত ভীমকণ্ঠ শ্রবণে কৃষ্ণার্জ্জুন বারম্বার হর্ষধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। সেই শব্দ যুধিষ্ঠিরের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি একান্ত প্রীতমনে ভীমসেনের প্রশংসা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

অহো! ভীম যথার্থই আমার আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক আমাকে অর্জ্জুনের কুশলসংবাদ জ্ঞাপন করিল। এক্ষণে সেই অরাতিবিজয়ী অর্জ্জুনসম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা তিরোহিত হইল।

ভীমকে ব্যূহ হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু মহাবল বৃকোদর স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক তাহাদিগকে একে একে যম-সদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের একত্রিংশ পুত্র নিহত হইলে ভীমকে নিবারণার্থে মহাবীর কর্ণ সূচি-ব্যূহ হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

তখন উভয় বীরের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ অনায়াসে ভীম-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। ভীম ধনুর্যুদ্ধ নিষ্ফল দেখিয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিলেন; কিন্তু কর্ণ অস্ত্রদ্বারা সে অসিচর্ম্মও বিনষ্ট করিলেন এবং অস্ত্রহীন ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন নিরুপায় ভীমসেন পলায়ন করিয়া মৃত-গজ-কলেবর-সকলের মধ্যে বিচরণপূর্ব্বক আশ্রয় লাভ করিলেন।

এই সময়ে কর্ণ বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়া ও কুন্তীর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিলেন না। তিনি ভীমের আশ্রয়স্বরূপ গজদেহ ছিন্ন করিয়া রথগমনের পথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন এবং ধনুষ্কোটিদ্বারা প্রহারপূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন—

অহে ভীম! তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নহ, রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

ভীম অঙ্গস্পৃষ্ট সেই কর্ণের কার্ম্মুক তৎক্ষণাৎ আচ্ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিয়া কহিলেন—

আরে মূঢ় স্বয়ং ইন্দ্রেরও জয় এবং পরাজয় উভয়ই হইয়া থাকে। আমিও তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার পরাজয় করিয়াছি, তবে কেন বৃথা শ্লাঘা করিতেছ? তুমি একবার আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত পৌরুষ বুঝা যাইবে।

কিন্তু কর্ণ সকলের সমক্ষে তাহাতে পশ্চাৎপদ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন যখন দুস্তর সৈন্যসাগর পার হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার চক্ররক্ষকদ্বয় তাঁহার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এক্ষণে যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সৈন্যমণ্ডলীর বহির্ভাগ দিয়া অর্জ্জুনের অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলেন। রথহীন ভীম ও সাত্যকি তাঁহাদের একরথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের অনুসরণ করিলেন। তখন জয়দ্রথ-বেষ্টনকারী

দুর্য্যোধন কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামাপ্রভৃতি বীরগণ এবং স্বয়ং সিন্ধুরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

সমস্ত দিনের চেষ্টার পর অবশেষে জয়দ্রথকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন—হে কর্ণ! অর্জ্জুনের সহিত তোমার যুদ্ধের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব অর্জ্জুনের যুদ্ধের বিঘ্ন বিধান করিতে পারিলেই আমরা জয়দ্রথ-রক্ষায় কৃতকার্য্য হইব এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে অর্জ্জুন অনলে প্রবেশ করিলে আমরা যুদ্ধেও জয়লাভ করিব।

তদুত্তরে কর্ণ কহিলেন—

মহারাজ! ইতিপূর্ব্বেই মহাপরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত যুদ্ধকালে আমার কলেবর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, যাহা হৌক আমি তোমার নিমিত্তই প্রাণ ধারণ করিয়া আছি; অতএব সাধ্যমত অর্জ্জুনকে নিবারণ করিব।

ইত্যবসরে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কৌরব-সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিয়া বীরগণের ভুজদণ্ড ও মস্তকচ্ছেদন করিয়া অনতিকালমধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। অবশেষে দুর্য্যোধন কর্ণ শল্য অশ্বত্থামা ও কৃপ জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য কৌরব-বীরগণ ভাস্করকে লোহিতবর্ণ

দেখিয়া মহা উৎসাহসহকারে কার্ম্মুক আনত করিয়া তাঁহার প্রতি শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমত অগ্রবর্ত্তী কর্ণের অশ্ব ও সারথি বিনাশপূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন এবং পরে কর্ণ রুধিরাক্ত কলেবরে অশ্বত্থামার রথে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি অশ্বত্থামা ও মদ্ররাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ-নিক্ষিপ্ত শরজালে যে গাঢ় অন্ধকার হইয়াছিল, পার্থ তাহা দিব্যাস্ত্রদ্বারা অনায়াসে দূরীকৃত করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সৈন্যগণ সেই দেবরাজের অশনি-নির্ঘোষতুল্য গাণ্ডীব-টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া বাতাহত সমুদ্রজলের ন্যায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু অচিরে সূর্য্যাস্তের আশায় উৎফুল্ল কৌরব-প্রধানগণ পরস্পরের রথ সংশ্লিষ্ট করিয়া অবিচলিতচিত্তে জয়দ্রথকে বেষ্টনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের বাণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। তন্নিমিত্ত মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার কোন ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

এই শঙ্কটের অবস্থায় অস্তগমনোন্মুখ বিভাকর ক্ষণকাল তিমিরাবৃত হইল। ইহাতে কৌরবগণ সূর্য্যকে অস্তগত জ্ঞান করিয়া সতর্কতা পরিত্যাগপূর্ব্বক হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন

এবং জয়দ্রথও আনন্দভরে আশ্রয়স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক উল্লসিত আননে অস্তগত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিলেন।

একমাত্র বাসুদেব প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে কহিলেন—

হে পার্থ! সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে অস্তগত হয় নাই, ক্ষণকাল অদৃশ্য হইয়াছে মাত্র, তুমি এই অবসরে অনায়াসে জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিতে পারিবে।

এই কথায় অর্জ্জুন সত্বর সিন্ধুরাজের রথাভিমুখে ধাবমান হইলে জয়দ্রথ-রক্ষকগণ সংশয়ারূঢ় হইয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে বেষ্টন করিবার সুযোগ পাইলেন না। সৈন্যগণও ধনঞ্জয়ের রোষাবিষ্ট আগমনে ভীত হইয়া তাঁহাকে পথ প্রদান করিল। তখন অর্জ্জুন অভিমন্যুর মৃত্যুর হেতুস্বরূপ সেই জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইয়া সৃক্কণী-লেহনপূর্ব্বক কৃতসন্ধান ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেনপক্ষী যেরূপ শকুন্তকে হরণ করে, তদ্রূপ গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত সেই বাণ জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল।

ইত্যবসরে সূর্য্য তিমির-মুক্ত হইয়া লোহিত-কলেবরের শেষাংশ প্রকাশ করিলে, সকলে দেখিলেন যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছেন।

তখন জয়ঘোষণার্থে কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলে ভীম ঘোরতর সিংহনাদে দিগ্বিদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন। তৎশ্রবণে যুধিষ্ঠির জয়দ্রথ-বধ বৃত্তান্ত অনুমান করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দভরে বাদ্যধ্বনিদ্বারা অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করাইলেন।

এ দিকে দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধনে হতাশ্বাস হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে ও দীনবদনে ভগ্নদশন ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দ্রোণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে আচার্য্য! অস্মৎপক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন করুন! যে সকল ভূপালগণ আমাকে রাজ্য প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ, যেহেতু মিত্রগণকে স্বীয় কার্য্য সাধনার্থে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলাম। হে গুরো! আপনিই আমাদের মৃত্যু বিধান করিয়াছেন। আমার নিমিত্ত যখন এই রাজগণ অরক্ষিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আর আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি?

দ্রোণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! কেন অনর্থক আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ? আমি ত তোমাকে সতত বলিয়াই থাকি যে, অর্জ্জুন অজেয়। আমরা ত্রিলোকমধ্যে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মনে করিতাম, সেই ভীষ্ম ইঁহারই প্রভাবে সমরশায়ী হইলেন। তবে আমি যে তোমার সৈন্যরক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছি না, তাহাতে আমার অপরাধ কোথায়? বৎস! দ্যূত-সভায় শকুনি যে অক্ষনিক্ষেপ করিয়াছিল, সেইগুলি এক্ষণে অর্জ্জুনের হস্তে সুতীক্ষ্ণ শররূপ ধারণ করিয়া তোমার সৈন্য বিনষ্ট করিতেছে। অধর্ম্মের ফল হইতে

নিষ্কৃতি নাই। যাহা হৌক পাণ্ডবগণ সহ পাঞ্চাল-সৈন্য আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; অতএব এক্ষণে আমি তোমার বাক্য-শল্যে একান্ত পীড়িত হইলেও প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে চলিলাম, তুমিও সাধ্যমত সৈন্যরক্ষাকার্য্যে মনোযোগ কর।

এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত-মনে পাণ্ডব-সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণ-শরে সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভীমার্জ্জুন কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আচার্য্যকে নিবারণ করিলেন।

তখন যে অসংখ্যবীর-নিপাতন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইল তন্মধ্যে সকল শব্দের উপর গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন ঘন ঘন শ্রুত হইতে লাগিল। ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রের প্রতি নারাচ সন্ধানপূর্ব্বক তাহাদিগকে বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ভূতল-পাতিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বিবিধ প্রকার শরযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বিশিখদ্বারা বীরগণের মস্তক এবং ক্ষুরপ্রদ্বারা গজ সমুদায়ের শুণ্ড ও অশ্বগণের গ্রীবা ছেদন করিলেন। তাহাদের চীৎকারশব্দে সমাগত ঘোররূপা রজনী ভীষণতর হইয়া উঠিল।

তদ্দৃষ্টে রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন—

হে মিত্রবৎসল! ঐ দেখ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতেছে। এক্ষণে তুমি অস্মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে পরিত্রাণ কর।

কর্ণ কহিলেন—মহারাজ! আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি আজি পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল কেকয় ও বৃষ্ণিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক তোমাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিব।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন—

হে বাসুদেব! ভুজঙ্গম যেমন পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, আমি তদ্রূপ রণস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহি। অতএব শীঘ্র কর্ণ-সমীপে রথ সঞ্চালন কর।

কর্ণের অমোঘ-শক্তির বৃত্তান্ত অবগত থাকায় কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! এক্ষণে নানা কারণে তোমার কর্ণের অভিমুখীন হওয়া উচিত হইতেছে না। নিশাচর ঘটোৎকচ উহাকে উপযুক্তরূপে নিবারণ করিতে পারিবে; অতএব তাহাকে এই কার্য্যে নিয়োগ কর।

কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জ্জুন ঘটোৎকচকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—

বৎস! এক্ষণে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; রাক্ষসী-মায়াপ্রভৃতি তোমার যাহা কিছু অস্ত্র আছে তাহা অবলম্বন করিয়া কর্ণকে নিবারণ কর।

ঘটোৎকচ কহিল—হে মহাত্মন্! আপনার অনুমতি-ক্রমে আমি অদ্য কর্ণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব, যাহা লোকে সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

অরাতি-ঘাতন নিশাচর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কর্ণ কোন ক্রমে ঘটোৎকচকে অতিক্রম না করিতে পারিয়া দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিলেন। তদ্দর্শনে ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শস্ত্রধারী রাক্ষস-সৈন্যেরদ্বারা পরিবৃত হইল। সেই নিশাচরগণ রাত্রিপ্রভাবে সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া শিলা-বর্ষণ আরম্ভ করিয়া কৌরবগণকে বিশেষরূপে ব্যথিত করিল।

একমাত্র কর্ণ অবিচলিতচিত্তে সেই রাক্ষসী মায়া নিরাকৃত করিতে যত্নবান্ হইলেন। রাক্ষসগণ মায়াযুদ্ধ বিফল দেখিয়া অস্ত্রবর্ষণের দ্বারা কর্ণকে সংহার করিতে চেষ্টা করিল। ঘন ঘন নিক্ষিপ্ত শর শক্তি শূল গদা চক্রপ্রভৃতিতে কৌরবগণ আক্রান্ত ও অভিভূত হইতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও শিলাঘাতে রথসমুদায় নিষ্পিষ্ট হইল।

অবশেষে অস্ত্রজালসমাচ্ছন্ন কর্ণ ব্যতীত কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিল না। কিন্তু মহাবীর ঘটোৎকচ যখন এক শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের অশ্বচতুষ্টয় বিনাশ করিল, তখন বিরথ রাধেয় কৌরবগণকে পলায়মান এবং ঘটোৎকচকে জয়শীল অবলোকন করিয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে কাতর-স্বরে কৌরবগণ অনুনয় করিতে লাগিলেন—

হে সূতনন্দন। কৌরবসেনা বুঝি অদ্যই সমূলে বিনষ্ট হয়। তুমি সত্বর বাসবদত্ত শক্তি প্রয়োগে এই নিশাচরকে

সংহার কর। এ ঘোর রজনী উত্তীর্ণ হইতে পারিলে বীরগণ পরে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার অবসর পাইবেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত এই অমোঘ শক্তি বৃথা পোষণ না করিয়া উহা এখনই প্রয়োগ কর।

মহাবীর কর্ণ সেই ভয়ঙ্কর নিশীথসময়ে স্বীয় পক্ষের আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন-বধ-নিমিত্ত সেই বহুযত্ন-রক্ষিত অমোঘ শক্তি গ্রহণ ও নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ করিয়া উর্দ্ধগতি অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগত হইল। কৌরবগণ নিশাচর-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমাহ্লাদে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণকে যথোচিত পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু পাণ্ডবগণকে ভীম-তনয়ের শোকে অতিশয় কাতর দেখিয়াও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন—

হে বাসুদেব! বৎস ঘটোৎকচের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত্ত হইয়াছি, কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত অনুপযুক্ত সময়ে আনন্দ করিতেছ?

কৃষ্ণ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! কর্ণ আজি ইন্দ্রদত্ত মহাশক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কর্ণের নিকট এই মহা অস্ত্র থাকিতে স্বয়ং যমও তাঁহার সমক্ষে বিরাজ করিতে সক্ষম হইতেন না। মহাতেজা কর্ণ যেদিন কবচ ও কুণ্ডলের বিনি-

ময়ে ইন্দ্রের নিকট এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবধি তিনি তোমার বিনাশনিমিত্ত তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন ;—হে পার্থ! অদ্য কর্ণ শক্তিশূন্য হওয়ায় উহাকে নিপতিত জ্ঞান করিতে পার। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে নিষেধ করিয়া নিশাচরকে উহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যতদিন তোমার মৃত্যুস্বরূপ এই শক্তির প্রতিকার করিতে পারি নাই, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ তিরোহিত হইয়াছিল। অদ্য আমার কৌশল সফল হওয়ায় আনন্দ করিতেছি।

—যাহা হৌক, এক্ষণে আমাদের সৈন্যগণ হাহাকার-রবে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে, বোধ হয় মহাবীর দ্রোণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন ; অতএব হে অরিন্দম! তুমি তাঁহাকে নিবারণ কর।

তখন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে সমগ্র যোদ্ধৃগণ দ্রোণজিগীষু হইয়া অর্জ্জুনের সহিত মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দৃষ্টে রোষাবিষ্টচিত্তে আচার্য্যের রক্ষার্থে কৌরবগণকে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু উভয়পক্ষের শ্রান্তবাহন বীরগণ রাত্রি অধিক হওয়ায় নিদ্রালু হইয়াছিলেন, সুতরাং নিশ্চেষ্টবৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—

হে সেনাগণ! তোমরা অন্ধকারে সমাবৃত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ ; অতএব কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও।

কৌরব-সেনাপতি দ্রোণও সেই বাক্য অনুমোদন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কেহ বাহনের উপর কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ লাভ করিল।

অনন্তর নয়ন-প্রীতিবর্দ্ধন পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক্ অলঙ্কৃত করিলে ক্রমে ভূমণ্ডল জ্যোতিষ্ময় হইয়া উঠিল। ঐ আলোকে সৈন্যগণ প্রবোধিত হইয়া রাত্রির শেষভাগে পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল।

অনন্তর কৌরবসৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ দ্রোণের এবং অপর ভাগ দুর্য্যোধনের ও কর্ণের অধীনে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে কেশব! অভিমন্যুবধে জয়দ্রথের অতি অল্প অপরাধ ছিল, কিন্তু তজ্জন্য অর্জ্জুন তাহাকে সংহার করিলেন। আমার মতে যদি কোন বিশেষ শত্রুকে বিনাশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে সংহার করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য। উহাদের সাহায্যে দুর্য্যোধন আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধকার্য্য চালনা করিতেছেন।

যুধিষ্ঠির এই বলিয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিলে অর্জ্জুন অন্যান্য বীরগণের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে দ্রুপদ ও বিরাট দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দ্রোণ অনায়াসেই তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন। তখন বিরাট এক তোমর ও দ্রুপদ এক প্রাস নিক্ষেপ করিলে দ্রোণ অতিশয় রুষ্ট হইয়া সেই অস্ত্রদ্বয়

ছেদনপুর্ব্বক সুশাণিত ভল্লদ্বারা দ্রুপদ ও বিরাটকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন—

তদ্দৃষ্টে দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিজ্ঞা করিলেন—

অদ্য যদি দ্রোণ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন, তবে আমি যেন ক্ষত্রিয়লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হই।

তখন একদিকে পাঞ্চালগণ এবং অন্যদিকে অর্জ্জুন অবস্থান করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি দেবরাজ যেমন রোষাবিষ্ট হইয়া দানবদল সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ বলিতে লাগিলেন—

অর্জ্জুন যখন কোনমতেই গুরুর অনিষ্টাচরণ করিবেন না, তখন আচার্যের হস্তেই যে আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে তাহার সন্দেহ কি?

এই কথা শ্রবণে কৃষ্ণ কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! তুমি ব্যতীত কেহই বলপ্রভাবে দ্রোণকে নিহত করিতে সক্ষম নহে, সুতরাং অপর কাহারও দ্বারা আচার্য্যের পরাজয় সাধন করিতে হইলে কৌশল অবলম্বন না করিলে উপায় নাই। অশ্বত্থামার মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে আচার্য্য প্রিয়তম পুত্রের শোকে নিস্তেজ হইয়া পড়িবেন, অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ প্রদান করুক।

এ প্রস্তাবে অর্জ্জুন কর্ণপাতই করিলেন না, কিন্তু কৃষ্ণের

অনুরোধে অনন্যোপায় যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে উহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর কিংকর্ত্তব্য অবধারিত হইলে তদনুসারে ভীমসেন অবন্তি-রাজের অশ্বত্থামা-নামক এক গজ সংহার-পূর্ব্বক অতি লজ্জিত মনে দ্রোণ-সমীপে গমন করিয়া—অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে—বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য সেই দারুণ শোকাবহ সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিশয় বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। কিন্তু পুত্রকে অমিত-পরাক্রমশালী জানিয়া তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই সংবাদের সত্যতা সমর্থনের প্রতীক্ষায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

হে রাজন্! যদি আচার্য্য রোষপরবশ হইয়া এইরূপে আর অর্দ্ধদিন যুদ্ধ করেন, তবে নিশ্চয়ই তোমার সমুদায় সৈন্যদল নিঃশেষিত হইবে; অতএব তুমি স্বয়ং দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যু-সংবাদ পুনরায় না জানাইলে আমাদের আর উপায় নাই। প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যা কহিলে পাপস্পর্শ হয় না। ভীমের কথায় আচার্য্য অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তুমি কহিলে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভবিতব্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এবং আচার্য্যকে নির্ম্মমভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া কৃষ্ণের উপদেশপালনে সম্মত হইলেন। কিন্তু দ্রোণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া জয়াভিলাষ এবং মিথ্যাকথনভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া তিনি—অশ্বত্থামা

হত হইয়াছেন—এই কথা স্পষ্ট বলিয়া অস্পষ্টরূপে গজ শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ভীমের বাক্য যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সমর্থিত হইলে দ্রোণ পুত্রশোকে অতিশয় অবসন্ন হইয়া বিচেতনপ্রায় হইলেন।

সেই সুযোগ পাইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তরবারি বিঘূর্ণিত করিয়া স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। তখন অর্জ্জুন অতিশয় অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া—আচার্য্যকে বিনাশ করিও না—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণোদ্দেশে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু তিনি আগত হইবার পূর্ব্বেই দ্রুপদ-নন্দন দ্রোণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমসেন বাহ্বাস্ফোটনদ্বারা ধরাতল কম্পিত করিয়া মহাহ্লাদে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে অরাতিনিপাতন! কর্ণ ও দুর্য্যোধন অনুরূপদশা প্রাপ্ত হইলে আমি তোমাকে সমরবিজয়ী বলিয়া পুনরায় আলিঙ্গন করিব।

মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নশ্বর-দেহত্যাগান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন-প্রভৃতি মহীপালগণ সৈন্য অবহারপূর্ব্বক একান্ত বিমনায়মান হইয়া শোকাকুল অশ্বত্থামাকে বেষ্টনপূর্ব্বক সান্ত্বনা দিতে দিতে সেই দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন—

হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য এবং আমার প্রতি

তোমার অটল সৌহার্দ্দের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই।

মহাবীর কর্ণ এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন—

হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে সবান্ধবে পরাজয় করিব; অতএব এক্ষণে তোমার নিয়োগানুসারে আমি নিশ্চয়ই সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিব। তুমি নিশ্চিত-চিত্তে শত্রুগণকে পরাজিত বলিয়াই স্থির করিতে পার।

তখন রাজা দুর্য্যোধন বিজয়াভিলাষী ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া সুবর্ণময় ও মৃণ্ময় পূর্ণকুম্ভ, হস্তী, গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য এবং সুসংভৃত অন্যান্য উপকরণদ্বারা পট্টাবস্ত্রাবৃত ও আসনোপবিষ্ট মহাবীর কর্ণকে বিধিপূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর কর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে রাত্রিশেষে তূর্য্যপ্রভৃতি বাদনদ্বারা সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইবার আজ্ঞা প্রদান করা হইল। এই সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে ধ্বান্তনাশক ভানুর ন্যায় রথে অবস্থিত দেখিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশ দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

বীরবর সূতপুত্র শঙ্খ-শব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করিয়া বিপুল কৌরবসৈন্যদ্বারা মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। এই ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে শকুনি ও উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত দুর্য্যোধন, গ্রীবায় অন্যান্য

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, চরণচতুষ্টয়ে নারায়ণী-সেনা-পরিবৃত কৃতবর্ম্মা, দাক্ষিণাত্যগণ-বেষ্টিত কৃপাচার্য্য এবং স্ব-স্ব-সৈন্যদল লইয়া মহাবীর ত্রিগর্ত্তরাজ ও মদ্ররাজ শল্য বিরাজ করিতে লাগিলেন।

নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

ভ্রাতঃ! ঐ দেখ মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরব-সেনাকে কি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সকলেই নিহত হইয়াছেন; অতএব তোমার জয়লাভসম্বন্ধে আমি আর সংশয় করি না। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশবর্ষ সংস্থিত শল্য উদ্ধৃত হয় তুমি এক্ষণে উপযুক্ত প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ কর।

জ্যেষ্ঠের এই কথা শ্রবণানন্তর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করিলেন। ব্যূহের বামপার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে অর্জ্জুন-রক্ষিত ধর্ম্মরাজ এবং পৃষ্ঠদেশে নকুল সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যসঙ্কুল কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যদল পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে প্রধান যোধগণ নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা নর-মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিলেন। ক্রমে মহারথগণ সম্মুখসমরে সঙ্ঘটিত হইলে সে দিবস ক্রমান্বয়ে বহুবিধ দ্বৈরথ-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে কর্ণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মাতঙ্গগণ

তাঁহার নারাচ-প্রহারে অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দসহকারে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ দলে দলে বিনষ্ট হইতে লাগিল।

স্বীয় সৈন্যদলকে এইরূপে নিপীড়িত দেখিয়া পরিশেষে নকুল কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণতর আকার ধারণপূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন, এবং তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রসমবেত রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। নকুল রথহীন ও অস্ত্রশূন্য হওয়ায় নিজেকে নিরুপায় দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র হাস্যপূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহার গলদেশ জ্যা-রোপিত কার্ম্মুকদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক সেই রুদ্ধকণ্ঠ যোদ্ধাকে কহিলেন—

হে মাদ্রী-নন্দন! তুমি আমার সহিত বৃথা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে। যাহা হৌক এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আর মহাবলপরাক্রান্ত কৌরবদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।

মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে অনায়াসে সংহার করিতে পারিতেন; কিন্তু কুন্তীর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক তিনি মাদ্রী-তনয়কে পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্চাল-গণের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া

তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল-সারথিগণ চক্রধ্বজ বা অক্ষবিহীন রথে জীবিতাবশিষ্ট রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে বীরবর সূতপুত্রের সায়কপ্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। অর্জ্জুন এতক্ষণ স্থানান্তরে সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। কৃষ্ণ পাণ্ডব-সেনাকে অতিশয় বিচলিত ও পলায়নপর দেখিয়া কহিলেন—

হে ধনঞ্জয়! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? সত্বর এই সংসপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণ-বধের চেষ্টা কর।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক অবশিষ্ট সংসপ্তকগণকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যে কখন শরগ্রহণ কখন শরসন্ধান আর কখনই বা শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। বাসুদেবও অর্জ্জুনের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর সেই স্থানের কৌরবপক্ষীয় সৈন্যসমূহ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে অর্জ্জুন কর্ণ-বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধন তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কার্ম্মুক, অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করায় ক্ষণকালও বাধা প্রাপ্ত হইলেন না।

অনন্তর কর্ণ যেখানে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডব-সৈন্য বিলোড়ন করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণপূর্ব্বক কর্ণের বাণসমূহ প্রতিহত করিয়া শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুনের শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব-সৈন্য-গণ তাহাতে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিত-লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ভানুমান্ অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিল এবং রণক্ষেত্র-সমুত্থিত ধূলিপটল প্রভাবে অন্ধকার গাঢ়তর হওয়ায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না। তখন কৌরব মহারথগণ পুনরায় রাত্রিযুদ্ধ-সম্ভাবনায় নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে রণস্থল হইতে অপগমন করিলেন। অগত্যা সেনাপতি কর্ণকে যুদ্ধকার্য্য স্থগিত করিতে হইল। পাণ্ডব-গণ জয়শ্রী লাভ করিয়া শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের স্তুতিবাদ করিতে করিতে স্ব-শিবিরে গমন করিলেন।

পরদিন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় সহস্র তূর্য্য ও অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ কর্ণের যুদ্ধযাত্রা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কৌরব-সৈন্যগণকে উদ্বোধিত করিল।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব-সেনামুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া শত্রুঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ মহাবীর সূতপুত্র সংগ্রামার্থ মহা-ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ

কর, আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি, আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের সহিত, নকুল বৃষসেনের সহিত, সহদেব শকুনির সহিত ও সাত্যকি কৃতবর্ম্মার সহিত সংগ্রামে মিলিত হউন।

অর্জ্জুন অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া যাত্রার পূর্ব্বে কহিলেন—

মহারাজ! তোমার পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে সংহার না করিয়া আমি রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব না।

অনন্তর অপরাহ্নকালে ভীমসেনের সমক্ষেই মহাবীর কর্ণ সোমকসৈন্যগণকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে মহাতেজা বৃকোদরও দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অতি অদ্ভুত বলপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার যুদ্ধপ্রভাবে কৌরব-সৈন্যগণ ভগ্ন হইতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন অশ্বত্থামা ও দুঃশাসনপ্রভৃতি বীরগণ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

সর্ব্বাগ্রে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন বীরদ্বয় পরস্পরের বধাভিলাষী হইয়া দেহবিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিলেন। মহাপরাক্রমশালী বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুশাণিত শক্তি প্রয়োগ করিলেন, প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সেই শক্তি সমাগম হইতেছে দেখিয়া দুঃশাসন আকর্ণসমাকৃষ্ট দশ শরে তাহা মধ্যপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে

কৌরবগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎ-কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সমরাঙ্গণে আশ্চর্য্য কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন ও সারথিকে আহত করিলেন। তখন ভীম দুইটি ক্ষুরপ্রদ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন স্বয়ং বল্গা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বগণকে স্ব-বশে রাখিয়া অন্য শরাসনে এক অশনিতুল্য ভীষণ বাণ যোজনা করিয়া তাহা ভীমসেনের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরে নির্ভিন্নকলেবর ও স্খলিতদেহ হইয়া ভীমসেন বাহুপ্রসারণ-পূর্ব্বক রথমধ্যে পতিত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে পুনরুত্থিত হইয়া তিনি দুঃশাসনকে কহিলেন—

অহে দুরাত্মন্! তুমি ত আমাকে বিদ্ধ করিলে; এক্ষণে আমার এই গদাপ্রহার সহ্য কর।

এই বলিয়া মহাবল বৃকোদর এক দারুণ গদা পরিত্যাগ করিবামাত্র তাহা ভীষণ বেগে দুঃশাসনের মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করিল এবং তাঁহার রথ ও অশ্ব চূর্ণ করিয়া ফেলিল। দুঃশাসন উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া কম্পিত-কলেবরে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

তখন সেই বীরজন-ভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে পতিত দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-কৃত সমস্ত অত্যাচার

ভীমসেনের স্মৃতিপথে উদিত হইল। বনবাস-ক্লেশ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার লাঞ্ছনা-সকল স্মরণ করিতে করিতে অসহিষ্ণু বৃকোদর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং ক্ষণকাল সোৎসুক নয়নে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবার নিমিত্ত তিনি শিতধার অসি সমুদ্যত করিয়া ভূতলশায়ী দুঃশাসনের উপর পদার্পণপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্ছ্বসিত রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া তিনি সমবেত স্তম্ভিত বীরগণকে কহিলেন—

হে কৌরবগণ! আজি আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ ও তাহার রুধিরপানপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞামুক্ত হইলাম। এক্ষণে দুর্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে নিহত করিলে এই মহাসংগ্রাম-যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে।

এই সময়ে সেই রক্তাক্ত-কলেবর লোহিতাক্ষ অচিন্ত্যকর্ম্মা ভীমসেনকে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া যোধগণের মধ্যে কেহ অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিল, কাহারও বা হস্ত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল, কেহ কেহ সঙ্কুচিতনেত্রে মুখ বিবর্ত্তন করিল, এবং সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে রণস্থলে আগমন করিলে একদিক্ হইতে তিনি এবং অপর দিক্ হইতে মহাবীর কর্ণ শত্রুগণকে বিদারণ করিতে করিতে পরস্পরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয়

চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয়কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া সিংহ-তাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। ভূপালগণ কর্ণের হস্তিকেতু এবং অর্জ্জুনের কপিধ্বজ এতদুভয় রথকে ঘোরনির্ঘোষে পরস্পরের প্রতি ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে সিংহনাদ-সহকারে সেই বীরদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কর্ণকে উৎসাহ প্রদানার্থে কৌরব-গণ চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি সমুত্থিত করিল এবং পাণ্ডবপক্ষীয় শঙ্খ ও তূর্য্যনিনাদে অর্জ্জুনের অভিনন্দন করা হইল।

অনন্তর উদ্ভিন্নদন্ত মদমত্তমাতঙ্গদ্বয় যেমন পরস্পর সংঘটিত হয় কর্ণার্জ্জুনও তদ্রূপ সম্মিলিত হইলেন। মহাবীর কর্ণ দশ শরে ধনঞ্জয়কে প্রথমে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুনও হাস্য করিয়া সূতপুত্রের বক্ষঃস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয় অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়কে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন।

এই সময়ে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্তধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন—

মহারাজ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও। যাহাতে মহারথ ভীষ্ম এবং অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ পিতা নিহত হইয়াছেন; সে যুদ্ধে ধিক্! আমি ও আমার মাতুল অবধ্য বলিয়াই জীবিত আছি; কর্ণ বিনষ্ট হইলে তুমিও পরিত্রাণ পাইবে না; অতএব, হে কুরুরাজ! তুমি অনুমতি দাও, আমি ধনঞ্জয়কে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি; তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা রক্ষা করিবেন।

দুর্য্যোধন এইরূপে অভিহিত হইলে ক্ষণকাল চিন্তানিমগ্ন থাকিয়া অবশেষে কহিলেন—

সখে! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু ভীমসেন শার্দ্দুলের ন্যায় দুঃশাসনকে হনন করিয়া যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই, তাহার পর আর কিরূপে শান্তি সম্ভবে? কর্ণকেও এই বহুদিন-বাঞ্ছিত দ্বৈরথ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য নহে। হে গুরুপুত্র! আমি ভীত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেরু পর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুনও কখনই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইবে না।

এদিকে, সেই পরস্পর-প্রহার-প্রবৃত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় অনবরত জ্যা-নিস্বন ও তলধ্বনি করিয়া বিবিধ অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিতেছিলেন। এই সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসন-জ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়ায় ঘোররবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। সেই অবসরে লঘুহস্ত সূতপুত্র বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রক ও কঙ্কপত্র-ভূষিত অন্যান্য বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুনের রক্ষকগণ সমীপে আগত হইয়া বহুবিধ চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কর্ণশর খণ্ডন করিতে না পারায় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রুধিরাক্ত হইলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া আনন্দধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসন-জ্যা অবনামিত

করিয়া কর্ণের শরসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। তাঁহার মহাস্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত হওয়ায় পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। কর্ণ অর্জ্জুনের অশনিতুল্য শরে সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার রক্ষকগণ আত্মীয়দিগকে নিহন্যমান দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ রক্ষককর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও নির্ভীকচিত্তে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বল বীর্য্য পৌরুষ ও অস্ত্রকৌশল-প্রভাবে কখন কর্ণ ধনঞ্জয় অপেক্ষা, কখন অর্জ্জুন সূতপুত্র অপেক্ষা প্রবল হইলেন।

অনন্তর বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে যখন কর্ণ কোন ক্রমেই ধনঞ্জয়কে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন তখন বহুদিন যত্নরক্ষিত বিষমুখ সর্পবাণ তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল। তিনি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন—

অর্জ্জুন! এইবার তুমি নিহত হইলে।

মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্র অন্তরীক্ষে প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া সুশিক্ষিত অশ্বগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক রথের অগ্রভাগ সহসা অবনত করিয়া দিল। তখন সেই অর্জ্জুনের গ্রীবার প্রতি লক্ষিত শর তাঁহার সুদৃঢ় ইন্দ্রদত্ত কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

ধনঞ্জয় অনাকুলিত-চিত্তে শ্বেতবসনদ্বারা কেশকলাপ বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডবিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় বাণে কর্ণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের বাণে রক্তাক্ত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরমধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিকে প্রহার করা অনুচিত বিবেচনায় কর্ণকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেন না। বাসুদেব তদ্দর্শনে ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? অরাতি দুর্ব্বল হইলেও তাহাদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত পণ্ডিত-গণ কাল প্রতীক্ষা করেন না।

হে অর্জ্জুন! কর্ণ বিমোহিত হইতেছেন, অতএব এই বেলা অস্ত্র-প্রয়োগে উহাকে সংহার কর।

ইতিমধ্যে কর্ণ চেতনা লাভ করিলেন ও ধনঞ্জয়ের বাণ-বর্ষণে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কর্ণ পুনরুদ্দীপিত উদ্যমসহকারে ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে তিনি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সহসা দক্ষিণ চক্র পঙ্কে নিমগ্ন হইলে কর্ণের রথ অচল হইল। কর্ণ ক্রোধে অশ্রু বিসর্জ্জনসহকারে অর্জ্জুনকে কহিলেন—

হে পার্থ! দৈববশত আমার রথচক্র ধরণীতে প্রোথিত হইয়াছে, অতএব তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখ, আমি মহীতল হইতে উহাকে উদ্ধার করি। হে অর্জ্জুন তুমি মহৎ-

কুলসম্ভূত ও ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ, এই নিমিত্তই আমি কহিতেছি—এক্ষণে কাপুরুষের ন্যায় আমাকে প্রহার করিও না।

কর্ণের কথার উত্তরে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন—

হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইলেই নিজ দুষ্কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে। তোমার অভিমতে যখন দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় অপমান করা হইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজকে শকুনির দ্বারা শঠতাপূর্ব্বক পরাজয় করা হইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আর যখন তোমরা সপ্ত মহারথ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক বধ করিয়াছিলে, তখনই বা তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? এখন তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালু শুষ্ক করিলে কি হইবে?

বাসুদেবের এই কথায় কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। অনন্তর তিনি নিরুপায় হইয়া অচল রথ হইতেই অতি ঘোর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে সহসা এক ভয়ঙ্কর বাণ ভীষণবেগে পরিত্যক্ত হইয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে অতি গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিল। সেই মর্ম্মঘাতী আঘাতে তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইয়া পড়িল এবং তিনি কম্পিতকলেবরে ক্ষণকাল অবসন্ন হইয়া রহিলেন।

সেই অবসরে কর্ণ রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক প্রাণপণে

পঙ্ক হইতে রথচক্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই গাঢ় নিমগ্ন চক্রকে কিছুতেই উত্তোলন করিতে সক্ষম হইলেন না। ইত্যবসরে অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইলেই বাসুদেব কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! কর্ণ পুনরায় রথে আরোহণ না করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর।

তখন অর্জ্জুন তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ এক বাণ গ্রহণ ও গাণ্ডীবে যোজনা করিলেন। ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় সেই ভীষণ অস্ত্র অর্জ্জুনকর্ত্তৃক আকর্ণ আকৃষ্ট ও পরিত্যক্ত হইলে তাহা প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কর্ণের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে ভূতলে পাতিত করিল। সূতপুত্রের উন্নত কলেবরও কুলিশ-বিদলিত গৈরিকস্রাবী গিরি-শিখরের ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

তখন বাসুদেব যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীরস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক সিংহনাদ এবং অস্ত্রাদি বিধূনন করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া—হা কর্ণ!—বলিয়া বারম্বার বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে স্ব-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কৌরবগণ বিবিধ যুক্তিদ্বারা কুরুরাজকে সান্ত্বনা

দিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্নবান হইলেন, কিন্তু তিনি প্রিয়সখা ও প্রধান আশ্রয়স্থল কর্ণের নিধন-ঘটনা চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখ বা শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না।

তখন দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—

হে গুরুপুত্র! এ সময়ে কাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব তৎসম্বন্ধে তুমিই উপদেশ প্রদান কর। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আমার আর গতি নাই।

তদুত্তরে অশ্বত্থামা কহিলেন—

মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য যশপ্রভৃতি অশেষ-গুণসম্পন্ন। এই কৃতজ্ঞ বীর স্বীয় ভাগিনেয় যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব ইঁহাকে সেনাপতিরূপে বরণ করিলে আমরা জয়-লাভের আশা করিতে পারিব।

এই বাক্য অনুসারে দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে মদ্ররাজের নিকট নিবেদন করিলেন—

হে মিত্রবৎসল! মিত্র ও অমিত্র পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যদি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, তবে এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হৌন। ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করুন।

শল্য কহিলেন—

হে কুরুরাজ! তুমি যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাক্, সুরগণ যুদ্ধে

উদ্যত হইলেও আমি তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে কাতর হই না।

রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে উৎসাহযুক্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিয়া এই যুদ্ধনিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, কোন ব্যক্তি একাকী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না; পরন্তু সকলে মিলিয়া পরস্পরের রক্ষাবিষয়ে নিরন্তর যত্ন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিবে।

অনন্তর প্রভাত হইলে প্রবলপ্রতাপশালী মদ্ররাজ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করিয়া স্বয়ং মদ্রদেশীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়া তাহার মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, সংসপ্তকগণকে লইয়া কৃতবর্ম্মা বামপার্শ্বে, যবনসেনা-পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কাম্বোজগণ-সমবেত অশ্বত্থামা পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শকুনি ও উলুক অশ্বসৈন্য-সমভিব্যাহারে সর্ব্বাগ্রে পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক শত্রুদলনার্থে ধাবমান হইলে দুর্য্যোধনের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। এদিকে পাণ্ডবগণও প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৌরবগণের আক্রমণ নিবারণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও সাত্যকি শল্যের সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন, অর্জ্জুন কৃত-

বর্ম্মারক্ষিত সংসপ্তকগণের প্রতি, সোমকগণের সহিত ভীমসেন কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং নকুল ও সহদেব সসৈন্য শকুনি ও ও উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ক্রমে শল্যের বিক্রম অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি একাকীই যেন সমগ্র পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে অতিশয় ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। তখন মহারথ ধর্ম্মরাজ রোষভরে—হয় জয়লাভ করিব না হয় বিনষ্ট হইব—এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে কহিলেন—

হে নরসত্তমগণ! ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত সমরস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তোমরা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অংশানুসারে নিপাতিত করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে এই মহারথ শল্য অবশিষ্ট আছেন; অতএব আমিই ইহাকে পরাজয় করিব। নকুল ও সহদেব আমার চক্র রক্ষা করিবেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার দুইপার্শ্বে থাকিবেন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হোন এবং ভীমসেন আমার অগ্রে অবস্থান করুন। আমি সত্য বলিতেছি আজি জয় হোক আর পরাজয় হোক আমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শর-নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার

কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর ধর্ম্মরাজও অস্ত্রবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে দুই বীর শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই মহাবীর শল্য এক খরধার ক্ষুরের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিলে ধর্ম্মরাজ অতিশয় রুষ্ট হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নতপর্ব্ব বাণসমূহে শল্যের সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। তখন অশ্বত্থামা মদ্ররাজকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সিংহনাদ এবং পাণ্ডবগণের আনন্দধ্বনি কিছুতেই সহ্য না করিতে পারিয়া শল্য সত্বর অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে প্রত্যাগত হইলেন। তখন পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সোমকগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনও কৌরবগণকে লইয়া তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। অনন্তর মদ্রাধিপতি সহসা যুধিষ্ঠিরকে বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলে ধর্ম্মরাজ উত্তেজিত হইয়া মহাবেগে শল্যের উপর শরাঘাত করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

তখন মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তাহাতে মহাবল বৃকোদর মদ্রারাজের ধনু দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহার অশ্বগণ বিনষ্ট করিলেন। এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকিপ্রভৃতি বীরগণ শল্যকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

সেই শরজালে বিমোহিতপ্রায় হইয়া মদ্ররাজ অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গ-চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন। শল্য অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মরাজের বিপদ অবলোকনে ভীমসেন ভল্লদ্বারা সেই খড়্গ-চর্ম্ম ছেদন করিলেন। মহাতেজা বৃকোদরের সেই অদ্ভুত-কার্য্য সন্দর্শনে পাণ্ডবগণ আনন্দভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মদ্ররাজ অস্ত্রহীন হইয়াও যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিয়া রিক্তহস্তেই ধাবমান হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া এক প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ ও প্রযত্নসহকারে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক মহাতর্জ্জন-গর্জ্জন-সহকারে কহিলেন—

হে মদ্ররাজ! এইবার তুমি নিহত হইলে।

সেই শক্তি শল্যের বক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া মর্ম্মস্থলসমুদায় ভেদ করিলে তিনি রুধিরসিক্ত-কলেবরে বাহুপ্রসারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। হোমাবসানে প্রশমিত অগ্নির ন্যায় সেই মহারথ ধরাশয্যায় সুষুপ্তি লাভ করিলে সেনাপতি-বিহীন বলসকল বিশৃঙ্খলভাবে হাহাকার করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের ব্যগ্রগতিতে সমরাঙ্গণ ধূলি-রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না।

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরবসৈন্যকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদের বিনাশার্থে সোৎসাহে ধাবিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন সারথিকে কহিলেন—

হে সুত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমাদের সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে রথ চলনা কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

সারথি দুর্য্যোধনের এই বীরজনোচিত বাক্য প্রতিপালন করিলে অবশিষ্ট পদাতিগণ রাজাকে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধার্থে পুনরায় দণ্ডায়মান হইল এবং যোধগণও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামে মনোনিবেশ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের অস্ত্রসকল অনায়াসে বিফল করিলেন।

তাঁহার অশনিসদৃশ শরসমূহ জলধরনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইলে কৌরবসৈন্যগণ তাহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিল না। কেহ বাহনবিহীন, কেহ অস্ত্রশূন্য, কেহ বা অস্ত্রাঘাতে বিমোহিত এবং কেহ কেহ পুনরায় পলায়ন-পরায়ণ হইল। অনেক বীর শিবিরে পুনরাগমনপূর্ব্বক রথ ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্রমাত্র হতাবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্রদ্বারা কাহারও শিরশ্ছেদন, ভল্লদ্বারা কাহাকে বা নিপাতিত এবং নারাচদ্বারা কাহারও প্রাণসংহার করিয়া ক্রমে নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা একে

একে তাঁহাদের সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়া মহা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তখন অল্পমাত্র অবশিষ্ট কৌরববীরগণ পুনরায় দীন-ভাবাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন—

হে পার্থ! অসংখ্য জ্ঞাতি-শত্রু নিহত হইয়াছে। আমাদের যোধগণ স্বীয় কার্য্য সমাধানান্তে স্ব-স্ব সৈন্যমধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন। দুর্য্যোধন অবশিষ্ট সৈন্যদল ব্যূহিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অসহায়ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছেন, হতাবশিষ্ট কৌরববীরগণ কেহই এসময়ে তাঁহার নিকটে নাই। অতএব যুদ্ধকার্য্য শেষ করিবার এই প্রকৃত অবসর। তুমি এই সুযোগে দুর্য্যোধনকে সংহারপূর্ব্বক চিরপ্রজ্বলিত বৈরানল নির্ব্বাপিত কর।

তদুত্তরে অর্জ্জুন কহিলেন—

সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের আর সমুদায় পুত্র সংহার করিয়াছেন, অতএব দুর্য্যোধনেরও তাঁহার হস্তেই নিহত হওয়া সঙ্গত। এক্ষণে অনুমান পাঁচ শত অশ্ব দুই শত রথ এক শত মাতঙ্গ ও তিনি সহস্র পদাতি তদুপরি অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ত্রিগর্ত্তরাজ উলূক শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই মাত্র কৌরবসৈন্য অবশিষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু আজি কৃতান্তের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আমি অদ্যই ধর্ম্মরাজকে শত্রুশূন্য করিব সঙ্কল্প করিয়াছি; অতএব রথচালনা কর।

যদি দুর্য্যোধন পলায়ন না করেন, তবে তিনিও আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন।

এই কথায় বাসুদেব দুর্য্যোধন-সৈন্যাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। তখন অশ্ব-সৈন্য লইয়া শকুনি তাঁহাদের গতিরোধ করিলেন। এই সময়ে অমিতপরাক্রম সহদেব স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক শকুনির প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে শরাঘাতে অতিশয় সন্তপ্ত করিলেন। এবং এক ভল্লে সম্মুখাগত উলূকের শিরশ্ছেদন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

হে সুবলনন্দন! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর। দ্যূতসভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর।

মহাবীর সহদেব এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শকুনিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি পুত্রের নিধনদর্শনে বাষ্পাকুলনয়নে ক্ষণকাল বিদুরের তৎকালীন হিতবাক্যসমুদায় স্মরণ করিলেন, পরে সহদেবের সম্মুখীন হইয়া নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ মাদ্রী-তনয়ের বেগ কিছুতেই সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে শরযুদ্ধ নিষ্ফল জ্ঞান করিয়া খড়্গ গদাপ্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাও সহদেব মধ্যপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে শকুনি এক সুবর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণপূর্ব্বক তাহা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রোষানলে দগ্ধ মাদ্রীতনয় সেই সমুদ্যত প্রাস সমেত সৌবলের ভুজদ্বয়

যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন। অনন্তর আর এক ভল্ল গ্রহণপূর্ব্বক তিনি সেই দুর্নীতির মূলীভূত মস্তকও নিপাতিত করিলেন।

কৌরবসৈন্যগণ শকুনিকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহা শঙ্খধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। এই সময়ে ইতস্তত ধাবমান কৌরবসৈন্যের উপর ভীমার্জ্জুন একসঙ্গে নিপতিত হইলে তাহারা আর কোনক্রমেই পরিত্রাণ পাইল না। দুই চারিজন ব্যতীত সেই সাগরোপম ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণীমধ্যে সমরক্ষেত্রে আর কেহই উপস্থিত রহিল না।

ভূপালগণের মধ্যে একমাত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন জীবিত রহিলেন। তিনি এই সময়ে দশ দিক শূন্য দেখিয়া এবং পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শুনিয়া প্রস্থান করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে তিনি একমাত্র গদা হস্তে ধারণ করিয়া বিদুরের উপদেশ স্মরণ ও চিন্তা করিতে করিতে পাদচারে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। এক বিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে তাঁহার এক জলস্তম্ভ নির্ম্মিত ছিল, তিনি সেই স্থানে লুকাইত থাকিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন।

সঞ্জয়ও এই সময়ে কৌরবশূন্য রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতেছিল পথিমধ্যে কুরুরাজের সহিত তাহার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তখন দুর্য্যোধন ব্যগ্রতাসহকারে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বারবার নিরীক্ষণ ও গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন—

হে সঞ্জয়! এক্ষণে তোমা ব্যতীত আর আমার পক্ষের কাহাকেও জীবিত দেখিতেছি না। আমার ভ্রাতৃগণের ও সৈন্যদলের কি দশা হইল তাহা কি অবগত আছ?

সঞ্জয় কহিল—মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমগ্র সেনাসহ ভ্রাতৃগণ নিহত হইয়াছে। কেবল কৌরবপক্ষের তিনজন মাত্র জীবিত আছেন বলিয়া শ্রুত হইলাম।

দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন—

হে সঞ্জয়! তুমি পিতাকে কহিবে যে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষতশরীরে সমর হইতে বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন।

কুরুরাজ এই কথা বলিয়া নিকটবর্ত্তী হ্রদ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থিত জলস্তম্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা ক্ষতবিক্ষত-কলেবরে শ্রান্ত বাহন লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সঞ্জয়কে দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালনপূর্ব্বক নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কহিলেন—

হে সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্যবশতঃ তোমাকে জীবিত দেখিলাম। আমাদের রাজা দুর্য্যোধন কি জীবিত আছেন?

তখন সঞ্জয় দুর্য্যোধনের হ্রদপ্রবেশ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে সকলে মিলিয়া বহুক্ষণ বিলাপ পরিতাপ করিয়া অবশেষে সঞ্জয়কে কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারা শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

কৌরবসৈন্যকে নিঃশেষিত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু চিন্তা করিতে লাগিলেন—

মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় এবং অবশিষ্ট কৌরববীর ও আমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে একমাত্র আমিই জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ ভৃত্যগণ সকলেই পলায়ন করিতেছে। রাজবনিতাদিগকে লইয়া এক্ষণে আমার হস্তিনাপুর প্রত্যাগমন করা উচিত হইতেছে।

যুযুৎসু এইরূপ বিবেচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট তাহা নিবেদন করিলে করুণ-হৃদয় ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন। তিনি তখন কৌরব-সচিবগণের সহিত রাজমহিলাগণের রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে উপনীত করিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—

বৎস! তুমি কৌরব-রমণীগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া সময়োচিত কার্য্য ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম।" এক্ষণে তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধনৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে।

রমণীগণের প্রস্থানে ও ভৃত্যবর্গের পলায়নে কৌরব-শিবির একান্ত শূন্য দেখিয়া সঞ্জয়সহ অবশিষ্ট কৌরববীরত্রয় তথায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা পুনরায়

হ্রদের নিকট গমন করিলেন এবং তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সলিলনিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—

মহারাজ! এক্ষণে তুমি সমুত্থিত হইয়া আমাদের সহিত আগমন কর এবং অরাতিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রাজ্য না হয় সুরলোক প্রাপ্ত হও। পাণ্ডবদের অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে। আমরা সমবেত হইয়া আক্রমণ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

তদুত্তরে রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন—

হে মহারথগণ! ভাগ্যবলে তোমরা সেই লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছ। এক্ষণে আমার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তোমরাও পরিশ্রান্ত, পাণ্ডবগণের অবশিষ্ট সৈন্যদলও নিতান্ত অল্প নহে। অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করিয়া কল্য আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কহিলেন—

মহারাজ! তুমি হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে অবস্থান কর, আমরাই বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শত্রুবিনাশ না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।

এই সময়ে কতকগুলি ব্যাধ সেই স্থান দিয়া পাণ্ডব-শিবিরে মাংসাদি লইয়া যাইতেছিল। তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া হ্রদকূলে উপবেশনপূর্ব্বক এই সকল কথোপকথন শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, রাজা দুর্য্যোধন জলমধ্যে

প্রবিষ্ট আছেন। ইতিপূর্ব্বেই রাজা দুর্য্যোধনকে অনুসন্ধান করিবার বিশেষরূপ উদ্যোগ চলিতেছিল এবং শিবিরে যে কোন লোক গমনাগমন করিত তাহাকেই এসম্বন্ধে আদেশ দেওয়া হইত। এক্ষণে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই ব্যাধ-গণ বিপুল ধনপ্রাপ্তির আশায় সত্বর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইল। তথায় উপস্থিত হইয়াই উহারা দ্বারীর নিষেধ মান্য না করিয়া দ্রুতগমনে একেবারে রাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের কোন সন্ধান না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদসম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া বিষণ্ণচিত্তে অবস্থান করিতে-ছিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রেরিত দূতগণ প্রত্যাগত হইয়া ক্রমান্বয়ে বলিতেছিল যে কুরুরাজের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় ব্যাধগণকথিত বৃত্তান্ত শ্রবণে সকলে অতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে তাহাদিগকে প্রভূত ধনদানে তুষ্ট করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন ভীষণ সিংহনাদ ও ঘোর কলকলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়াছি—বলিয়া বীরগণ মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং বেগে ধাবমান রথিগণের চক্রনির্ঘোষে ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডব-গণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী উত্তমৌজা যুধামন্যু সাত্যকি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন।

কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন—

মহারাজ! সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ এই স্থানে আগমন করিতেছেন; অতএব তুমি অনুজ্ঞা কর, আমরা প্রস্থান করি।

দুর্য্যোধন—তথাস্তু!—বলিয়া সেই সলিলমধ্যে অলক্ষিত-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ বহু দূরে এক বটবৃক্ষমূলে গমনপূর্ব্বক রথ হইতে অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদ-কূলে উপনীত হইলে যুধিষ্ঠির লুক্কায়িত দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন—

হে কুরুরাজ! তুমি স্বপক্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় ও স্বীয় বংশ বিনষ্ট করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত নিজ জীবন রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ? তোমাকে সকলে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কিন্তু আজি তোমাকে প্রাণভয়ে লুক্কায়িত দেখিয়া তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব তুমি অচিরাৎ সলিল হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যলাভ কর, না হয় আমাদের হস্তে পরাজিত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।

এই কথা শ্রবণে দুর্য্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

মহারাজ! প্রাণীমাত্রেরই যে প্রাণভয় থাকিবে তাহাতে

আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু আমি সেজন্য পলায়ন করি নাই। আমি রথ ও অস্ত্রহীন অবস্থায় একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এখানে শ্রমাপনোদন করিতেছি মাত্র। তুমি অনুচরবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর, পরে আমি সলিল হইতে উত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে দুর্য্যোধন! আমরা যথেষ্ট বিশ্রান্ত রহিয়াছি এবং বহুক্ষণ তোমাকে অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন দুর্য্যোধন কহিলেন—

মহারাজ! আমি যাহাদের জন্য রাজ্যলাভ অভিলাষ করিয়াছিলাম, আমার সেই ভ্রাতৃগণ সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব তুমিই এই হস্ত্যশ্বশূন্য বন্ধুবান্ধববিহীন ভূমিখণ্ড ভোগ কর। আমার সদৃশ নৃপতি এরূপ রাজ্য-শাসনে অভিলাষ করে না।

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! তুমি জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বৃথা বিলাপ করিতেছ, উহাতে আমার কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। আর তোমার রাজ্যদানের ভাণ করিয়াই বা লাভ কি ? তোমার দান করিবার অধিকারই বা কোথায় এবং তোমার প্রদত্ত রাজ্য আমিই বা গ্রহণ করিব কেন ? অতঃপর তুমি ও আমি, দুই জনের জীবিত থাকিবার আর উপায় নাই ; অতএব অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া হয় রাজ্য না হয় স্বর্গলাভ কর।

তখন রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার-বাক্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা জলমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন—

হে কুন্তীনন্দন! তোমাদের বন্ধুবান্ধব রথ ও বাহন সমস্তই রহিয়াছে, আমি একে পরিশ্রান্ত, তাহাতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব? এক ব্যক্তির সহিত অনেকের যুদ্ধ কোনো ক্রমেই ধর্ম্মসঙ্গত হয় না। হে পাণ্ডবগণ! আমি তোমাদের দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইতেছি না, একে একে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে আমি সকলকেই বিনাশ করিতে পারি।

কুরুরাজের এই বাক্য শ্রবণে যুধিষ্ঠির কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যক্রমে আজি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ; কিন্তু তোমরা যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়াছিলে তখন তোমার সে প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? বিপৎকালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হৌক, তুমি এক্ষণে কবচ পরিধান ও অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে যে কোনো অভিলষিত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ কর। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।

সেই কথায় দুর্য্যোধন অতিশয় হৃষ্টচিত্তে বর্ম্মধারণ, কেশ-কলাপ বন্ধন ও গদাগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন—

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি যখন আমাকে একজনের সহিত যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিলে তখন তোমাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ নহ। যাহার ইচ্ছা আমার সম্মুখে গদাহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া আমার বাক্যের সত্যাসত্যতা পরীক্ষা কর।

দুর্য্যোধন এইরূপ আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলে বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

মহারাজ! তুমি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে একজন-মাত্রের বিনাশদ্বারা রাজ্যলাভের অনুমতি করিলে? ঐ দুরাত্মা যদি তোমাকে বা অর্জ্জুনকে বা নকুল সহদেবকে বরণ করিত, তাহা হইলে তোমাদের কি দুর্দ্দশা হইত? গদাযুদ্ধে বোধ হয় তোমরা কেহই উহার সমকক্ষ নহ। ভীমসেন অধিক বলবান্, কিন্তু দুর্য্যোধনের অভ্যাস অধিক এবং এস্থলে অভ্যাসেরই প্রাধান্য। এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে পাণ্ডবগণের অদৃষ্টে কখনই রাজ্যলাভ নাই—বিধাতা উহাদিগকে বনবাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন!

এই কথা শুনিয়া মহাতেজা ভীমসেন ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন—

হে মধুসূদন! তুমি বৃথা বিষাদগ্রস্ত হইও না। আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব।

তখন বাসুদেব আশ্বস্ত হইয়া ভীমসেনকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন—

হে বীর! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতিবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অতিশয় সাবধান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এই সময়ে তীর্থপর্য্যটনানন্তর বৃষ্ণিপ্রবীর বলরাম যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা ও পাদবন্দন করিয়া সমগ্র বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ভীমসেন ও দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া গুরুকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন। বলরাম সকলকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

হে বীরগণ! আমি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল তীর্থযাত্রা করিয়াছি; কিন্তু এখনও তোমাদের যুদ্ধকার্য্য শেষ হয় নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম এ-যুদ্ধের সহিত কোনোপ্রকারে লিপ্ত থাকিব না, কিন্তু এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ দেখিতে অভিলাষ হইতেছে। তবে এস্থান অপেক্ষা পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান; অতএব চল, সকলে মিলিয়া সেখানে গমন করি।

বলদেবের উপদেশ অনুসারে সকলে কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় উপযুক্ত সমরাঙ্গণ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বলরামকে মধ্যস্থলে আসন প্রদান করিয়া অন্য সকলে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধদর্শনার্থে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বর্ম্মধারী ভীমসেন মহাকোটি গদাহস্তে এবং উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্মপরিহিত দুর্য্যোধন এক দুর্জ্জয় গদা লইয়া রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন গভীরগর্জ্জনে ভীমকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে ভীমসেন কহিলেন—

হে দুর্য্যোধন! ইতিপূর্ব্বে যে-সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। আমি এইবার তোমাকে তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব।

তদুত্তরে দুর্য্যোধন কহিলেন—

অহে কুলাধম! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। মুখে যাহা বলিতেছ, কার্য্যে তাহা পরিণত কর।

এই কথায় সৈন্যগণ দুর্য্যোধনের প্রশংসা করায় তিনি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলে ভীম রুষ্ট হইয়া গদা উদ্যত করিয়া ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রণস্থলে ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুত্থিত হইল এবং দুই গদার সংঘটনে চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফু-লিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হইয়া বিচিত্র গতি প্রত্যাগতি, অবস্থান পরিমোক্ষ, প্রহার বঞ্চন, আক্ষেপ পরাবর্ত্তন সংবর্ত্তনাদি কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অবশেষে দুর্য্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল ও ভীম বাম মণ্ডল অবলম্বন করিলে দুর্য্যোধন ভীমের পার্শ্বদেশে এক প্রচণ্ড আঘাত

করিলেন এবং ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিপ্রহারার্থে বজ্রতুল্য ভীষণ গদা উদ্যত ও বিঘূর্ণিত করিলে দুর্য্যোধন সেই গদার উপর গদাঘাত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন! তদ্দর্শনে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

ক্রমে মহাবীর কুরুরাজ বিবিধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া সমরাঙ্গণে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে সকলেই তাঁহাকে সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া বোধ করিলে। তাঁহার গদাভ্রমণবেগ অবলোকন করিয়া পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে অতীব ভীতির সঞ্চার হইল।

অনন্তর বৃকোদরের মস্তকে দুর্যোধন এক গদাঘাত করিলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ক্রোধ-প্রজ্বলিতচিত্তে কুরুরাজের প্রতি তাহার গদা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন অনায়াসে সেই নিক্ষিপ্ত গদা নিষ্ফল করিয়া অরক্ষিত ভীমসেনের বক্ষে এক প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকার ধৈর্য্যচ্যুতি প্রকাশ না করায় দুর্য্যোধন তাঁহাকে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় আঘাত করিবার ছিদ্র অবলম্বনের সুযোগ সম্বন্ধে বঞ্চিত হইলেন।

পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিতান্ত রোষাবিষ্টচিত্তে মহাবল বৃকোদর পুনরায় গদাগ্রহণপূর্ব্বক কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে এক আঘাত করিলে দুর্য্যোধনের শরীর ক্ষণকাল অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার অবনত জঙ্ঘদ্বয় ধরা-

স্পর্শ করিল, তদ্দর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনের এই অভিনন্দন কুরুরাজের নিতান্ত অসহ্য হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীমকে বারম্বার প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার বর্ম্ম ক্রমে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং মহাবীর বৃকোদর বহুকষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া সমরাঙ্গণে অবস্থিত রহিলেন। তখন বাসুদেব অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন—

সখে! দুর্য্যোধন যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অতএব ন্যায়যুদ্ধে ভীমসেন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবেন না। শঠ দুর্য্যোধনকে শঠতাপূর্ব্বক বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। স্বয়ং দেবরাজও ছলদ্বারা স্বীয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ভীমসেন তাঁহার উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করুন, নাহলে ধর্ম্মরাজ বিষম সঙ্কটে পড়িবেন। তোমার জ্যেষ্ঠ কি নির্ব্বোধ! উনি কি বিবেচনায় একজনের পরাজয়ে রাজ্যদানের প্রতিজ্ঞা করিলেন?

অর্জ্জুন এই কথা শুনিয়া স্বীয় বামজানুতে আঘাত করিয়া ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। তখন বৃকোদর অর্জ্জুনের ইঙ্গিতে স্বীয় প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে প্রবোধিত হইয়া গদা উদ্যত করিয়া বাম মণ্ডল অবলম্বন করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া তিনি স্বেচ্ছাক্রমে রন্ধ্র প্রদর্শন করিলে দুর্য্যোধন বঞ্চিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ভীমসেন সহসা

তাঁহাকে আক্রমণ করিলে দুর্য্যোধন লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু তিনি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবামাত্র ভীম তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ আঘাত করিলে দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মস্তকে বারম্বার পদাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন—

অহে দুরাত্মন্! তুমি যে আমাদের প্রতি উপহাস ও দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলে এই তাহার ফলভোগ কর।

ভীমসেনের এই নীচ-জনোচিত ব্যবহারে দর্শকগণের মধ্যে কেহ সন্তুষ্ট হইলেন না। ধর্ম্মরাজ সেই আত্মশ্লাঘা-নিরত বৃকোদরকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন—

হে ভীমসেন! তুমি বৈরঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সদুপায়েই হউক আর অসদুপায়েই হউক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে ক্ষান্ত হও, আর অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না! ইহাঁর সৈন্য বন্ধু ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হওয়ায় এই বীর এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে শোচনীয়, তদুপরি এই কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা, অতএব তুমি কিরূপে নৃশংসের ন্যায় দুর্ব্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছ?

অনন্তর যুধিষ্ঠির দীনভাবে দুর্য্যোধনের নিকটে গমনপূর্ব্বক অশ্রুকণ্ঠে কহিলেন—

ভ্রাতঃ! তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে আর শোক করিও না। মৃত্যুই তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিবে। আমরাই নিতান্ত হতভাগ্য, যে-

হেতু বন্ধুশূন্য রাজ্য শাসন ও ভ্রাতৃবধূগণকে শোকার্ত্তা নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

এদিকে গদাযুদ্ধবিশারদ বলরাম দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে পাতিত দেখিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ-সহকারে কহিতে লাগিলেন—

নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বিধেয় নহে, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধ সর্ব্বজন-বিদিত নিয়ম, কিন্তু মহামূর্খ ভীমসেন তাহা অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল।

এই কথা বলিতে বলিতে হলায়ুধ বলদেব তাঁহার লাঙ্গল উদ্যত করিয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন।

তখন বাসুদেব স্বীয় বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া বিনীতবচনে কহিতে লাগিলেন—

হে মহাত্মন্! তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ যে পাণ্ডবগণ আমাদের নিকট আত্মীয়, ইঁহারা কৌরবগণকর্ত্তৃক অগাধ বিপদ্ সাগরে পাতিত হইয়া এক্ষণে বহুকষ্টে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি; অতএব ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ বিধেয় নহে। তদ্ব্যতীত ভীমসেন সভামধ্যে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় হইয়া সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন না করিয়া পারেন না।

বাসুদেবের অনুনয়বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া বলরাম ক্রুদ্ধবচনে উত্তর করিলেন—

হে কৃষ্ণ! আত্মীয়তা বা লাভালাভের কথা বৃথা বলিতেছ। অর্থ ও কামই ধর্ম্মনাশের প্রধান কারণ। তুমি

যতই যুক্তি প্রদর্শন কর না কেন ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, সে ধারণা আমার মন হইতে দূরীকৃত হইবে না। লোকমধ্যেও তাহার কূটযোদ্ধা বলিয়া চির অখ্যাতি রহিয়া যাইবে।

বলরাম এই কথা বলিয়া মহারোষে রথারোহণপূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন—

হে কৃষ্ণ! সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান এবং অন্যান্য ভূপালগণের দুর্লভ সুখ-সম্ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছি; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ-ক্ষত্রিয়-বাঞ্ছিত পরমগতি প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবের সহিত আমি স্বর্গে চলিলাম, তোমরা এই শোকসমাকুল শূন্যরাজ্য গ্রহণ কর।

অনন্তর দুর্য্যোধন দেহ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উক্ত বাক্যে পাণ্ডবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন—

হে ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, সায়ংকালও উপস্থিত; অতএব চল, উপযুক্ত স্থানে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধাবসানে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাক।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে বাসুদেবসহ পাণ্ডবগণ সাত্যকিকে সঙ্গে লইয়া পবিত্রসলিলা নদীতীরে গমন করিলেন এবং তথায় কৃষ্ণের উপদেশানুসারে মাঙ্গলিক-ক্রিয়া সম্পাদনার্থে রাত্রিযাপন করা স্থির করিলেন।

## ১২

পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশের আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, ধর্ম্মরাজ কম্বলাজিনসংবৃত শ্বেতবর্ণ ষোড়শ-বলীবর্দ্দের দ্বারা আকৃষ্ট সুবৃহৎ শুভ্র রথে আরোহণ করিলে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ, মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয় দুই পার্শ্বে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্বেত চামর ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুযুৎসু এবং বাসুদেব ও সাত্যকি পৃথক্ পৃথক্ রথে উঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহ্য যানে সকলের অগ্রে এবং কুন্তী দ্রৌপদীপ্রভৃতি মহিলাগণ নানাবিধ যানে বিদুরকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে পরিবার-বেষ্টিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া রাজভবন-সমীপে উপনীত হইলে পৌরগণ তাঁহার সন্নিধানে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিল—

মহারাজ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রমপ্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ সাধুগণের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। মাঙ্গল্যক্রিয়া শেষ হইলে তিনি বলিলেন—

হে বিপ্রগণ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পিতৃতুল্য; অতএব যদি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আপনারা সতত তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী ও হিতানুষ্ঠান-পরতন্ত্র থাকিবেন, আমি সমস্ত জ্ঞাতিবধ করিয়াও কেবল তাঁহার সেবা করিবার জন্য জীবন ধারণ করিয়া আছি। এক্ষণে এই সমগ্র সাম্রাজ্য এবং পাণ্ডবগণ তাঁহারই অধীনে রহিল। মহাশয়গণ! আমার এই কথা আপনারা বিস্মৃত হইবেন না।

অনন্তর পৌর ও জানপদবর্গ সকলে প্রস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক ধীমান বিদুরকে মন্ত্রণা কার্য্যে, বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণে, নকুলকে সৈন্যের তত্ত্বাবধানে, অর্জ্জুনকে রাজ্যরক্ষায়, সহদেবকে শরীর রক্ষায় এবং পুরোহিত ধৌম্যকে দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন—

তোমরা সতত অধ্যবসায়ের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ প্রতিপালন করিবে। এবং পৌর ও জানপদবর্গের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা বৃদ্ধ রাজার আজ্ঞা লইয়া সম্পাদন করিবে। এক্ষণে তোমরা সকলে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ ও শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছ, অতএব স্ব-স্ব গৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রমাপনোদন ও বিজয়সুখলাভ কর।